Federation of Bangladeshi Associations in North America

FOBANA

FOBANA 2023

DALLAS ★ TEXAS

GATHER, CONNECT, AND CELEBRATE

প্রজন্মের প্রতিধ্বনি

HOSTED BY: BANGLADESH ASSOCIATION OF NORTH TEXAS (BANT)

bant
Bangladesh Association of North Texas

VENTURE
ENGINEERS BUILDERS

VENTURE ENGINEERS & BUILDERS, LLC

Rafiqul Islam, P.E. President

Completed Project

New Constructions

VENTURE ENGINEERS & BUILDERS, LLC

AUSTIN
6704 Havenbrook Cove
Austin, TX 78759
T. 512-413-9193 F. 512-418-8501
E. infoaustin@venturetexas.com

DALLAS
3030 LBJ Fwy. Suite 1150
Dallas, Texas 75234
T. 972-247-9400 F. 972-247-9406
C. 214-682-1426 E. rafiq@venturetexas.com

Federation of Bangladeshi Associations in North America

FOBANA

FOBANA 2023

DALLAS ★ TEXAS

GATHER, CONNECT, AND CELEBRATE

প্রজন্মের প্রতিধ্বনি

সম্পাদক
ফরহাদ হোসেন

প্রধান সমন্বয়ক
সাঈদ হাসান চৌধুরী

উপদেষ্টা পরিষদ
হাসমত মোবিন
সাগর সামসুদ্দুহা
আহসান চৌধুরী (হিরু)
নাহিদুল খান
মাসুদ রব চৌধুরী
মাজহারুল ইসলাম
আবদুল্লাহ নাসের

গ্রাফিক ডিজাইনার
আশুতোষ দেবনাথ
লক্ষণ চন্দ্র নাথ

অঙ্গসজ্জা
অন্যপ্রকাশ, বাংলাদেশ

মুদ্রণ
আইহোপ ডিজাইন অ্যান্ড প্রিন্টিং,
নিউইয়র্ক

৩৭তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৩ উপলক্ষে
বিশেষ স্মরণিকা

প্রজন্মের প্রতিধ্বনি

Special Souvenir of
37th FOBANA Convention 2023
Dallas, Texas

Date
September 1-3, 2023

Venue
Irving Convention Center at Las Colinas
500 W Las Colinas Blvd. Irving, TX 75039

Host
Bangladesh Association of North Texas (BANT)

সম্পাদকীয়

কালের খেয়ায় ভেসে আবার এসেছে ফোবানা সম্মেলন—দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে চলে আসা ফোবানা আয়োজিত বাঙালির মিলনমেলা। এবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩৭তম আয়োজন। এই মহা মিলনমেলাকে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে 'প্রজন্মের প্রতিধ্বনি' নামক এই স্মরণিকার প্রকাশনা।

আজ থেকে তিন যুগ আগে, বুকভরা বাঙালিয়ানা আর এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে শুরু হয়েছিল উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন। ৩৭-এ পা দিয়ে সেই সৃষ্টিকল্প এখন আরও তরতাজা, আরও অভিজ্ঞ এবং আরও সমর্থ। উত্তর আমেরিকার অভিবাসী বাঙালি সমাজের এক বাৎসরিক উদ্দীপক এখন ফোবানা সম্মেলন। সকলের নিরলস প্রচেষ্টা এবং উৎসাহে, ফোবানা কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে ক্রমবর্ধমান সার্থকতার পথে।

ঐতিহ্যের সাথে আগামী সম্ভাবনার সমন্বিত উত্তরণ খোঁজার প্রত্যয়ে তিন দিনব্যাপী ৩৭তম ফোবানা সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তম শহর, ডালাসে। এই সম্মেলনের আয়োজক বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ নর্থ টেক্সাস, সংক্ষেপে বান্ট। এই সংগঠনটিও এগিয়ে চলেছে এক নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে। বান্ট আয়োজিত এবারের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিনোদনের কেন্দ্র—উপশহর লাস কলিনাসের আর্ভিং কনভেনশন সেন্টারে। ২০১১ সালে নির্মিত অত্যাধুনিক স্থাপত্যশৈলীর উল্লম্ব নকশার এই অভিজাত কনভেনশন সেন্টারটি টেক্সাসের সাংস্কৃতিক ধারার ও ঐতিহ্যের এক গর্বিত, অনন্য স্থাপনা।

আমি নিজে বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত আছি বহুবছর ধরে। সেইসূত্রে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে মনে করি। আর সেই অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই ফোবানা সম্মেলন। এই আয়োজনের পেছনে রয়েছে অসংখ্য নিবেদিতপ্রাণ মানুষের

অক্লান্ত পরিশ্রম। যারা সামনে এবং পেছন থেকে এই আয়োজনে অবদান রেখেছেন, পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করেছেন—তাঁদের সবার প্রতি অন্তরের গভীর থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ঠিক একইভাবে, এই বিশেষ স্মরণিকাটি প্রকাশে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই এ সম্মেলনের প্রধান সমন্বয়ক সাঈদ হাসান চৌধুরীকে তাঁর একনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্যে।

এই বিশেষ স্মরণিকাটির নান্দনিক অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ-পূর্ব নানা কারিগরী বিষয় আমার জন্য সহজ হয়েছে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা অন্যপ্রকাশের প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম, অন্যতম পরিচালক আবদুল্লাহ নাসের এবং অন্যপ্রকাশ টিমের অক্লান্ত পরিশ্রমের কল্যাণে। আমার অসীম কৃতজ্ঞতা তাঁদের সকলের প্রতি।

অত্যন্ত স্বল্পসময়ে এবং অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে প্রকাশিত এই বিশেষ স্মরণিকাটি সবার প্রত্যাশা পূরণ করলেই আমাদের সার্থকতা।

৩৭তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৩ সফল হোক। সকল প্রতিকূলতা জয় করে ফোবানার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক।

ফরহাদ হোসেন
ডালাস, টেক্সাস

Contents /সূচি

Messages & Gettings
বাণী ও শুভেচ্ছা

Documents
নথি

International Mother Language Day (IMLD) :
A Practice Model for Implementation
Mohammad Aminul Islam and Mohammad Zaman

FOBANA Theme Song

About FOBANA

FOBANA History (1987-2023)
37th years of proud heritage

Articles
প্রবন্ধ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ
পূর্ণাঙ্গ ভাষণের প্রতীক্ষা শেষ হবে কবে
মোহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান জালাল, রায়হান জামিল, বিদ্যুৎ দে

হাইবারানথারানমারাঙ্গো
কমডোর শফিক

Contents /সূচি

Poems /কবিতা

The Dream I Love
Mustafa Kamal

চিরন্তন কাব্যের পটভূমি
সাগর আহমেদ

মনোভূমি
এইচ এস মোজাদ্দাদ ফারুক

এ উদ্যানে, এদিন আর সেদিন
চৌধুরী সালাহউদ্দীন মাহমুদ

আকাশ আর সূর্য
মোহাম্মদ আলী

সঞ্জীবন
অনামিকা খান

Stories /গল্প

বোধ
সাদাত হোসাইন

পারাপার
ফারহানা সিনথিয়া

বুকের মাঝে বাংলাদেশ
দিলরুবা আহমেদ

Travel /ভ্রমণ

আটলান্টিক সিটি তাঁর প্রিয় শহর
মাজহারুল ইসলাম

Message

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

I convey my heartfelt felicitation to all participants of the 37th Federation of Bangladeshi Associations in North America (FOBANA) convention to be held in Dallas, Texas, from September 1-3, 2023. I also take the opportunity to extend my best wishes to the Bangladeshi diaspora in North America.

The Greatest Bengali of all time, the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, spent his whole life leading our struggle for freedom and the war of independence. He made us a victorious nation and created the opportunity to act in the world with self-esteem and dignity. Within a short period- in only three years, seven months, and three days- he laid the foundation of almost all institutions for the statecraft and achieved remarkable progress in the economy of a newly-born nation. After the most abhorrent assassination of our Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the progress of the country halted for the next 21 years under the rule of military dictators and their allies.

During our 1996-2001 term, Bangladesh witnessed an unprecedented golden era regarding socio-economic growth and development. We also have achieved significant progress in every sector in the last 14 and half years since the formation of the Government in 2009. We have already transformed the country into Digital Bangladesh' and fulfilled all criteria to be a developing country. Now, Bangladesh is set to become a developed country by emerging as "Smart Bangladesh' by 2041,

We gratefully recognize the fundamental role of non-resident Bangladeshis in our Government's ongoing development stride. Over the past 37 years, FOBANA has been upholding the history, culture, and heritage of our beloved motherland Bangladesh in North America. Texas has become a home to a significant number of NRBs who are also continuously building the image of our country in the United States. I feel happy that the 37th FOBANA convention will take place in this city. I note with satisfaction that each year, FOBANA organizes a convention in North America to promote Bangladesh through organizing colorful events, seminars, and workshops. This organization has also been encouraging the youth in social, cultural, educational, scientific, and charitable activities.

I believe FOBANA will continue to brand Bangladesh as a land of peace, prosperity, harmony, social justice, and opportunity in North America in the days to come.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh live forever.

Sheikh Hasina

Message

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

I am delighted to know that the 37th Convention of the Federation of Bangladeshi Associations in North America (FOBANA), organized by Bangladesh Association of North Texas (BANT), would take place in Dallas, Texas on 01-03 September 2023. On this occasion, I would like to extend my warm felicitations to all Bangladeshi expatriates in North America.

FOBANA Conventions can play an important role in building closer ties among the Bangladeshis across North America. It celebrates our history, our culture and heritage. Through this, our young generation living abroad gets an opportunity to know their motherland Bangladesh. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangabandhu's struggle und sacrifice for independence, our liberation war, and our developments, challenges and achievements plus our heritage, and culture.

Bangladesh achieved an exemplary socio-economic stride in the last 14 years under the visionary leadership of our Prime Minister Sheikh Hasina. Continuity of the government, peace and stability, innovation and investment in the economy and special focus on digital Bangladesh, agriculture, and women empowerment were the keys to the meteoric success. Bangladesh is set to be graduated from LDC to a middle-income developing country by 2026 and we are on our way to becoming a developed country by 2041. I am confident that with the concerted efforts from all quarters, we would be able to materialise Bangabandhu's dream of 'Sonar Bangla'—a prosperous country.

I had the privilege to attend the 5th FOBANA convention in Dallas in 1990. Holding of the 5th FOBANA convention in Dallas was decided in Boston in 1989 when I was its chairperson. On those days, FOBANA was one and only one. Let me hope that FOBANA will achieve the visions that we had in the formation of it in 1987.

I wish the 37th FOBANA Convention in Dallas, Texas a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu,
May Bangladesh live forever.

(Dr. A K Abdul Momen, MP)

ফোবানা ২০২৩ সম্মেলন আহ্বায়কের বাণী

প্রিয় সুধী,

৩৭তম ফোবানা মহাসম্মেলনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগো থেকে ফোবানার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, পরম করুণাময় আল্লাহর রহমতে আজ তা পরিপূর্ণ হতে চলেছে। এই যাত্রাপথে ছিল অনেক বাধা, অনেক অনিশ্চয়তা। কিন্তু সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে আজ আমরা পৌঁছেছি এক শুভ লগ্নে, যেখান থেকে আমরা আপনাদের উপহার দিতে পারব একটি সুন্দরতম ডালাস ফোবানা মহাসম্মেলন। এই কঠিন পথযাত্রায় যাঁরা আমাদের সঙ্গী ছিলেন তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। চতুর্থবারের মতো ফোবানা সম্মেলন আয়োজন করে আমাদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস, তার সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন উপকমিটিতে কঠোর পরিশ্রমী সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ডালাস ফোর্টওয়ার্থের বাংলাদেশিরা এই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবেন।

বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আমাদের এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয়। এবারে আমাদের বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি অনেক বড়, অনেক বিশাল। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস পরিচালিত ৩৭তম ফোবানা সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন। ডালাস ফোবানা পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করে ফোবানাকে সার্থক করে তোলার জন্য সকলেই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এবারের কনভেনশনে বাংলাদেশ থেকে এবং স্থানীয় বিশেষ অতিথিদের উপস্থিতিতে কনভেনশনের শুভ উদ্বোধন করা হবে। নর্থ আমেরিকার বিভিন্ন সংগঠন এবং বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক দর্শকদের মনোরঞ্জন করা ছাড়াও থাকছে বইমেলা, কাব্যজলসা, ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ইয়ুথ ফোরাম, বাজার, সেমিনার, টেলেন্টশো ইত্যাদি। এবারের সম্মেলনে আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে নতুন প্রজন্মের সবার কাছে বাংলাদেশের কৃষ্টি, কালচার এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং তাদের কাছে পরিচিত করে তোলা।

৩৭তম সম্মেলন উপলক্ষে আপনাদের ডালাসে অবস্থান এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ আনন্দময় ও সার্থক হোক। আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এত বড় একটি সম্মেলনের কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি থাকতে পারে এবং তার দায় স্বীকার করে আশা করছি আপনারা বিষয়টা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় ৩৭তম মহাসম্মেলন সার্থক, সুন্দর ও সফল হওয়ার আশা রেখে সবার মঙ্গল কামনা করছি।

বিনীত,

হাসমত মবিন

কনভেনর, ৩৭তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৩

সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ নর্থ টেক্সাস, ডালাস

Message from Member Secretary

Sham Sudduha Shagor
Member Secretary
37th FOBANA Convention Organizing Committee
Phone : 214-663-0767
Email: s.shagor@fobanadallas23.com

https://fobanaonline.com

Welcome to the 37th FOBANA Convention, a remarkable symbol of Bengali culture and heritage on the global stage. I am filled with pride to serve as the Member Secretary of the Organizing Committee for this year's convention, held in the dynamic and warmhearted Dallas, Texas.

As I write this welcome message, my heart overflows with excitement and anticipation for the privilege of welcoming you all to an event that signifies more than a convention—it's a meeting of hearts and minds, united by our profound appreciation and love for the rich, diverse, and timeless Bengali culture.

For decades, it has been my honor and joy to work towards unifying our vibrant Bengali community here in Texas. This journey has been nothing short of incredible, filled with unforgettable moments of cultural growth, unity, and a shared sense of pride. It is this essence that we intend to capture and celebrate at the convention, as we exhibit the captivating beauty and profound depth of our Bengali heritage.

The convention is not just a reflection on our shared history but also a platform to inspire our path forward. It is a space where our cherished traditions meet new creative expressions, where the wisdom of our past fuels the innovations of our future, and where we celebrate our cultural heritage as a living, evolving entity.

So, join us in this celebration of unity and culture. Immerse yourself in the rhythm of Bengali folk music, savor the unique flavors of Bengali cuisine, and experience the warmth and camaraderie that is at the heart of our shared Bengali roots. Together, let us rejoice in our heritage, remember our roots, and embrace the splendid future that we are shaping for ourselves and future generations.

Together, let's make the 37th FOBANA Convention an event to remember, a celebration that inspires pride in our culture and provides motivation for our future endeavors. On behalf of the organizing committee, I extend my warmest welcome to you all to Texas, a place where ne spirit of Bangladesh is alive and thriving, and where th essence of Bengali culture is deeply cherished.

Looking forward to seeing you at the convention,

Sham Sudduha Shagor
Member Secretary
37th FOBANA Convention Organizing Committee

Message from Chief Coordinator

On behalf of the Bangladesh Association of North Texas (BANT) and FOBANA 2023 Host Committee I would like to welcome every one of you to the 37th FOBANA Convention to be held on Sept 1, 2 & 3, 2023 at Irving Convention Center, Las Colinas Irving, Texas. The FOBANA convention is the largest annual gathering of Bangladeshi in North America. As the FOBANA Convention moves around different cities every year, it helps bridging the Bangladeshi Communities in North America.

FOBANA provides various services to Bangladeshi communities including a popular scholarship program, and can do more. FOBANA also need to maintain strong tie to our origin, Bangladesh. In order to do that the Executive leadership of FOBANA and the leadership of FOBANA Convention Host Committee should refrain from publishing any political statements related to situation in Bangladesh during their tenure.

BANT has been a Member of FOBANA since 1987. This is the 4 times BANT hosting the FOBANA Convention. BANT hosted 4th Convention in 1990, 16th Convention in 2002, 22nd Convention in 2008 and now 37th Convention in 2023. I am proud to be a member of BANT since its formation in 1987.

I sincerely thank all the Sponsors, Donors, BANT advisors, BANT Executives, all the committee chairpersons and all the volunteers who have worked hard to organize this grand event. I am also very humbled by the overwhelming support for our FOBANA Convention from the whole community. It was my pleasure and privilege to serve as Chief Coordinator for the 37th FOBANA Convention.

Sincerely,

Sied Chowdhury
Chief Coordinator FOBANA 2023
General Secretary BANT 2022, 2023

Message from Chairperson

Welcome to the 37th FOBANA Convention at Irving Convention Center in Dallas, Texas, one of the grandest Convention venues of the history of FOBANA. This year we gather with special happiness and complacence as the pandemic is behind us, and the joyful aspiration of Dallas community is fulfilled as they couldn't the celebrate this coveted eventin 2020 due to dire pandemonic,where BANT was awarded to host the 34th FOBANA Convention at Dallas.

My heartful gratitude and congratulation to the Host, Bangladesh Association of North Texas (BANT) and the Bangladeshi community of Dallas to take the challenge of this huge undertaking to present such an extravaganza to entertain us. As always, thanks to FOBANA Executive Committee for lending its hand to make this Convention successful.

In this year's tenure, we have made quite a few improvements of FOBANA operational procedures. We have launched fully redesigned brand-new website-membership and host registrations processis enabled through online, executed a MOU with prestigious entity Dhaka University to provide FOBANA scholarship for the four years of undergraduate study to the meritorious students of the University, continuing scholarship program with the Jagannath University, raised and disbursed money for multiple humanitarian helps in Bangladesh and more. And as always, run the organization throughout the year as per book, following the democratic process in every step. FOBANA has become a prestigious brand-name throughout the glove—thus, many people/entities want to counterfeit and copy our FOBANA name without any genuine organizational basis.FOBANA has grown over the years beyond the scope envisioned at its inception. We all worked hard to make our beloved FOBANA a fine organization!

Sincere gratitude to everybody who worked tirelessly both behind and in front of the scene to make the 37th Convention 2023 at Dallas a grand success. We welcome you to watch this grand Convention for the next three days along with millions of audiences throughout the globe.

Cheerfully

Dr. Ahsan Chowdhury (Hero)
Chairperson
FOBANA (2022-2023)

Message from Vice Chairman

Dear FOBANA Community,

It brings me great joy and pride to address you all through the pages of our beloved FOBANA magazine. As we gather in the Dallas convention, we are united by our shared heritage and values, I am humbled by the incredible strength and resilience of our Bangladeshi Communities.

Over the years, FOBANA has grown into a vibrant and dynamic organization, serving as a bridge that connects us with our roots in Bangladesh while embracing the rich tapestry of North America. Or collective efforts and unweaving commitment have allowed us to nurture a sense of unity and togetherness, regardless of miles that may separate us.

As the Vice Chairman of FOBANA, I am grateful for the tremendous support and dedication displayed by my colleagues, members, volunteers, and sponsors. Your tireless contributions have fueled the success of numerous events, cultural programs, and community initiatives. Each step we take together is a testament to the boundless potential of our community when we come together with a shared vision.

I am proud of our subcommittees who played a crucial role in shaping the various aspects of FOBANA, ranging from scholarship and community outreach to youth development, membership, social networking, business & investment, legal, and many more. I also had the opportunity to work with a few talented office bearers and individuals whose guidance and input led to an optimized and robust website where many of our tasks were digitized including member registration, renewal, scholarship application, newsletter, and youth application. As we move along, we are committed to embracing more and more tasks online including FOBANA members page, cultural talent acquisition, embedding FOBANA talk shows on our website, and many more. By fostering greater coordination and cooperation between many of us, we can achieve remarkable progress and create a more inclusive and dynamic organization.

As we move forward, let us remember that we are the architects of our future. Together, let's envision an even stronger, more inclusive FOBANA and continue to inspire the generations to come. Our shared values of unity, compassion, and progress will undoubtedly be the guiding lights of this journey.

In closing, I extend my sincere gratitude to the 37th FOBANA host Committee led by Convener Mr.

Hashmat Mobin and Member Secretary Mr. Sham Sudduha (Shagor) for the wonderful convention. I also thank each FOBANA participant for your unwavering support and trust in FOBANA's mission.

Together, we will continue to build a brighter and more prosperous future for our community.

With warmest regards,

Masud Chowdhury

Masud Rob Chowdhury
Vice Chairman, FOBANA 2022-2023

Message from Executive Secretary

Welcome to FOBANA 2023. This year the 37th annual FOBANA convention will be taking place in the Irving Convention Center at Las Colinas, Irving, Texas. After a year long of hard work by the host & the central committee, for the next three days, September 1, 2 & 3, 2023, Banglades is in North America will gather here to witness the 37th annual FOBANA convention. I sincerely thank & congratulate the host, executive committee, and all the volunteers who have worked hard to organize this grand event! It was my pleasure and privilege to serve in this great organization, and I am proud to be a part of the largest NRB organization in the world.

FOBANA is the leading organization to uphold Bangladeshi socio-cultural heritage, which was established in 1987 to unite the Bangladeshi Associations in North America. Our executive leadership team, subcommittee members, donors, and sponsors have worked to promote FOBANA's mission and vision throughout the years. The FOBANA established its strong foundation and critical infrastructure that can support and promote our culture and heritage in North America and globally. FOBANA is transforming to adapt to the digital era and is determined to make it a global brand.We emphasize family values, maintain a high organizational ethical standard, and continue working to achieve higher goals.

FOBAN Aprovides various services to our community and can expand to Business & Investment services, establishing a credit union to provide financial services, engaging our next generation for leadership development, etc.We have greater opportunities and also challenges. We need resources to secure funding to support such programs sustainably. Hence, we must develop strategies and execute those very diligently. Let's move forward together with our conscience and obligations to help our fellow Bangladeshi-American and our beloved Country.

We hope that you come forward and support FOBANA in whatever ways possible. FOBANA is a nonprofit organization, and we are all volunteers. On behalf of the FOBANA Executive team, I thank each of you for allowing us to serve you and wish all the best for the FOBANA 2023 host committee for uniting us here in Dallas for a more robust, bigger, better, and dynamic FOBANA for tomorrow.

Sincerely,

Nahidul Khan
Executive Secretary FOBANA 2022-2023

Message from Host President

I am highly privileged to welcome all FOBANA attendees from the USA, and around the world. I am honored to welcome our guest attendees to the greater DFW area on behalf of the Bangladeshi community. We are a close-knit, vibrant, and young community very focused on raising families with Bengali values, and keeping the American dream in forefront. I invite you to visit the DFW area while you are here, it is surrounded by lot of lakes, valleys, and Texas prairies. Hope you will enjoy the 37th FOBANA Gala event, which is packed with a variety of amazing programs.

My thanks to the BANT executive committee, host committee, and all co-chairs for their dedication, and hard work. Best wishes to a memorable FOBANA in the great state of Texas.

VIVA FOBANA VIVA BANT

Sincerely,

Moin Hoque
President
FOBANA Host Committee

BANT Executives

President

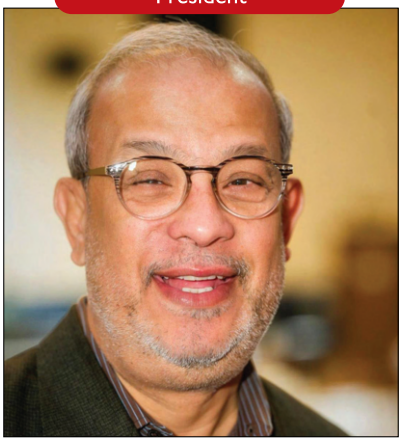

Hashmat Mobin

Vice President

Shagor Sham Suddhuha

General Secretary

Sied Hasan Chowdhury

Treaswer

Faez Areef

Cultural Secretary

Sheikh Rashid

Assistant General Secretary

Musfiqur Rahman

Organizing Secretary

Md Munir Hossain

Executive Member

Jasmine Wadud

Executive Member

Md Rezaur Rahman

BANT Advisors

Dr Aziz Ahmad

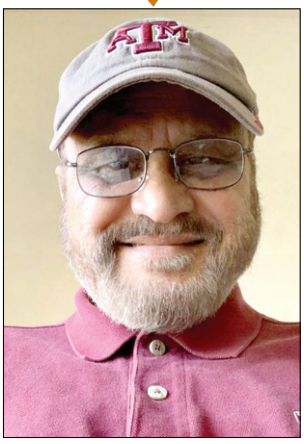

Nurul Choudhury

Raihanul Chowdhury

Rafiqul Islam

Md Masud Reza

Mohammed Matin

Md Sarwar Kamal

Muhammad Farhad

Md Shawkat Ali

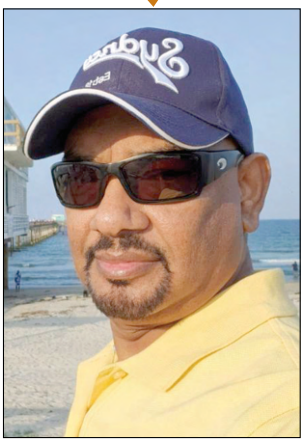

Mustak Choudhury

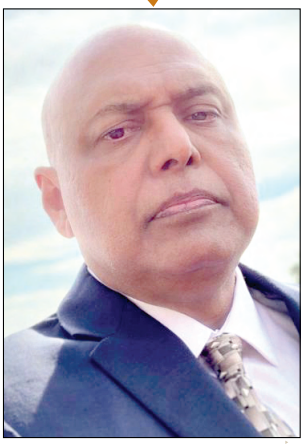

Faroque Chowdhury Boby

Farhad Hossain

Host Commitee

Moin Haque

President

Sikandar Chowdhury

Vice-President

Hashmat Mobin

Convener

Shagor Sham Suddhuha

Member Secretary

Sied Hasan Chowdhury

Chief Coordinator

Md Munir Hossain Tipu

Co-Convener

Akhtar Dennish

Co-Convener

AKM Twaheed Sarwar

Co-Convener

Fatima A Beauty

Co-Convener

Host Commitee-Chairs

Ismat Jahan Shuporna

Woman Empowerment

M. Nasir Uddin, PhD

Seminar

Mushfiqur Rahman

IT & Web Management

Mustak Chowdhury

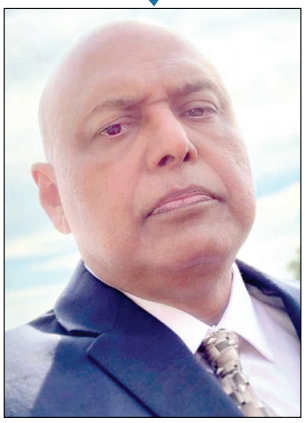

Award

Quamrul Ahsan

Fund Rasing

Rana Wadud

Registration

Rezaur Rahman

Media & Communications

Rubel Ahmer

Volunteer Comittee

Rupali Roshni

Reception

Foyjun Kolpona Seema

Fashion Show

Sharmin Hossain

Stall Management

Taskeer Ali Khan

Kabbo Jolsha

Host Commitee-Chairs

Shagor Sham Suddhuha

Fund Raising

Farhad Hossain

Boimela/Magazine

Mahbubur Rahman Jalal

Bangladesh Heritage

Adiba Mobin

Youth Foram

Faez Areef

Finance

Farhanaz Reza

Emcee

Dina Samad

Kids Talent

Tasriqul Islam

Stage Management

Adnan Khan

Sound & Graphics

Humayun Kabir

Transportation

Mriza Sajid

Chair Marketing

Greetings from Guest of Honor

Prof. Benu Kumar Dey
Pro Vice-Chancellor (Academic)
University of Chittagong, Bangladesh

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যমণ্ডিত মেগাসিটি ডালাসে ৩৭তম ফোবানা পুনর্মিলনী হতে যাচ্ছে শুনে আনন্দিত ও গর্বিত বোধ করছি।

বাংলাদেশের বাইরে বাংলাদেশি আমেরিকানদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বাহক সংগঠনগুলির সমন্বয়ে গঠিত সর্ববৃহৎ জোট সংগঠন এই ফোবানা।

সৃষ্টির পর থেকে ফোবানা বাংলাদেশ ও আমেরিকার বাংলাদেশিদের জন্য কল্যাণমূলক অনেক কর্মযজ্ঞের এক সফল প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার পর থেকে গত বায়ান্ন বছরে দেশ ও জনগণের উন্নয়নের ঊর্ধ্বগতি কেউ থামাতে পারে নাই, অনুরূপভাবে গত ৩৭ বছরে ফোবানাও আপন অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে গেছে অনেকটা পথ। এখন এটা শুধু আমেরিকাবাসী বাংলাদেশের সংগঠনই নয়, বরং বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পতাকাবাহী এক সম্মানের প্রতিকৃতি। আমি এই ৩৭তম ফোবানা মিলনমেলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের তরফ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছি।

এই অত্যন্ত সম্মানের ফোবানার ৩৭তম মিলনমেলার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করার জন্য আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক সফলতা আন্তরিকভাবে কামনা করি। আশা করি এই ৩৭তম মেলাটি ফোবানার অগ্রযাত্রায় একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে।

জয় বাংলা। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবি হোক।

ধন্যবাদান্তে,

বেনু কুমার দে
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Greetings from Guest of Honor

I am delighted to extend my warmest greetings to all of you on the occasion of the upcoming 37th Fobana Convention 2023 in Dallas. The Fobana Convention has been a shining testament to the strength and unity of the Bangladeshi diaspora. As we gather to exchange ideas, experiences, and aspirations, we reinforce the bonds that connect us across borders and generations.

This convention is more than a celebration of our shared culture; it's a thriving platform for collaboration, learning, and growth. I am truly honored to be a part of this event, sharing my journey and insights with all of you. Together, we can explore new horizons, inspire positive change, and contribute collectively to our community's advancement.

My heartfelt appreciation goes to the organizers, participants, and supporters who breathe life into the Fobana Convention. Let's embrace this opportunity to strengthen our connections, foster innovation, and create lasting, enduring memories.

With warm regards,

Dr. Md. Sabur Khan
Chairman, BoT,
Daffodil International University
President, Association of the Universities of Asia and The Pacific (AUAP)

Greetings from Guest of Honor

It is with a deep sense of delight that I acknowledge the commencement of the 37th Annual Convention of the Federation of Bangladesh Association of North America (FOBANA) in the vibrant city of Houston, Texas. As FOBANA marks this significant milestone, I extend my heartfelt congratulations for about four decades of devoted contributions to community relations.

FOBANA's story is one of inspiration, a poem to the strength of unity and the power of shared cultural roots. With every step they take, they bridge the gap between their cherished Bangladesh and their beloved adopted home, the USA.

This year, under the theme "Projonmer Pratidhwani"—"প্রজন্মের প্রতিধ্বনি," which translates to "Echoes of Generations," FOBANA has artfully harnessed the very essence of time's journey. This theme serves as both a profound reflection and a resounding call to action, a reminder that the steps we take today echo through the corridors of generations to come.

Today's generation is 'Generation Z' and 'Generation Alpha'. Generation Z has navigated a swiftly changing world since their inception into a technologically advanced landscape. Their independence, open-mindedness, and drive to effect positive change herald them as catalysts of transformation and inclusivity. As entrepreneurs, activists, and trailblazers, they manifest the dynamism that defines their generation.

Generation Alpha, the digital natives born between 2010 and 2025, possess an innate familiarity with technology. Their nimble adaptability, fueled by a global perspective, propels them towards a future where innovation knows no bounds. They are poised to embrace diversity, strengthen global connections, and tackle the challenges of tomorrow.

As we stand at this juncture, a resolute hope emerges, igniting the flames of optimism within us. Let us channel our energies towards nurturing the current generation, equipping them with the tools of education and enlightenment. They are the architects of tomorrow, the ones who will breathe life into the dreams that echo across generations. With determination in our hearts, we strive to prepare them to stride confidently into the heart of the American mainstream.

In this noble endeavor, we envision our emerging leaders stepping onto the grand stage of American democracy. As the embodiment of our shared heritage and the stewards of our values, they are destined for greatness. Through their voices, we shall be heard, as they rise to positions of influence—as elected officials, congressmen, senators, attorney general, justices, and perhaps even as the future President of the United States of America.

The wisdom of our ancestors, the aspirations of today, and the dreams of tomorrow converge in a symphony of cultural identity, family values, and religious beliefs, woven into the very fabric of North American society. Let us embrace this diversity, harnessing its strength as we journey toward a future characterized by resilience, connection, and collective legacy.

With boundless optimism,

Engr. Abubokor Hanip
Chancellor & Chairman, Washington University of Science and Technology (www.wust.edu)
Founder & CEO, PeopleNTech (www.peoplentech.com)
Email: abu.hanip@wust.edu

Message from CUAUSA President

CHITTAGONG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION OF USA (CUAUSA)

Dear Fobana Family and Esteemed Guests,

Greetings from the Chittagonj University Alumni Association of USA (CUAUSA)!

It is an honor to extend warm regards on behalf of our association's President, Raihanul Islam Chowdhury, as we celebrate the 37th Fobana Convention. This year, we gather in the vibrant city of Dallas, Texas, for an event that unites us in our shared heritage and aspirations.

We are deeply grateful to The Federation of Bangladeshi Associations in North America (FOBANA) for this privilege. Let us use this convention as a platform to connect, inspire and create lasting memories together.

With gratitude and excitement,

Raihanul Islam Chowdhury
President
Chittagong University Alumni Association of USA (CUAUSA)
www.cuausa.org

Message from BCCUSA President

Dear Attendees of FOBANA 2023,

On behalf of the board of directors and members of Bangladesh Chamber Of Commerce-USA, I would like to extend a warm welcome to the 2023 FOBANA convention in the Big D! Many of you have traveled from different parts of the globe and I am sure you are having a great time with your family and friends.

BCCUSA is a Dallas, Texas based non-profit business organization established in 2004. Our mission is to provide strong leadership to enhance the unity among the expatriate Bangladeshi business community, form networking opportunities, representation in the civic, governmental and business organizations, coordinate small business seminars, and many other benefits to enhance our business and cultural community.

As a founding member and president of BCCUSA, I thank all of you for attending this year's FOBANA in Dallas, Texas. I want to especially thank all those who have been working behind the scenesin various capacities to organize this extraordinary event, and a very special thanks to the executive team of BANT, along with the host committee, and the individual and business sponsors of this year's event. I wish FOBANA-2023 a huge success. Enjoy your stay in Dallas!

May Almighty Allah bless us all.

Masud Chowdhury
President
Bangladesh Chamber Of Commerce-USA
Dallas, Texas

ডালাস ফোবানার গান

কথা
ড. আবু ইসহাক

সুর
বিনোদ রায়

মূল ভাবনা ও বিন্যাস
শেইখ রাশিদ লিমন

ফোবানা ফোবানা ডালাসে স্বাগতম
ফোবানা ফোবানা টেক্সাসে স্বাগতম
'৫২ থেকে '৭১ আমাদের চেতনা
ফোবানা ফোবানা—বিশ্বমঞ্চে বাঙালির ঠিকানা

যেখানে বাঙালি সেখানেই বাংলাদেশ
সাম্য মৈত্রীর বন্ধন অনিঃশেষ
বাংলা বাঙালির একই কণ্ঠস্বর
বিশ্বমৈত্রির প্রেরণা।

লালন হাছন রবীন্দ্রনাথের গান
চর্যাপদ, বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন
মধুকবি, নজরুল, সুকান্ত, জীবনানন্দ
আমাদের অনুপ্রেরণা।

একতারারই সুর বাজে লক্ষ প্রাণে
বাঙালি সংস্কৃতির ধারক সবাই জানে
বিশ্বসভায় বাঙালির অগ্রযাত্রা অমলিন
এ কথা সবারই জানা।

শিল্পী
শেইখ লিমন
আদিবা মবিন
ওয়াফি আওয়াল
জারিফ উল্লাহ
ঈশান জিবরান
দিনা সামাদ
ইসমাত জাহান সুপর্ণা
শাহানা আরিফ
ফরিদা খাঁন
নিশাত সুলতান তুলি
রেজা রাহমান
সাগর শামসুদ্দোহা
লিপি হোসাইন
শাহ আলম

Greetings from Cultural Chair

Sheikh Rashid Leemon
Cultural Chairman
Fobana 2023

আস্‌সালামু আলাইকুম

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন,

বিগত নয়টি বছরের আমার প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ নর্থ টেক্সাস (ব্যান্ট)-এর সাথে জড়িত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। প্রবাসে বসবাসরত সকল সংগীতশিল্পীর জীবনে ফোবানার স্টেজ একটি সর্ববৃহৎ মঞ্চ। এবারের ডালাস টেক্সাস-এর সেই মঞ্চে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ ফোবানা অনুষ্ঠান-এর কালচারাল দায়িত্ব গ্রহণ করে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে গেছি এই সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোকে মনোজ্ঞ, পরিচ্ছন্ন ও সর্বোপরি সকলের কাছে স্মরণীয় করে রাখতে।

সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি, সেই জন্মভূমি বাংলাদেশকে ও আমার দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে আমাদের নতুন প্রজন্মের মাঝে এই প্রবাসের বুকের ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছি। ফোবানার এই মঞ্চ থেকে আমাদের বাঙালির ঘরে ঘরে যেন বাংলা ও বাঙালির নবজাগরণের বীজ বপিত হয় সেটাই ছিল আমার মূল লক্ষ্য ও অনুপ্রেরণা!

আমাদের ব্যান্ট কালচারাল টিম-এর প্রত্যেকটি সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এতো বড় একটি কর্মযজ্ঞ আমার পক্ষে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কখনোই সম্ভব হতো না। আমি এই টিম-এর প্রতিটি মানুষের কাছে তাই চিরকৃতজ্ঞ! আমাদের নতুন ও পুরাতন প্রজন্মের এক মেলবন্ধন ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক রিহের্সালগুলোর মূল সার্থকতা। পরিশেষে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কর্মযজ্ঞ যদি আপনাদের ও নতুন প্রজন্মের রক্ত ধমনীকে একটু হলেও বাঙালি ও বাংলাদেশকে নিয়ে উদ্বেলিত করে সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া। বাংলা ও বাংলাদেশের জয় হোক এই কামনায়!

শেইখ রাশিদ লিমন
কালচারাল চেয়ারম্যান
৩৭তম ফোবানা ডালাস
টেক্সাস

Greetings from Seminar Chair

M. Nasir Uddin, PhD, FAHA
Chairperson, Seminar Committee
37th FOBANA convention Dallas

On behalf of the Dallas FOBANA 2023 host committee, I am expressing my heartfelt gratitude and interminable recognitions to the organizing committee members and EC members of BANT for giving me the opportunity to organize the Seminar Program at Dallas FOBANA 2023. My gratitude to Mr. Hasmat Mobin, Convenor and Sham Sudduha Shagor, Member Secretary for giving me the opportunity to be a part of the Dallas FOBANA 2023. I am extending my indebtedness to the fellow committee members; Dr. Saiful M. Chowdhury, Ismat Jahan, Mozammel Hoque for their tireless effort for putting together a vibrant seminar program despit etheir busy schedule.

I am grateful to all speakers, moderators and panelists for their kind cooperation and support. Our two days (September 2; Saturday and September 3; Sunday) seminar program comprise with the following main sessions: Education and Research; Role of NRB professions; The Language of Literature; Public Health; Mother Language; Woman Empowerment; Immigration; IT and Cyber Security. Saturday program starts at 9:00 AM with an inaugural session and a lunch break and two concurrent sessions in the afternoon that ends at 3:00 PM. Sunday program starts at 9:00 AM with two concurrent sessions and a lunch break that ends at 3:00 PM.

To organize an international standard seminar at the 37th FOBANA convention Dallas, we complied the program with active participation of multidisciplinary professionals from North America and Bangladesh. Our goal is to address key contemporary topics by inviting experts of respective fields from North America and Bangladesh to make a bridge between NRB professionals and Bangladeshi Industry and Academia.

Hope you will enjoy the seminar program and see you all there.

With kindest regards,

M. Nasir Uddin, PhD, FAHA
Biomedical Scientist/Professor/Research Director
Texas A&M University School of Medicine
McLane Children's Baylor Scott & White Hospital
President and Founder
Artemis Biotechnologies, LLC
Orion Institute for Translational Medicine

Message from Scholarship Chair

Dear Attendees of FOBANA 2023,

On behalf of the organizing committee, I extend to you a very-warm-100^{o} F-welcome to Dallas!

Allow me to briefly introduce myself. I am a proud Bangladeshi-American. I completed 8th grade in Dhaka, Bangladesh and got off the boat (or plane) in Long Island, NY where I completed high school. I became fascinated with cancer as an undergraduate at New York University which lead me to pursue a combined medical degree of MD and Ph.D. at State University of New York at Brooklyn. I then completed my residency in radiation oncology at Albert Einstein College of Medicine in Bronx. Then I became a Texan.

Currently, I am a professor and a physician-scientist at UT Southwestern Medical Center in Dallas. As a physician I treat genitourinary cancers (prostate, kidney, bladder etc. cancers) with radiation therapy. As a scientist, I investigate how to use focused radiation as a cancer vaccine to improve cancer immunotherapy via laboratory experiments and clinical trials.

Did I mention that I am a proud Bangladeshi-American? My favorite writers are Mohammad Zafar Iqbal, Humayun Ahmed and Satyajit Ray. I grew up reading a lot of their books in addition to Tin Goyenda (Anubad by Kazi Anwar Hussain, Sheba Prokashoni). I still find myself reading science fiction or Neurone Anuronon by Zafar Iqbal or Bohubrihi by Humayun Ahmed in my limited free time.

It has been my pleasure and honor to organize and award the prestigious FOBANA scholarship. It was a difficult task to select the winners among the many talented and competitive applicants. Congratulations to the winners and my best wishes for a successful career to all the applicants.

Sincerely,

Raquibul Hannan, MD, PhD
Professor and Chief of Genitourinary Radiation Oncology
UT Southwestern Medical Center
Dallas, TX 75390-9303
https://utswmed.org/doctors/raquibul-hannan/
https://www.utsouthwestern.edu/labs/hannan/

About FOBANA

FOBANA®, is a non-profit, non-political and non-discriminatory, IRS 501c(3) tax-exempt (Tax ID 261 747615) organization, established in 1987. Only qualified Bangladeshi Associations in North America can be members of FOBANA. One of the most important goals of this organization is to preserve and promote the language, culture, and heritage of Bangladesh. This organization of Bangladeshi Associations in North America has been recognized as an umbrella, where all the Bangladeshis living in North America can gather to celebrate their successes and deliver cultural talents through stage performances.

Since its inception in 1987, FOBANA® has been working tirelessly in this land far away from our ancestral homeland to keep our indigenous culture and commence it to our next generation growing in North America, primarily. In addition, FOBANA® has recently received appreciation for its work to assimilate our people with the mainstream of North American people and culture. Those of us who are working in spite of all obstacles in different communities all over the continent are getting recognition from this organization.

In other words, FOBANA® is a symbol of our hope and aspiration and a unifying force for bringing our communities together and for moving them in a forwarding direction. Please join us if you haven't already done so and encourage other organizations to join FOBANA too!

FOBANA History (1987-2023)

37 years of proud heritage

1. WASHINGTON D.C.

Host: Bangladesh Association of America, Washington D.C.

Date: October 31, November 1, 1987

Venue: World Bank H Building Auditorium

Chairperson: Iqbal Bahar Chowdhury/ Rashida Alam

Secretary: Wahed Hossaini

2. NEW YORK

Host: Bangladesh Society of New York & Bangladesh

Society of New Jersey

Date: August 27 & 28, 1988

Venue: Thomas Edison Vocational High School Auditorium

Convener: Dr. M Yusuf

Member Secretary: Syed Tipu Sultan

3. BOSTON

Host: Bangladesh Association of New England

Date: September 1-2, 1989

Venue: Kresge Auditorium, MIT

Convener: Prof. A.K. Abdul Momen

General Secretary: Prof. Nasir Ahmed

4. DALLAS

Host: Bangladesh Association of North Texas & Bangladesh Association of Houston

Date: September 1-2. 1990

Venue: Dallas Convention Center

Convener: Abul Kalam

Member Secretary: Abdullah Hasan

5. NEW YORK

Host: Bangladesh Society of New York

Date: November 30, December 31. 1991

Venue: P.S. 131 Jamaica, New York

Convener: Awlad Hossain

Member Secretary: Dr. Moinul Islam Miah

6. CHICAGO

Host: Bangladesh Association of Chicagoland

Date: September 5-6, 1992

Venue: Northeastern Illinois University

President: Dr. Mohammad Sirajullah

Executive Secretary: Zafar S. Ashraf

7. TORONTO

Host: Bangladesh Association of Toronto

Date: September 4 -5, 1993

Venue: Skyline Airport Tower & Hotel

Chairman: Shamsul Huda

8. NEW JERSEY

Host: Bangladesh Society of New Jersey
Date: September 2-4, 1994
Venue: Brunswick Hilton & Tower
Convener: Dr. Siddiqur Rahman
Executive Secretary: Mir H. Chowdhury

9. MONTREAL

Host: International Society of Bangladesh & Bangladesh Association of Quebec
Date: September 1-3, 1995
Venue: Sheraton Laval Convention Center
Convener: Dr. Abu Lais Sher
Secretary: Masum Rahman / Niranjan Sarker

10. FLORIDA

Host: Bangladesh Association of Florida
Date: August 30 September 1, 1996
Venue: Hyatt Regency Hotel, Miami Convener: Dr. Abdus Sattar Khan
Member Secretary: Rashid A Sheikh

11. LOS ANGELES

Host: Bangladesh Association of California
Date: August 29-31, 1997
Venue: Burbank Airport Hilton
Convener: Dr. Jainal Abedin
Executive Secretary: Hadi Hasan Duke

12. NEW YORK

Host: Bangladesh Society of New York
Date: September 1-3, 1998
Venue: Madison Square Garden
Convener: M. Akhtar Hossain
Member Secretary: M. Hossain Khan

13. ATLANTA

Host: Bangladesh Association of Georgia
Date: September 3-5, 1999
Venue: North Atlanta Trade Center
Convener: Mintu Rahman
Member Secretary: Abu Liakat Hossain

14. NEW YORK

Host: Bangladesh League of America, NY. Inc.,
Date: September 1-3, 2000
Venue: Madison Square Garden
Convener: Rani Kabir
Acting Convener: Emad Chowdhury
Member Secretary: Bedarul Islam Babla
Chief Coordinator: Saidur Rabb

15. MONTREAL

Host: Bangladesh Association of Montreal
Date: August 31 September 1-2, 2001
Venue: Renaissance Hotel
Convener: Mokbul Hossain Mukul
Member Secretary: Iqbal Kabir

16. DALLAS

Host: Bangladesh Association of North Texas
Date: September 1-3, 2002
Venue: Dallas Expo Center
Convener: Nurul Amin Chowdhury
Member Secretary: Hashmat Mobin

17. DETROIT

Host: Bangladesh Association of Michigan
Date: August 29-31, 2003
Venue: Detroit Opera House
Convener: Akikul Hoque Shamim
Joint Member Secretary: Kamrul Huda Russel & Shafqat Chaudhury

18. WASHINGTON D.C.

Host: Bangladesh Association of America, Inc. (BAAI)

Date: September 3-5, 2004

Venue: Dulles Expo Center, Chantilly, Virginia
Convener: M. Abu Solaiman

Member Secretary: Golam M. Farooque

19. FLORIDA

Host: Bangladesh Foundation of Florida

Date: Labor Day Weekend, September 2-4, 2005

Venue: Radisson Plaza Hotel & Convention Center, Miami

Convener: Shameem G. Khan

Member Secretary: Atiquer Rahman

Chief Coordinator: Abdul Wahid Mahfuz

20. ATLANTA

Host: Bangladesh Association of Georgia

Date: Labor Day Weekend, September 1-3, 2006

Venue: Cobb Galleria Centre, Atlanta, GA

Convener: Jashim Uddin

Member Secretary: Mohammed Arefin Babul

21. KANSAS

Host: Midcontinental Bangladesh Association &

Bangladesh Association of Greater Kansas City

Date: Labor Day Weekend, August 31- September 2, 2007

Venue: Century II Convention Center, Wichita, KS

Convener: Rabiul Karim Belal

Member Secretary: Rehan Reza

22. DALLAS

Host: Bangladesh Association of North Texas (BANT)

Date: July 4th Weekend, July 3rd, 4th and 5th, 2008

Venue: Dallas Convention Center Theatre Complex, Downtown Dallas, Texas

Convener: Hashmat Mobin

Member Secretary: Sarwar Kamal

23. HOUSTON

Host: Bangladesh Association, Houston

Date: July 4th Weekend, July 2nd, 3rd, and 4th, 2009

Venue: George R. Brown Convention Center, Houston, Texas

Convener: Afzal Ahmed

Member Secretary: Azadul Haq

24. LOS ANGELES

Host: Bangladesh Academy of Performing Arts

Date: July 4th Weekend, July 2nd, 3rd, and 4th, 2010

Venue: Pasadena Convention Center, Los Angeles, California

Convener: Zahid Hossain

Member Secretary: Tawfiq Khan

25. NEW JERSEY

Host: Bangladesh Association of New Jersey

Date: July 1-3, 2011

Venue: Meadowlands Exposition Center, Secaucus, New Jersey

Convener: Mir Chowdhury

Member Secretary: Nahid A Chowdhury

26. FLORIDA

Host: Bangladesh Foundation of Florida

Date: August 31, September 1-2, 2012

Venue: Broward County Convention Center, Fort

Lauderdale, Florida

Convener: Atiquer Rahman

Member Secretary: Mujib Uddin

27. ATLANTA

Host: Bangladesh American Association of Georgia

Date: August 30, September 1, 2013

Venue: Cobb Galleria Centre, Atlanta, Georgia

Convener: Duke Khan

Member Secretary: M Mowla Dilu

28. LOS ANGELES

Host: Bangladesh Association of California

Date: August 29-31, 2014

Venue: Marriott Burbank Airport Convention Center

Convener: Dr. Zainul Abedin

Member Secretary: Belal Mustafa Syed

29. NEW YORK

Host: Bangladesh League of America

Date: September 4, 5, 6, 2015

Venue: York College Campus, City College of New York

Convener: Bedarul Islam Babla

Member Secretary: Zakaria Chowdhury

30. WASHINGTON D.C.

Host: Bangladesh Association of Greater Washington DC

Date: September 2, 3, and 4, 2016

Venue: Sheraton Pentagon Hotel

Convener: ATM Alam

Member Secretary: Nurul Amin Nuru

31. FLORIDA (2017)

Host: Bangladesh Association of Florida

Date: October 2017

Venue: Hyatt Regency Miami, Florida

Convener: M. Rahman Zahir

Member Secretary: Ali Ahmed Ashraf

32. GEORGIA (2018)

Host: Bangladesh American Association of Georgia

Date: July 26, 27, and 29, 2018

Venue: CNN Convention Center, Atlanta, Georgia.

Convener: Jashim Uddin

Member Secretary: Nahidul Khan (Sahel)

33. NEW YORK (2019)

Host: Drama Circle

Date: August 30, 31, and September 1, 2019

Venue: Nassau Coliseum, Long Island, NY

Convener. Nargis Ahmed

Member Secretary: Abir Alamgir

34. VIRTUAL (2020)

Host: FOBANA Executive Committee

Date: November 28-29, 2020

Venue: fobana.tv

Chairperson: Shah Haleem

Executive Secretary: Ahsan Chowdhury Hero

35. WASHINGTON D.C. (2021)

Host: American Bangladesh Friendship Society

Date: November 26-28, 2021

Venue: Gaylord National Resort & Convention Center

Convener. ZI Russel

Member Secretary: Shibbir Ahmed

36. CHICAGO (2022)

Host: Bangladesh Association of Chicagoland

Date: September 2-4, 2022

Venue: North Shore Center for Performing Arts, Skokie, IL

Convener: Maqbul M. Ali

Member Secretary; Syed Ahsan

37. DALLAS (2023)

Host: Bangladesh Association of North Texas (BANT)

Date: September 1-3, 2023

Venue: Irving Convention Center, Las Colinas, Texas

Convener: Hashmat Mobin

Member Secretary: Sham Suddha (Shagor)

প্রবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের মহাকাব্যিক ভাষণ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

পূর্ণাঙ্গ ভাষণের প্রতীক্ষা শেষ হবে কবে

মোহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান জালাল, রায়হান জামিল, বিদ্যুৎ দে

স্বাধীনতা নামের যে বীজটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহু আগে রোপণ করেছিলেন, ৭ই মার্চ ছিল সেই বীজের প্রথম সূর্যদর্শন, ৭ই মার্চ ছিল স্বাধীনতার প্রথম অঙ্কুরোদগমের দিন। যার পরিণতি এক সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয়। যে-কোনো দেশপ্রেমিক বাঙালির কাছেই ৭ই মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এই অমূল্য ভাষণের কোনো একক সঠিক সংস্করণ নেই।

বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ৭ই মার্চের ভাষণের কথাগুলো এসেছে ঠিকই, কিন্তু সেই প্রকাশনাগুলো সামনে নিয়ে বসলে খুব সহজেই একটির সঙ্গে অন্যটির বেশ কিছু তফাৎ চোখে পড়বে।

আমরা যখন বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত এই ঐতিহাসিক ভাষণের বাক্যগুলো একটির সঙ্গে অন্যটি মিলিয়ে দেখেছি, তখন অনেকগুলো অসামঞ্জস্য এবং অসঙ্গতি এর মধ্যে পেয়েছি। এই সব অসঙ্গতির মধ্যে কিছু ছিল ভাষাগত, কিছু উচ্চারণগত, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক বা একাধিক বাক্য ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে, ভাষণে এমন কিছু শব্দ যুক্ত হয়েছে যা বঙ্গবন্ধু একেবারেই উচ্চারণ করেন নাই।

নিচে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি যেগুলো অতি ব্যবহার করা হয় কিন্তু ভুল শব্দ চয়নে:

বাংলাদেশের সংবিধান—আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র—আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)—আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।

বাংলাদেশের সংবিধান—এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।

যুদ্ধ দলিল—এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)—এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।

বাংলাদেশের সংবিধান—১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি।

যুদ্ধ দলিল—১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)—১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।

বাংলাদেশের সংবিধান—আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।

যুদ্ধ দলিল—আমি বললাম জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)—যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।

বাংলাদেশের সংবিধান—রিকশা গরুরগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারীয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভার্মেন্ট দপ্তর

যুদ্ধ দলিল—রিকশা, গরুরগাড়ী, রেল চলবে, শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভর্মেন্ট দপ্তর

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)—রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, তারপরে আর কি? সেমিগভার্মেন্ট দপ্তরগুলো,

বাংলাদেশের সংবিধান—প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায়—আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল।

যুদ্ধ দলিল—প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)—দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়—প্রত্যেক ইউনিয়নে—প্রত্যেক সাবডিভিশনে—আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।

বাংলাদেশের সংবিধান—এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

যুদ্ধ দলিল—এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)—এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

এখানে উল্লেখ্য যে, তিন মাধ্যমেই একই ট্রান্সক্রিপ্ট হলেও আমরা গভীর দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এভাবে বলে থাকেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা শব্দের আগে কখনো আমাদের শব্দটি বলেন নাই। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে দুইবার (একবার মাঝখানে, আরেকবার শেষে) এই ধরনের কথা বলেছেন। প্রথমবার তিনি বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এবং দ্বিতীয়বার তিনি বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

BPL থেকে প্রকাশিত 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, পূর্ণাঙ্গ ভাষণের প্রতীক্ষা শেষ হবে কবে' বইতে আমরা এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি।

বোধ

সাদাত হোসাইন

ভরা বরষার মৌসুম। বরষা মানে বরষা। কান ঝিম মেরে দেওয়া বরষা। একটানা পনেরো দিন বৃষ্টি। রাত দিন একাকার। এই বৃষ্টি যে অদূর ভবিষ্যতে থামবে তার কোনো লক্ষণ নেই। টিনের চালে বৃষ্টি-ঝিমম্ ঝিম্। একটানা শব্দ। তিন দিনের মাথায় সবার কান তব্দা। সেই তব্দা দেওয়া কানে একটা মাত্র শব্দ—ঝিমম্, ঝিম্ । আমি তখন হাফপ্যান্ট পরা টিনটিনে বালক। লম্বা সরু সরু পা। সেই পা দেখে আমার নানি প্রায়ই শ্লোক বলেন—

'বাঁশের কঞ্চি, কইঞ্চা
হইয়া গেল ধইঞ্চা
ধইঞ্চা দিয়া বরই পাড়ি
পড়ে না বরই, লাড়িচারি...'

এতই শুকনা যে তা দিয়ে গাছের বরইও পাড়া যায় না, শুধু নেড়েচেড়ে দেখা যায়।

শার্টের কলারের পাশ দিয়ে আমার কণ্ঠার হাড় দেখা যায়। সেই উঁচু কণ্ঠার হাড়ের ফাঁকে নাকি আধসের চাল ধরে। আমার কাজ হলো টেনেটুনে সেই উঁচু কণ্ঠার হাড় শার্টের কলার দিয়ে ঢেকে রাখা। আর সুযোগ পেলেই বড়চাচাদের ঘরে ঢুকে পড়া। ঘরে ঢুকে জানালার ফাঁক দিয়ে আমি আমার টিনটিনে লম্বা পা জোড়া বের করে দিই। ছটাৎ ছটাৎ ইয়া বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে সেই টিনটিনে পায়ে। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি। আর অবাক হয়ে শুনি টিনের চালে ঝিমম্ ঝিম্ একটানা শব্দ।

বৃষ্টির শব্দ। আহা!

অলংকরণ : মোস্তাফিজ কারিগর

আমাদের বাড়িতে দুটো ঘর। আমাদের আর বড়চাচাদের। বড়চাচাদের ঘরখানা টিনের। এই ঘর শফিক ভাই করে দিয়েছেন। শফিক ভাই বড়চাচার ছেলে। ঢাকায় চাকরি করেন। বছরে একবার দুবার আসেন। শেষ ক বছর আর আসেন নি। শফিক ভাইয়ের বউ গ্রামের কাদা-জল সহ্য করতে পারেন না। তাদের একটা ছেলেও আছে। ছেলের নাম বোধন। বছর তিনেক বয়স। এবার নাকি শফিক ভাইয়ের বউ গ্রামের বর্ষা দেখতে চেয়েছেন। খবর শোনার পর থেকে বড়চাচির আর বিরাম নেই। সকাল-সন্ধ্যা তুমুল আয়োজন। নারকেলের চিড়ে করেন, নানা রকম পিঠে। বড় পাতিলভর্তি পানি দেওয়া জিওল মাছ, শৌল, শিং, কৈ। ফুলতোলা প্লেট, গ্লাস, বাটি, বিছানার চাদর।

চাচির সঙ্গে সমানতালে ছোটে রুবি বু-ও। রুবি বু শফিক ভাইয়ের ছোট বোন। আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। তবু তার সঙ্গে আমার রোজ ঝগড়া হয়। রুবি বুর বেণি করা চুলের ভেতর আমি কাকরোলের খোসা গুঁজে দিই। রুবি বু রেগেমেগে আমাকে তাড়া করে। কিন্তু টিনটিনে আমি হাওয়ার আগে ছুটি। রুবি বু'র সাধ্য কী আমায় ছোঁয় ?

রুবি বু অবশ্য আমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয় না। সেবার বড়চাচাদের ঘরে দুপুরে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম থেকে উঠে ঘরে আসতেই মা রে রে করে তেড়ে এলেন। আমি তো অবাক। হয়েছে কী ? মা আমাকে টেনে নিয়ে তাঁর হাতের তালুতে আটকানো ছোট আয়নাখানায় মুখ দেখতে দিলেন। আমি হতভম্ব। ঘুমের মধ্যে রুবি বু আমার অর্ধেক মাথা কামিয়ে ন্যাড়া করে দিয়েছে!

সেই রুবি বু-ও শফিক ভাই আসবে শুনে হরিণীর মতো ছুটছে। দুটো ধবধবে সাদা বালিশের কভারও বানিয়ে ফেলেছে। সেই কভারে লাল-সবুজ সুতোয় লেখা 'সুইট ড্রিমস'। আর শফিক ভাইয়ের ছোট্ট ছেলেটার জন্য কী সুন্দর টুকটুকে লাল ছোট্ট একটা বালিশের কভার। তার ওপর কাঁচা হাতে লেখা 'বোধ বাবা'।

রুবি বু বোধনের 'ন' দিতে ভুলে গেছে। বোধন হয়ে গেছে বোধ! বড়চাচাদের ঘরখানা চৌচালা। সামনে পেছনে খোলা বারান্দা। সেই বারান্দায় এখন বড়চাচার হাঁস, মুরগি, ছাগল আর কালো একটা গাই থাকে। কুচকুচে কালো গাই। গাইয়ের নাম কালু। কালুর পেট ফুলে ঢোল। আজকালের মধ্যেই বিয়োবে। বড়চাচা মানত করেছেন, একটা বকনা বাছুর হলে ময়দানের মসজিদে দুখানা ডাব আর চার সের দুধ দিয়ে আসবেন। চাচি দুরাকাত নফল নামাজও মানত করেছেন।

এবারের বরষায় মুরগির খোপ আর গোয়ালঘর ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। বড়চাচা তাই সবগুলোকে বারান্দায় তুলে এনেছেন। গাইয়ের চারপাশে যত্ন করে শুকনো খড় বিছিয়ে দিয়েছেন। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটি যাতে গাইটাকে ছুঁতে না পারে।

আমাদের ঘরখানা ছনের। একটানা দুদিন বৃষ্টি হলেই আর রক্ষে নেই। শুকনো ছনের আড় ভেঙে যায়। বৃষ্টির পানি চুইয়ে পড়ে এখানে সেখানে। প্রথম প্রথম সেই জায়গাগুলোতে থালা-বাটি পাতেন মা। তার দুদিন পরে গামলা। একসময় গামলাতেও আর কাজ হয় না। বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ে ছনের চাল, বাঁশের বেড়া। কেবল আমার বাবা ভেঙে পড়েন না। তিনি সেই ভাঙা ছনের চাল বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আবার জোড়া লাগান। সঙ্গে জোড়া লাগান প্লাস্টিকের বস্তা। রিলিফের টিন। আমার ঘরে মন বসে না। স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা ঘর। ঘরের মেঝেতে উঁকি দেয় বিশাল কেঁচো। ভাতের প্লেটের ভেতর লাফিয়ে পড়ে ব্যাঙ। আরশোলা। আমি তাই ছটফট করি বড়চাচাদের খটখটে শুকনো ঘরে যেতে। মাথার ওপর চকচকে টিনের চাল। সেই চালে ঝিম্‌ম, ঝিম্‌ম বৃষ্টির শব্দ। সেই শব্দে আমার কান তব্দা দেয় না। আমি মুগ্ধ হয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনি। সঙ্গে শুনি বড়চাচার পুথি পাঠ আর অদ্ভুত সব গল্প। সেই গল্প পাতার, পাখির, প্রাণের, জীবনের। বড়চাচা প্রাণের মানুষ। অবলা প্রাণের। গাছ, পাখি, পশু তাঁর প্রাণ। রাস্তায় যে নেড়ি কুত্তাটা সকাল-সন্ধ্যা তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করে, বড়চাচার পায়ের শব্দে সেও কুইকুই স্বরে মাথানিচু করে দৌড়ে আসে। তারপর বাধ্য ছেলের মতো গুটিগুটি পায়ে তার পিছু পিছু হেঁটে যায়। বড়চাচা প্রতি সন্ধ্যায় পুকুরপাড়ের জামতলায় বসে থাকেন। দশাসই শরীরের কালো গাইটা দড়ি ছিড়ে তেড়েফুঁড়ে এসে তার পাশে মাটিতে আধশোয়া হয়ে বসে। তারপর মাথাটা এলিয়ে দেয় কোলে। বড়চাচা আলতো হাতে তার মাথায় হাত বোলান। হাত বোলান কানে, ঘাড়ে, পেটে, গলায়। কালু চোখ বন্ধ করে ঝিম মেরে শুয়ে থাকে। বড়চাচার শক্ত হাত বিলি কেটে দেয় তার শরীরের কালো চকচকে রেশম লোমে। হাতখানা খানিক থামতেই কালুর মাথা নড়ে ওঠে। আলতো চুস মারে সে বড়চাচার কোলে। কালো গাইয়ের শরীরজুড়ে বড়চাচার হাত আবার নড়ে ওঠে। সেই হাতভর্তি মমতা, সেই হাতভর্তি ভালোবাসা।

দুই

বৃষ্টিটা কমে এসেছে। কিন্তু দখিনা বাতাসে হু হু করে বাড়ছে নদীর পানি। সেই পানি নদী উপচে ভাসিয়ে দিয়েছে খাল, বিল, মাঠ, ফসলের জমি। পানির ওপর ভেসে আছে সবুজ ধানের কচি ডগা। উঁচু রাস্তাও ডুবি ডুবি। ডুবে গেছে উঠোনের অর্ধেক। সেই পানিতে টুপটাপ লাফিয়ে ওঠে খলসে পুঁটির দল। আমাদের ছনের ঘরখানার করুণ দশা। কিন্তু বাবা-মা ঘর ছেড়ে কোথাও যাবেন না। সমস্যা যত আমাকে নিয়ে। এই

স্যাঁতসেঁতে ভেজা ঘরে আমার মন বসে না। আমি চুপি চুপি বড়চাচাদের ঘরে চলে যাই। মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে যেতে না পারলেও বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকি আর গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদি। সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ বড়চাচা তাঁর লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে দাঁড়ালেন আমাদের ঘরের সামনে। তারপর বাবাকে ডাকলেন, 'মকবুল, মকবুল।'

বাবা তখন চৌকির ওপর বসে বিড়ি ফুঁকছিলেন। তড়িঘড়ি বিড়িখানায় শেষ টান দিয়ে বেড়ার ফাঁকে ফেলে দিলেন বাইরে। তারপর এসে দাঁড়ালেন বড়চাচার সামনে। বাবার পাশ দিয়ে উঁকি দেওয়া ভাঙা বেড়ার দিকে আঙুল তুলে বড়চাচা বললেন, 'তোর গোয়ার্তুমি কি এই জনমে কমবো না ? এই ঘরে তুই ওই রোগা বউ আর এটুক পোলাডারে লইয়া থাকস কোন সাহসে ? অগো কি মাইরা ফেলতে চাস ?'

বাবা কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ মোছেন। তারপর ভাঙা বেড়ার দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকান। আবার মুখ ফেরান। কিন্তু কিছু বলেন না। চুপ করে থাকেন।

'কী ? কথা কস না কেন ? কিছু একটা ক। এমনে মুখে কুলুপ আইটা কয়দিন থাকবি ?'

বাবা এবারও চুপ করে থাকেন। কথা বলেন না। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে অর্ধবৃত্ত আঁকতে থাকেন। বড়চাচার যেন এবার বাঁধ ভাঙে। তিনি চেঁচান, 'জীবনে কোনোদিন একটা কথাও হুনছোস ? হুনোছ নাই। যেইডা কইছি হেইডার উল্টাটা করছোস। এইজন্যই তো আইজ এই দুর্দশা।'

একটু থামেন বড়চাচা। তারপর বাবার হাত ধরে টেনে নিয়ে যান বড়চাচার কালো গাইটার সামনে। 'দ্যাখ, গাইডারে দ্যাখ।' বড়চাচা কালুর পেটে হাত বুলান। পেটের আকার বিশাল। 'আজ-কাইলের মইধ্যেই বিয়াবে কালু। এই একটা গাই, অবলা প্রাণী, এই প্রাণী আমারে কোনোদিন ঠকায় নাই।' বড়চাচা থামেন। খুক করে একদলা থুথু ফেলেন ভেজা মাটিতে।

তারপর ঘুরে দাঁড়ান, 'অবলা এই প্রাণীগুলা কাউরে ঠকায় না। অরা সব বোঝে, সব।'

একটু থেমে তিনি আমার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলেন, 'বাবা যখন মারা যায়, ওই অর চেয়ে একটু বড় আছিলাম আমি। এক ফোডা জমিজিরাতও আছিল না। এক বেলা খাওনের আছিল না। তুই তহন মা'র পেডে। বড়মামায় আমারে একটা লাল বাছুর দিয়া কইছিল, এইডা হইলো লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মী দেইখা শুইনা রাখিস। আমি আমার সারা জীবন তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। হেই বাছুর থেইকা আমার কতগুলা গাই বাছুর যে হইছে! তোরে এত কইরা কইলাম, আথালের গাইডা বেচিস না। ঘরের লক্ষ্মী। তুই গাভীন গাইডা টেকার লোভে হারু কসাইয়ের কাছে বেচলি। কেমনে বেচলি ? হারু কসাই তো মানুষ না। ও আসলেই একটা কসাই। কিন্না নিয়া গাভীন গাইডার ঠিকমতো যত্নআত্মি করে নাই, রাখছে ভিজা চুপচুইপা ঘরে। একটার পর একটা রোগ হইছে গাইডার। শেষমেশ গাইডা যদি মইরা যায় হেই ডরে কাউরে কিছু না জানাইয়াই গাইডারে জবাই দিয়া গঞ্জে গোসত বেচছে! গাভীন গাই। গাইডার পেডের মইধ্যে আরেকটা জান আছিল। অবলা গাইডা কোনো কথা কইতে পারে নাই। আল্লাহ! ওহ আল্লাহ!' বড়চাচার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে আসে। হাতের আঙুল মুঠো পাকিয়ে যায়। পাথরের মতো শক্ত চোখেও জল ছলছল করে, 'আল্লাহ কেমনে সইবো ? আল্লাহ তুমি মাফ করো। মাফ করো ইয়া মাবুদ।'

বাবা এখনো চুপ করে আছেন। পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ভেজা মাটিতে বুড়ো আঙুল দিয়ে অর্ধবৃত্ত আঁকতেই থাকেন। আঁকতেই থাকেন। বড়চাচা এক পা সামনে এগিয়ে বাবার একদম মুখোমুখি দাঁড়ান। তারপর আবার বলেন, 'তুই এই ঘরে থাকবি থাক। তোর বউডারে এই ক্যাদা-বিষ্টিতে মারবি মার। কিন্তু আনু এই বংশের রক্ত। অরে আমি এই ভেজা ঘরে এই বিষ্টি বাদলায় থাকতে দিমু না।'

বড়চাচাকে আমি পছন্দ করি, খুব খুব পছন্দ করি। কিন্তু বাবাকে যখন বড়চাচা বকেন তখন আমার খারাপ লাগে। বড়চাচাকে মনে হচ্ছিল একটা খারাপ মানুষ। আর বাবা কী অসহায় মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু বড়চাচা যখন বললেন যে তিনি চান না আমি এই ঘরে থাকি তখন মুহূর্তেই আমার মনে হলো, জগতে বড়চাচার মতো ভালো মানুষ আর একটাও নেই। যত ইচ্ছা বকুক বাবাকে। বাবা তো আমাকে ওই ঘরে যেতে দিতেই চায়। মা-ও না। কিন্তু আমাদের দুজনকেই অবাক করে দিয়ে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে মিনমিনে স্বরে বললেন, 'আনু, তোর বালিশ আর জামাকাপুড় লইয়া ওই ঘরে যা। বাইস্যাকালের কয়ডা দিন ওই ঘরেই থাক।'

আমি আর বড়চাচা দুজনই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি। বড়চাচা বাবাকে আর কিছু বলেন না। তিনি আমার দিকে তাকান। তারপর দরজার সামনে দড়িতে শুকাতে দেওয়া আমার কোঁচকানো হাফপ্যান্ট আর শার্টখানা আমার দিকে ছুড়ে দিতে দিতে বলেন, 'নে, জামা-কাপুড় লইয়া আয়। কাইল বেয়ান বেয়ান উঠতে হইবো। তোর শফিক ভাই আইবো ঢাকারতন। নাও লইয়া হেরে গঞ্জে আনতে যাওন লাগবো। তুই যাবি আমার লগে।'

বড়চাচা কথাগুলো আমাকে বললেও উদ্দেশ্য ছিল মূলত বাবা। কিন্তু বাবা কোনো উত্তর দেন না। তিনি গভীর মনোযোগে বুড়ো আঙুল দিয়ে ভেজা মাটিতে অর্ধবৃত্ত আঁকতে থাকেন। আঁকতেই থাকেন।

তিন

'আনু, এই আনু। উঠ উঠ।'

বড়চাচার ডাকে আমার ঘুম ভাঙে। আমি তড়িঘড়ি বিছানা ছাড়ি। বাইরে জমাট অন্ধকার। বড়চাচা তার বড় গামছাখানা দিয়ে আমার মাথা, পিঠ, বুক ঢেকে দেন। বাইরে বেরিয়েই চমকে ওঠেন তিনি। একরাতেই বন্যার পানি বেড়ে প্রায় ঘরের দাওয়ায় এসে ঠেকেছে। বড়চাচার মুখে চিন্তার ছায়া। তিনি আপনমনে বিড়বিড় করতে থাকেন, 'আল্লাহ, পানি না জানি এইবার আর কত বাড়ে! মাফ করো আল্লাহ।'

সাবধানে নৌকার গলুইয়ে আমাকে বসিয়ে দেন তিনি। চাচি এবং রুবি বু তখনো ঘুমে। বড়চাচা হাঁক দিয়ে চাচিকে ডাকেন, 'শফিকের মা, ও শফিকের মা।'

'হ, কন।' ভেতর থেকে ঘুমজড়ানো কণ্ঠে সাড়া দেন চাচি। 'তুমি খাওনদাওন রেডি করো, আমি শফিকরে লইয়া আসতেছি।' বলেই ছোট্ট লাফে নৌকায় চড়ে বসেন তিনি। অন্ধকারে নৌকার গলুইয়ে বসে আমি বড়চাচার দুলতে থাকা শরীরটা দেখি। চারদিকে থই থই পানি। এবার নিশ্চয়ই বড় বন্যা হবে। বড়চাচা নৌকা ঘুরিয়ে বাড়ির পেছন দিকে নিয়ে আসেন। পানি প্রায় ঘর ছুঁই ছুঁই। তিনি বিড়বিড় করে কিছু একটা বলেন। তারপর অন্ধকারেই আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'যুইত কইরা বয় দেহি আনু। দেহি গঞ্জে যাইতে কতক্ষণ লাগে। ঢাকার লঞ্চ আহনের আগেই পৌঁছাইতে হইবো।'

বড়চাচার হাতের বৈঠাখানা নড়ে ওঠে। 'ঝুপ' শব্দটা কানে আসে ঠিক তখনই। কিছু একটা পানিতে পড়েছে কোথাও। কিন্তু বৈঠার শব্দে খুব একটা আলাদা করা যায় না শব্দটা।

'বড়চাচা, পানিতে কি কিছু পড়লো ? শব্দ হুনছেন ?' আমি বড়চাচাকে জিজ্ঞেস করি।

'হ, হেরামই কিছু একটা হুনলাম মনে হয়।'

'কী পড়ল ?' আমি আবারও জিজ্ঞেস করি। পুবাকাশ তখন খানিকটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাড়ির পাশেই ঘন বাঁশঝাড়ে অন্ধকার হয়ে আছে জায়গাটা।

বড়চাচা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই আন্ধারে তো কিছু দেখা যাইবো নারে। আর তোর ভাইয়ের লঞ্চও চইলা আইবো।'

'মাছ-টাছ কিছু হইবো মনে হয়।' বড়চাচার তাড়া দেখে আমি তাকে আশ্বস্ত করি।

'হ, তাই হইবো। পানি যেমনে বাড়তেছে, গ্রামের সকলের পুকুরই ডুইবা গেছে মনে হয়। পুকুরের মাছ এহন সব বানের পানিতে।'

বড়চাচা দ্রুত বৈঠা মারেন। আমি আধো-অন্ধকারে কালো পানিতে তাকিয়ে থাকি। এলোমেলো ঢেউ। ভোরের নরম হাওয়ায় শরীর কেমন অদ্ভুত শীতলতায় আচ্ছন্ন হয়। আমি গলুই থেকে পা বাড়িয়ে আঙুলের ডগায় পানি ছুঁই।

ইশ কী ঠান্ডা!

শফিক ভাই টুপ করে নৌকায় উঠে পড়েন। তাঁর কোলে বোধন। বড়চাচা কয়েকবার চেষ্টা করলেন নাতিকে কোলে নিতে। কিন্তু বোধন কোনোভাবেই গেল না। সম্ভবত বড়চাচার লম্বা এলোমেলো দাড়ি তার পছন্দ হয় নি। বিপত্তি বাধে ভাবিকে নিয়ে। তিনি শহুরে মেয়ে, কোনোমতেই নৌকায় উঠতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত বোধনকে আমার কাছে দিয়ে শফিক ভাই ভাবিকে প্রায় কোলে করে নৌকায় তোলেন। নৌকার পাটাতনে পাতা পাটিতে জড়সড়ো হয়ে বসেন ভাবি। আতংকিত চোখ জোড়া পানিতে। ঢেউ তেমন নেই বললেই চলে। কিন্তু নৌকা খানিক দুলে উঠতেই ভাবির চোখমুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। শফিক ভাই এবং বড়চাচা, দুজনই ভাবিকে অভয় দেন। ভাবির ভয় তাতে কিছু কাটে বলে মনে হয় না। তিনি এক হাতে শক্ত করে নৌকার পাটাতন খামচে ধরে আছেন, আরেক হাতে শফিক ভাইকে। আমি বোধনকে শফিক ভাইয়ের কাছে দিয়ে আবার নৌকার গলুইয়ে গিয়ে বসি। শফিক ভাই কেমন গম্ভীর হয়ে আছেন। আগের সেই হাসিখুশি ভাবটা আর নেই। আমাকে দেখে কেমন নিরস গলায় বললেন, 'কী রে আনু, কিছু খাস না নাকি ? এমন পাটখড়ি হয়ে গেছিস কেন ?' অন্যসময় হলে হয়তো শফিক ভাইয়ের এমন কথায় আমি হেসে গড়াগড়ি খেতাম। কিন্তু শফিক ভাইয়ের এবারের কথা বলার ধরনে কিছু একটা ছিল। আমি কেমন জড়সড়ো হয়ে গেলাম। কোনো উত্তর দিলাম না।

শফিক ভাই অবশ্য উত্তর আশা করেছেন বলে মনেও হলো না। তিনি বড়চাচার দিকে ফিরে জানতে চাইলেন, 'বাবা, তোমার শরীরটা ভালো ?'

'হ, ভালোই। খালি ঠান্ডাডা একটু ঝামেলা করে।'

'বাবা, বাড়িতে আসতে অনেক ঝামেলা। এই এত কাদাপানি ডিঙাইয়া বাড়ি আসন যায় কও ?' শফিক ভাই বড়চাচার শরীর নিয়ে আর কিছু বললেন না। বছর বছর বাড়ি আসা তাঁর জন্য কত ঝামেলার তা বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। বললেন, 'তার উপর দেখছ তো বাবা, তোমাগো বউয়ের অবস্থা ? নৌকায় চড়তে পারে না, এই পানি খাইতে পারে না। বোধনেরও এই পানি সহ্য হয় না। গোসলও করতে পারে না। গা চুলকায়। কী যে করব আমি!'

'কী আর করবি ? বুড়া বাপ-মা যদ্দিন আছে, একটু কষ্ট তো করতেই হইবো।' বড়চাচার গলার স্বর নরম। সেই নরম স্বরের কোথায় যেন থইথই কান্না। পাথরজমাট কষ্ট। 'শোন, এইবার তোগো ভাল্লাগবো।' বড়চাচা নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেন। কালো গাইডা দুয়েকদিনের মধ্যেই বিয়াইবো। খাঁটি দুধ খাইতে পারবি। টাউনে তো খাঁটি দুধ বলতে কিছু নাই। সব পানি দেওয়া। ওইহানে কী না কী খাস কে জানে! তার উপর নতুন বাছুর দেখলে আমার দাদাভাইয়েরও ভাল্লাগবো।' বলে ফে ফে করে বিগলিত ভঙ্গিতে হাসতে থাকেন বড়চাচা।

কিন্তু শফিক ভাই নিরস গলায় বলেন, 'এই গরু-বাছুর নিয়া তোমাগো এত আদিখ্যেতা আমার ভাল্লাগে না বাবা। পারলে তো দেখি এইগুলারে রাইতেও কোলে নিয়া ঘুমাও। আর এইগুলার মধ্যে ভুলেও বোধনরে নিবা না বাবা।'

'কেন রে শফিক, তোর মনে নাই ? ছোডবেলায় তুই সাদা ধবধবা বাছুর দেখলে কী করতি ?'

বড়চাচার কথা শেষ হয় না। তার আগেই শফিক ভাই চড়া গলায় কথা বলে ওঠেন, 'ওইসব পুরান কাসুন্দি বাদ দাও তো বাবা। ছোডবেলায় তো তোমার মতোন নৌকা বাইয়া গরুর লাইগা ঘাস কাটতেও গেছি। এহন কি আর...।' বলে হঠাৎ থেমে যায় শফিক ভাই। কথাটা বলা যে ঠিক হয় নি তা বুঝতে পেরে মাঝপথে চুপ মেরে যান তিনি। বড়চাচা আবারও ফে ফে করে হাসেন। সেই হাসিতে তাঁকে বড্ড বোকা বোকা লাগে। ভীত, ন্যুব্জ, জরাগ্রস্ত এক মানুষ মনে হয়। বড়চাচার হাসি একসময় থেমে যায়। শফিক ভাই, ভাবি, আমি, আমরা কেউ কোনো কথা বলি না। সবাই যেন বুঝে ফেলি, এখন নৈঃশব্দ্যের সময়। অস্বস্তিকর নীরবতায় বৈঠার একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ খুব কানে বাজতে থাকে।

চার

বাড়ির কাছে আসতে আসতে গনগনে সূর্য তেতে ওঠে। টানা বর্ষা শেষে পরিষ্কার আকাশ। শফিক ভাই আর ভাবি নৌকা থেকে কীভাবে নামবে তা নিয়ে ভাবছিলাম আমি। বড়চাচা দেখি পুকুরপাড়ের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছেন নৌকা। ওদিকটায় দুটো কাটা খেজুরগাছের অস্থায়ী ঘাট আছে। নৌকা থেকে লাফিয়ে সেই ঘাটের ওপর শুকনো জায়গায় নামা যায়। বড়চাচা খুব সাবধানে সেখানে নৌকা ভেড়ালেন। তারপর নিজে হাঁটুপানিতে নেমে নৌকাটাকে শক্ত করে জামগাছটার সঙ্গে বাঁধলেন।

'মা আর রুবি কই বাবা ? আমি আসব ওরা জানে না ?' শফিক ভাইয়ের গলায় স্পষ্ট বিরক্তি। আমারও খানিকটা অবাক লাগে। শফিক ভাই বউ নিয়ে ঢাকা থেকে আসবে, সঙ্গে আসবে বোধন। এতদিন ধরে চাচি আর রুবি বু'র এত আয়োজন! অথচ কই ওরা ? ওদের তো পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকার কথা। বড়চাচাও খানিকটা অবাক হয়েছেন। তিনি কলাগাছের ঝাড়ের ফাঁকে উঁকি দিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। কেমন থমথমে চারপাশ। আমার বুকের ভেতরটা আচমকা কেমন করে উঠল।

বড়চাচা গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'রুবিনা, ও রুবিনা। ও শফিকের মা, কই তোমরা ?'

কিন্তু তিনি ডাকলেও কোথাও কোনো সাড়া নেই। বড়চাচা আবারও চেঁচালেন, 'ও শফিকের মা, ও রুবিনা, কই তোরা ? শফিক তো বউ লইয়া আইয়া পড়ছে, আমার দাদাভাইও আসছে।'

এবারও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শফিক ভাই বোধনকে কোলে নিয়ে নৌকা থেকে নেমে দাঁড়ালেন। তাঁর ফর্সা মুখ রাগে লাল হয়ে আছে। বড়চাচা কী করবেন বুঝতে পারছেন না। তাঁর কপাল কুঁচকে আছে। তিনি হাঁটুপানি থেকে উঠলেন। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি। সেই কাদামাখা পা নিয়েই তিনি বাড়ির দিকে এগুলেন, 'রুবিনা, কই তোরা ? তোর ভাই তো আইয়া পড়ছে।'

আমি টুপ করে নৌকার গলুই থেকে নেমে বড়চাচার পিছু নিলাম। শফিক ভাই ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কোলে ঘুমাচ্ছে বোধন। নৌকার ওপর শক্ত হয়ে বসে আছেন ভাবি। তাঁর আগুনচোখের সামনে শফিক ভাইকে কেমন দিশেহারা লাগছে। আমি দৌড়ে এসে বড়চাচার পাশে হাঁটতে থাকি। বড়চাচা ফের গলা চড়িয়ে ডাকতে যাবেন ঠিক তখনই কান্নার শব্দটা কানে আসে। বড়চাচির গলা! চাচি চিৎকার করে কাঁদছেন। সঙ্গে আরও কেউ। হ্যাঁ, রুবি বু। এবার স্পষ্ট কান্নার শব্দ। রুবি বু আর বড়চাচি চিৎকার করে কাঁদছেন। দৌড়ে সামনের খোলা বারান্দাটা পার হই আমি আর বড়চাচা। পেছনের বারান্দার কাছে এসে থমকে দাঁড়াই আমি। বড়চাচা দৌড়ে যান ছোট্ট জটলাটার কাছে। আমি পায়ে পায়ে এগোই।

পেছনের বারান্দার মেঝেতে রুবি বু দু'পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার কোলের ওপর সাদা ধবধবে একটা বাছুর। চোখ দুটো খোলা। নিঃসাড়। বড়চাচি বাছুরের পা দুখানা দুহাতে আগলে ধরে চিৎকার করে কাঁদছেন। পাশে আঁচলে মুখ চেপে বসে আছেন মা। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন শূন্য চোখে। বাছুরটার পুরো শরীর জল-কাদায় মাখামাখি। মিইয়ে যাওয়া পশমি শরীর থেকে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা জল। ভিজে যাচ্ছে খড়, বিচালি, মাটির মেঝে। পাশেই সদ্য প্রসূতি কালু রক্তমাখা শরীরে দাঁড়িয়ে আছে। বারবার মাটিতে পা ঘষছে সে। অস্থির হয়ে আছে তার পুরো শরীর। ধপ করে মাটিতে বসে পড়লেন

বড়চাচা। তারপর ছোঁ মেরে রুবি বু'র কোল থেকে নিয়ে নিলেন বাছুরটা। রুবি বু চিৎকার করে বড়চাচাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। তারপর ভাঙা গলায় কাঁদতে কাঁদতে বলল 'বাবা, তুমি যহন বাইর হইছো, তহনই কালু বিয়াইছে বাবা। কালুর বাছুরডা পানিতে পইড়া গেছিল। আমরা কেউ দেহি নাই বাবা, কেউ দেহি নাই।'

মৃত বাছুরটার কাদা-জলে মাখামাখি ছোট্ট শরীর তখন শক্ত হয়ে গেছে। সরু সরু চারখানা টিনটিনে পা ক্রমশই ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে আসছে। বড়চাচা পাগলের মতো জান্তব স্বরে গোঙাতে লাগলেন, 'না, না, না, না... ।'

তাঁর শক্ত হাতগুলো ক্রমশই বাছুরটার প্রাণহীন টানটান সোজা পাগুলো ভাঁজ করে দিতে থাকে। কিন্তু মৃত বাছুরটার শরীর সাড়া দেয় না। বড়চাচার মুখ থেকে বের হওয়া গোঙ্গানিও তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে, 'না, না, না, না... ।'

'বাবা! মা!' শফিক ভাইয়ের কণ্ঠে সবাই ফিরে তাকায়। বোধনকে কোলে করে পেছনের বারান্দায় এসে কখন দাঁড়িয়েছেন শফিক ভাই, আমরা কেউ টেরই পাই নি। পাশে আধভেজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভাবি। শফিক ভাইকে দেখে যেন বাঁধ ভাঙে বড়চাচার। চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন তিনি, 'বাবারে, এইডা আমি কী করলাম ? এইডা কী করলাম আমি ? আমি নিজ হাতে বাছুরডারে খুন করলাম। নিজ হাতে।'

বড়চাচি, রুবি বু, বাবা, মা, আমি, আমরা সবাই অবাক হয়ে যাই। কী বলছেন বড়চাচা ? তিনি বাছুরটার মাথা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন, 'আমি নিজ হাতে তোরে খুন করছি, নিজ হাতে খুন করছি।'

তারপর আচমকা আমার দিকে চোখ ফেরান তিনি। বাছুরটার মুখের সঙ্গে নিজের গাল চেপে ধরে কেঁদে ওঠেন, 'আনুরে, ও আনু, আনু...। বেয়ানবেলা পানিতে যে কিছু পড়নের আওয়াজ তুই হুনছিলি, তহনই ও হইছে। আর তহনই ও পানিতে গিয়া ঝুপ কইরা পড়ছে রে আনু। আনুরে, আমি তহন কেন গিয়া দেখলাম না, কেন দেখলাম না ?'

বড়চাচা দুহাতে থপথপ করে বুক চাপড়াতে থাকেন। আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মৃত বাছুরটার চোখজোড়া তখনো তাকিয়ে আছে। কাজলকালো জল ছলছলে একজোড়া চোখ। আমি সেই চোখে তাকিয়ে থাকি। চোখ ফেরাতে পারি না। বড়চাচা শফিক ভাইকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন। কিন্তু শফিক ভাই হঠাৎ বড়চাচার হাত দুখানা ছাড়িয়ে দিয়ে কঠিন গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'অনেক হইছে বাবা, অনেক হইছে। আমার এই বাড়িতে আসাটাই ভুল হইছে। একটা বাছুরের জন্য তোমরা জীবন দিয়া দিতেছ। আর এই যে আমি এতদিন পর বাড়িত আসছি, আমার এইটুক ছেলে আসছে, বউ আসছে... তোমাগো কাছে তাগো কোনো মূল্য নাই ? একটা বাছুর তোমাগো কাছে এত দামি ?'

শফিক ভাইয়ের কথা কিংবা বলার ভঙ্গি শুনে সব ক'জোড়া চোখ নিমেষেই তাঁর দিকে ফিরে তাকায়। প্রচণ্ড রাগে তখন ফুঁসছেন তিনি। তাঁর কপালের শিরা ফুলে ফুলে উঠছে। ঘুমন্ত বোধনকে ভাবির কোলে দিয়ে বারান্দার মাঝখানে এসে দাঁড়ান শফিক ভাই। তারপর চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'মা, রুবি, তোমরা জানো না আজকে আমি আসতেছি ? অগো সবাইরে নিয়া আসতেছি, জানো না তোমরা ?' বড়চাচার কান্না পুরোপুরি

থেমে গেছে। কালুর সামনে রাখা খড়ের গাদার ওপর বসে পড়েছেন তিনি। শূন্য চোখে তাকিয়ে আছেন শফিক ভাইয়ের দিকে।

'একটা গরু-ছাগলের বাচ্চার জন্য তোমাগো যতটা মায়া হেইডা তো মনে হয় আমার ছেলের জন্যও তোমাগো নাই। আমার ছেলের জন্য দূরে থাক, আমার জন্যও নাই।'

বড়চাচি, রুবি বু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে শফিক ভাইয়ের দিকে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। শফিক ভাই রুবি বু'র হাত ধরে টেনে দাঁড় করালেন। তারপর ভাবির কোলে ঘুমন্ত বোধনকে দেখিয়ে বললেন, 'দ্যাখ, দ্যাখ, কেমন কইরা ঘুমাইতেছে।'

তারপর ভাবিকে দেখিয়ে বললেন, 'আর এই মহিলাডারে দ্যাখ, নৌকার তন নামতে গিয়া কেমনে গোসল কইরা উঠছে। আর তোরা এইখানে একটা মরা বাছুর লইয়া পূজা করতেছস ? এই বাড়িতে আমি কেন আসমু ? বল এই বাড়িতে আমি কেন আসমু ? আর ওরাই বা কেন আসব ?'

রুবি বু, বড়চাচি, বড়চাচা সবাই যেন নড়তেও ভুলে গেছেন। স্থির হয়ে আছে প্রতিটি মানুষ। শফিক ভাই যেন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, 'কী, তোমরা কেউ নড়বা না এইখান থেইকা ? পূজা করবা ? পূজা ? এই মরা বাছুর লইয়া পূজা করবা ?'

তিনি হঠাৎ নিচু হয়ে বাছুরটার এক কান ধরে মৃত শরীরটা টেনে নিয়ে গেলেন বারান্দার একপ্রান্তে। কালু কী বুঝল কে জানে ? গলায় বাঁধা দড়িটা ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে। কিন্তু পারল না। তবে সামনের পা দুখানা দিয়ে সজোরে মাটিতে আঘাত করতে লাগল একনাগাড়ে। তারপর হঠাৎ আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'হাম্বাআআআ, হাম্বাআআআ...।'

সেই চিৎকারে তীব্র কষ্ট আর আহাজারি। বড়চাচা পাথর হয়ে বসে আছেন। যেন কোনো মানুষ নন তিনি। বরং প্রাণহীন খড়ের গাদারই এক অনিবার্য অংশ।

খোলা বারান্দার মাটির মেঝেতে ছুঁই ছুঁই করছে বন্যার পানি। তীব্র স্রোতে সেই পানি আরও বাড়ার আভাস। শফিক ভাই আচমকা তাঁর চকচকে চামড়ার জুতো পরা পায়ের ধাক্কায় বাছুরটাকে ঠেলে ফেলে দিলেন সামনে। সেখানে প্রবল পানির স্রোত। বাছুরটার শরীর ঝুপ করে পড়ল সেই স্রোতে। তারপর তলিয়ে গেল ধীরে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এতক্ষণ ধরে একনাগাড়ে চেঁচাতে থাকা কালু আচমকা শান্ত হয়ে গেল। একদম শান্ত, চুপচাপ।

শফিক ভাইও কথা বললেন না। কথা বলল না অন্য কেউই। যেন এখানে কিছু ঘটে নি। কেউ কিছু করে নি। কেউ দেখেও নি কিছু। শফিক ভাই কেবল বোধনকে ভাবির কোল থেকে নিয়ে ঘরে চলে গেলেন। মা-বাবাও চুপচাপ তাদের ঘরে চলে গেলেন। খানিক বাদে চলে গেলেন রুবি বু, বড়চাচিও। কেবল আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বারান্দার বাইরে, আমগাছটায় হেলান দিয়ে। আর সামনে বড়চাচা। তিনি কালুর সামনে খড়ের গাদায় চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর শূন্য দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে বাছুরটার মৃত শরীর যেখানে ডুবেছে, ঠিক সেখানে। কালুও। কালুর বড় বড় চোখ দুটো পলকহীন তাকিয়ে আছে পানির স্রোতে। কান্না কি না জানি না, তবে তার চোখের কোল ভিজে আরও কালো হয়ে আছে। কালুর চোখ কি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর চোখ ? গভীর, কালো, মায়াময়। ওই চোখে আমি রোজ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি।

কিন্তু আজ সেই চোখে চোখ পড়তেই ভয়ে কেমন কুঁকড়ে গেলাম আমি!

পাঁচ

ভোরের এখনো অনেক বাকি। কিন্তু আমার ঘুম ভেঙে গেছে। শেষরাতে ঠান্ডা পড়েছে বলেই হয়তো। একটা পাতলা কাঁথা হলে ভালো হতো। আরাম করে ঘুমানো যেত। বড়চাচা অবশ্য আরাম করেই ঘুমাচ্ছেন। দেখে ভালো লাগছে। গত দুরাত একফোঁটা ঘুমান নি তিনি। বানের পানি বেড়েছে হু হু করে। উঠান ডুবে গেছে পুরোপুরি, বারান্দার খানিকটাও। গতকাল সন্ধ্যায় ঘরের ভেতরও পানি উঠে গেছে। শেষ পর্যন্ত মা-বাবাও এ ঘরে উঠে এসেছেন।

সেদিনের পর শফিক ভাই আর বাছুরের ঘটনা নিয়ে কেউ কোনো কথা বলে নি। কেউ না। বড়চাচাও যেন সব ভুলে গেছেন। সারা দিন কাজ, কাজ আর কাজ। উঠোনে বাঁশের উঁচু মাচা বেঁধেছেন। সেখানে তুলে দিয়েছেন হাঁস-মুরগির খোপ। বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে প্লাস্টিকের নীল পলিথিন দিয়ে সেই খোপ ঢেকেও দিয়েছেন। ধানের গোলা উঁচু করেছেন আরও। ঘরের চৌকিগুলোও। ছোট নৌকাখানা আলকাতরা মেখে শুকাতে দিয়েছেন। বড় বন্যার প্রস্তুতি!

কালুর ঘরেও পানি ঢুকেছে গতকাল। আমাদের ছনের ঘর থেকে চৌকিখানা এনে তার ওপর কালুকে তুলে দিয়েছেন বাবা। কালুর কাছে এ কদিন আর যান নি বড়চাচা। আমাকে বলতেন ওর জন্য খড়, খইল, ভুসি দিয়ে দিতে। কালুকে দেখলে কেমন অদ্ভুত এক অনুভূতি হয় আমার। সেটা ভয় না কষ্ট আমি জানি না। হয়তো এ কারণেই তার কাছাকাছি যাই না আমি। দূর থেকেই খাবার দিয়ে চলে আসি। সামান্য খড় মুখে নিয়ে চোখ বন্ধ করে খড়ের ভেতর শুয়ে থাকে সে। তার চোয়াল ক্রমাগত নড়তে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে শরীরটা মৃদু কেঁপে

ওঠে। চোখের নিচের অনেকটা জায়গাজুড়ে গাঢ় কালো ভেজা দাগ। আমি বড়চাচাকে কিছু বলি না। বড়চাচাও আমাকে না। আমরা কেউই কাউকে না।

শফিক ভাই, ভাবি আজ চলে যাবেন। বড়চাচাকে ঘুম থেকে ডাকা দরকার। চাচা বলেছিলেন আলো ফোটার আগেই বের হবেন। নৌকা করে গঞ্জে দিয়ে আসতে হবে শফিক ভাইদের। আমি বড়চাচাকে ডাকি, 'চাচা, চাচা, ওঠেন। বেয়ান হইতে চলল মনে হয়।'

আমার আলতো ডাকেই বড়চাচা উঠে বসেন। তাঁর চোখের কোথাও ঘুমের চিহ্ন নেই। বড়চাচা কি তাহলে ঘুমান নি ?

'তুই ঘুমাস নাই আনু ?' বড়চাচার গলা কী শান্ত!

'ঘুম ভাইঙা গেল চাচা।' আমিও উঠে বসি। জামাটা মাথা গলিয়ে গায়ে জড়াই।

'পানি তো আরও বাড়ছে রে আনু।' বড়চাচা দড়ির ওপর ঝোলানো গামছাটা কাঁধে ফেলেন। তারপর লুঙ্গিটা হাঁটুর ওপর তুলে দুভাঁজ করে কোমরে বাঁধেন। 'চল, নৌকাটা বাইর করি। আজান দিলে নামাজ পইড়াই বাইর হইতে হইবো।'

বড়চাচি, রুবি বুও উঠে পড়েছেন। বড়চাচা রুবি বুকে ডেকে বলেন শফিক ভাইকে তুলে দিতে। আমি বড়চাচার হাত ধরে পানিতে নামি। ঠান্ডা! দরজার বাইরে আবছা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে পানি ঠেলে এগোই আমরা। পেছনের বারান্দার সঙ্গে আমগাছে নৌকাটা বাঁধা। চাচা আমাকে দুহাতে উঁচু করে নৌকায় তুলে দেন। তারপর বৈঠায় ভর দিয়ে নিজেও উঠে পড়েন। ভাঁজ খুলে হাঁটুর নিচে নামিয়ে আনেন লুঙ্গি। নৌকা থেকে কিছুটা ঝুঁকে বন্যার পানিতেই অজু সারেন বড়চাচা। এখনো আজান হয় নি। খানিক আলোকিত হয়ে উঠেছে পুবাকাশ। সেই আবছা আলোয় আমি পেছনের বারান্দায় তাকাই। সেখানে চৌকির ওপর শুয়ে আছে কালু। মৃদু মাথা নাড়ছে সে।

চাচা কাঁধের গামছা বিছিয়ে বসে পড়েন আজানের অপেক্ষায়। ভোরের তাজা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে বড়চাচার লম্বা দাড়ি। নৌকার খুব কাছেই টুপ করে লাফিয়ে ওঠে ছোট্ট মাছ। শান্ত পানিতে মৃদু ঢেউ তোলে। সেই ঢেউ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে পুরো উঠোনজুড়ে। সেদিকে তাকিয়ে বড়চাচা জিজ্ঞেস করেন, 'বেয়ান তো হইয়া আইলো, এহনো আজান হয় না কেন রে আনু ?'

এই সময় চিৎকারটা কানে এল। আকাশফাটানো চিৎকার। 'বোধন! বোধন!'

যেন প্রবল ভয়ে আরও কেঁপে ওঠে উঠোনের ঢেউ। যেন ঝনঝন শব্দে ভেঙে যায় ঘুমন্ত ভোর। শফিক ভাই, ভাবি, বড়চাচি আর রুবি বু'র চিৎকারের কণ্ঠগুলো আর আলাদা করা যায় না। আমি পাগলের মতো মাথা ঘুরিয়ে তাকাই। খোলা দরজা দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার মতো ছুটে আসছে রুবি বু। তার বুকের সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরা ভেজা চুপচুপে ছোট্ট এক শরীর, বোধন!

বোধনের গা থেকে গলগল করে ঝরে পড়ছে পানি। কমলা রঙের উলের জামার ভেতর থেকে বোধনের ছোট্ট পেটখানা বেঢপ ফুলে আছে। রক্তহীন সাদা ফ্যাকাশে মুখ। প্রাণহীন!

'বাবা, বোধন! বোধন... বোধন নাই বাবা! বোধন রাইতে পানিতে ডুবছে বাবা!'

রুবি বু যেন উন্মাদ। তার পেছনে পাগলের মতো ছুটে আসছেন বড়চাচি, ভাবি, শফিক ভাই। হতবুদ্ধি বড়চাচা যেন ঘোরের মধ্যে নৌকা থেকে নামেন। ছলকে ওঠা জল ভিজিয়ে দেয় তাঁর পুরো শরীর। রুবি বু কাটা গাছের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বড়চাচার বুকে। বড়চাচার শক্ত হাত দুখানা বোধনের ছোট্ট শরীরটা বুকে চেপে ধরে। শফিক ভাইয়ের গলায় জান্তব আর্তনাদ, 'বোধন, ও বোধন, ও বাবা, বাবা, আমার বোধন, আমার বোধন!'

শফিক ভাই যেন পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছেন। তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। বড়চাচার গায়ের ভেজা জামাটা শক্ত হাতে টেনে ধরে গোঙাচ্ছেন তিনি। বড়চাচা খুব ধীরে, খুব ধীরে বাঁ হাতে শফিক ভাইকে কাছে টানলেন।

'আল্লাহু আকবার... আল্লাহু আকবার...'। ফজরের আজান শুরু হয়েছে। বড়চাচা কোমরপানিতে বোধনকে বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তার খোলা চোখ জোড়া শূন্যে। নির্বাক, স্থির। শফিক ভাই বোধনের গালের সঙ্গে তাঁর গাল চেপে ধরে আবারও তীব্র আর্তনাদ করে উঠলেন, 'বোধন! আমার বোধন।'

ঠিক সেই সময় বজ্রস্বরে গলা ফাটাল কালু, 'হাম্বাআআআ.! হাম্বাআআআ...!'

শফিক ভাই আর কালুর তীব্র চিৎকারে কেঁপে কেঁপে উঠল ভোরের আকাশ। ভোরের বাতাসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল কালু আর শফিক ভাইয়ের কান্না। দুটো কণ্ঠ যেন একটার থেকে অন্যটাকে আর আলাদা করা গেল না।

আর ঠিক তখনই আমগাছের ডাল থেকে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল একজোড়া নিশাচর পাখি। ■

ভ্রমণ

আটলান্টিক সিটি তাঁর প্রিয় শহর

মাজহারুল ইসলাম

আটলান্টিক সিটি হুমায়ূন আহমেদের খুবই পছন্দের একটি জায়গা। মূলত দুই কারণে এই সিটি তাঁর পছন্দ। আটলান্টিক সাগরের পাড় ঘেঁষে পর্যটকদের হাঁটাহাঁটির জন্য তিন-চার কিলোমিটার বোর্ড ওয়াক। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বসার জন্য লম্বা লোহার চেয়ারের ব্যবস্থা। আর রাস্তার দুই পাশে নানা ধরনের গিফ্‌ট শপ ও বিভিন্ন দেশের খাবারের দোকান। এখানে সাগরের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা, গিফ্‌ট শপ অথবা নাইন্টি নাইন সেন্টসের দোকান থেকে নিষাদ-নিনিতের জন্য একগাদা খেলনা কেনা তাঁর পছন্দের বিষয়। দ্বিতীয়ত ক্যাসিনোতে কিছু সময় কাটানো। ক্যাসিনো তাঁর পছন্দের জায়গা।

আমেরিকা বেড়াতে এলে একবার আটলান্টিক সিটি যাবেন না তা তো হয় না। তবে এবার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সিঙ্গাপুরে রুটিন চেকআপ করতে গিয়ে চতুর্থ স্তরের ক্যানসার শনাক্তের পর চিকিৎসার জন্যে এবার তাঁর যুক্তরাষ্ট্রে আসা। ১৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ১৯ সেপ্টেম্বর নানান চেকআপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর শুরু হলো তাঁর প্রথম কেমোথেরাপি। কাজেই বরাবরের মতো যুক্তরাষ্ট্রে এলেই আটলান্টিক সিটিতে ঘুরতে যাওয়ার চিন্তা মাথায় এখনো ঠাঁই নিতে পারে নি।

সিঙ্গাপুর থেকে শহীদ হোসেন খোকন নিউইয়র্ক আসছেন ২৬ সেপ্টেম্বর শুধু হুমায়ূন আহমেদকে দেখতে। থাকবেন দশ দিন। খোকন সিঙ্গাপুরে বসবাস করেন বহু বছর ধরে। পেশায় ব্যবসায়ী। সাহিত্যচর্চা করেন অনেক দিন ধরেই। একাধিক গল্প-উপন্যাসের বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। হুমায়ূন আহমেদের অন্ধভক্ত।

২০০২ সালে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে হুমায়ূন আহমেদ ও তাঁর মা আয়েশা ফয়েজের বাইপাস সার্জারির সময় মূলত খোকনের সাথে হুমায়ূন আহমেদের পরিচয় ঘটে। আমার সাথে পরিচয় আরও খানিকটা আগে থেকে। আমি সেই চিকিৎসাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তখন হুমায়ূন আহমেদের চিকিৎসার জন্য আমি তাদের সঙ্গে ১৪ দিন সিঙ্গাপুরে ছিলাম। আমাদের সহযোগিতা করার জন্য কয়েকদিন পর কমল এসে যোগ দেয়। খোকনের আন্তরিকতা সেসময় আমায় মুগ্ধ করে। এবার সিঙ্গাপুরে চেকআপের সময়ও খোকন সবসময় হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে ছিলেন। খোকনের মাধ্যমেই প্রথম জানতে পারি হুমায়ূন আহমেদের কর্কট রোগ শনাক্তের খবর। নুহাশপল্লীর দুটি বড় স্কালপচার তিনি সিঙ্গাপুর থেকে এনেছিলেন হমায়ূন আহমেদের জন্মদিনের উপহার হিসেবে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যে-কোনো মানুষ সিঙ্গাপুর গেলেই খোকন তাঁদের জন্য নিবেদিতপ্রাণ।

হুমায়ূন আহমেদ, শাওন ভাবি ও আমাকে ডেকে বললেন, খোকন আমেরিকা আসছে। এটা তাঁর প্রথম আমেরিকা আসা। এতদূর থেকে শুধু আমাকে দেখতে আসছে। আমি ওকে নিয়ে আটলান্টিক সিটি বেড়াতে যেতে চাই। তোমরা হোটেল বুক করো এবং কীভাবে যাব সে ব্যবস্থা করো।

হুমায়ূন আহমেদের শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় শাওন ভাবি প্রথমে কিছুটা আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছার কারণে ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেলেন হোটেল বুক করতে।

২৭ সেপ্টেম্বর খোকন এসে পৌঁছালেন জ্যামাইকার বাসায়। আমি সোহেলকে নিয়ে এয়ারপোর্ট গিয়েছিলাম তাকে আনতে। সোহেল আমার খালাত ভাই। ডিভি ওয়ান পেয়ে আমেরিকাতে আসে এবং এখানে পড়াশোনা শেষ করে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ভালো চাকরি করে। নিউইয়র্কে আসার পর থেকে নানাভাবে সোহেল আমাদের সহযোগিতা করে আসছে। হুমায়ূন আহমেদের অসম্ভব ভক্ত সে। হুমায়ূন আহমেদ খুবই খুশি হলেন খোকনকে দেখে। খোকন যখন জানতে পারল হুমায়ূন আহমেদ আটলান্টিক সিটি যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন তখন সে চমকে উঠল। স্যারের এরকম শারীরিক অবস্থায় তিনি বেড়াতে যাবেন ? তাও আবার তাঁকে উদ্দেশ্য করে এই ভ্রমণ। খোকন ভেবেছিল প্রথম কেমো নেওয়ার পর হুমায়ূন আহমেদকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখবে। কিন্তু ঘটনা সে রকম নয়। ডাক্তারও বলেছেন স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে। হাসি-খুশি আনন্দে থাকতে। এ ছাড়া প্রথম কেমোর পর বিশেষ কোনো শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় না। কারও কারও খাবারে অরুচি অথবা বমি হয়। হুমায়ূন আহমেদের ক্ষেত্রে তার কোনোটাই ঘটে নি। সব জানার পর খোকন যথেষ্ট খুশি হলো এবং দুশ্চিন্তামুক্ত হলো এই ভেবে যে, স্যারের শরীর খুব বেশি খারাপ না। কেমো তাকে মোটেও দুর্বল করতে পারে নি। মানসিকভাবেও তিনি বেশ ভালো আছেন।

গিফট শপ ঘুরে দেখে এর মালিকের সঙ্গে কথা বলছেন হুমায়ূন আহমেদ। পাশে নাসিম ভাই ও খোকন।

বাচ্চাদের জন্য একগাদা খেলনা কিনে ওদের স্ট্রলার ঠেলছেন হুমায়ূন আহমেদ

২৮ সেপ্টেম্বর দুপুর একটায় আমরা বাসা থেকে বের হলাম দুটো গাড়িতে। লোকসংখ্যা বেশি। হুমায়ূন আহমেদ, শাওন ভাবি, নিষাদ, নিনিত, ভাবির মা তহুরা আলী, খোকন ও আমি। দুপুর দু'টায় আমাদের বাস। ম্যানহাটন থেকে বাসগুলো ছাড়ে। চ্যানেল আইয়ের আশরাফুল আলম খোকন ও আমার স্ত্রী স্বর্ণার ফুফাত ভাই সাব্বির আমাদের গ্রে-হর্ন বাসে তুলে দিতে রওনা হয়েছে। রাস্তায় প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম। আমরা বাস টার্মিনালে পৌঁছালাম ঠিক ২.০৫ মিনিটে। দৌড়ে গেলাম ডিপারচার গেটে। ততক্ষণে বাসের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এতগুলো টিকিট বুঝি নষ্ট হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানলাম প্রতি ঘণ্টায় একটি করে বাস আটলান্টিক সিটির উদ্দেশে রওনা হয়। যে-কোনো বাসে উঠে বসলেই হলো। শুধু যে তারিখের জন্য টিকিট ইস্যু করা ওই তারিখের মধ্যে ভ্রমণ করতে হবে। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে আমরা পরের বাসে আটলান্টিক সিটি রওনা হলাম।

আটলান্টিক সিটিতে আমাদের দুই রাত থাকার কথা। ইন্টারনেটে শো-বোর্ট নামে একটা হোটেল বুক করা হয়েছে। হোটেলের পেছন দিয়ে একটু হাঁটলেই বোর্ড ওয়াক অর্থাৎ আটলান্টিক সাগর পাড়ের হাঁটার রাস্তা। মাত্র তিন মাস আগে হুমায়ূন আহমেদ এখানে এসেছিলেন বেড়াতে। সঙ্গে স্ত্রী ও দুই শিশুপুত্র। এই হোটেলেই দু'রাত কাটিয়েছেন তাঁরা। সে সময় তাঁরা এক মাসের জন্য আমেরিকা এসেছিলেন। ভিসা জটিলতার কারণে আমি তখন সঙ্গে আসতে পারি নি। হোটেলটা হুমায়ূন আহমেদ খুব পছন্দ করেছিলেন। সে কারণে এই হোটেলেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হোটেল থেকে বেরোলেই বাচ্চাদের প্লে-জোন।

শো-বোর্টে তিনটা রুম ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এক রুমে হুমায়ূন আহমেদ সপরিবারে। দ্বিতীয় রুমে শাশুড়ি তহুরা আলী একা। তৃতীয় রুমে আমি ও সিঙ্গাপুর থেকে আগত আমাদের বন্ধু খোকন।

আটলান্টিক সিটি যাওয়ার পথে মনে হলো– হুমায়ূন আহমেদ তো একনাগাড়ে দুই রাত তিন দিন ভাত না খেয়ে থাকতে পারবেন না। তা ছাড়া এই মুহূর্তে তাঁর বাইরের খাবার বেশি না-খাওয়াই ভালো। মনে পড়ল নাসিম ভাইয়ের কথা। এর আগেরবার তাঁর বাড়িতে অনেক খাওয়াদাওয়া হয়েছিল। ঢাকায় নাসিম ভাইয়ের বন্ধু খোকনকে ফোন করে তাঁর মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করলাম। হুমায়ূন আহমেদের চার খোকনের আরেক খোকন। দীর্ঘদিন নিউইয়র্কে বসবাসের পর

এখন ঢাকায় স্থায়ী হয়েছেন। ফোনে একবারেই নাসিম ভাইকে পেয়ে গেলাম।

হুমায়ূন আহমেদসহ আমরা তাঁর শহরে আসছি শুনে চিৎকার দিয়ে উঠলেন নাসিম ভাই। কেন তাঁকে আগে জানাই নি, আগে জানালে তিনি গাড়ি নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে আমাদের নিয়ে আসতেন ইত্যাদি। কেন হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে বাসে আসছি। আমি বললাম, পরবর্তী সময় আপনাকে জানাব আগে থেকে। দুই/একবেলা আপনার বাসায় হুমায়ূন আহমেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নাসিম ভাই বললেন, দুই-এক বেলা কেন ? প্রত্যেক বেলাই আমার বাসায় খাবেন। এটা তো আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি এসব নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না। আমাকে আর কোনো কিছুই বলতে হলো না।

হোটেল শোবোটের সামনে বাস থেকে নামতেই দেখি

ক্যাসিনোর ভেতর হুমায়ূন আহমেদ।

নাসিম ভাই গাড়ি নিয়ে দাঁড়ানো। এরপর থেকে দুই রাত তিন দিন আমরা সবাই নাসিম ভাইয়ের মেহমান হয়ে গেলাম। সকালে নাসিম ভাই-ভাবি হুমায়ূন আহমেদের পছন্দের নাস্তা নিয়ে হোটেলে হাজির। সব রুম থেকে সবাইকে ডেকে ডেকে নাস্তা খাওয়ানো যেন একটা উৎসবে পরিণত হলো। কাজকর্ম বন্ধ করে নাসিম-দম্পতি হুমায়ূন আহমেদের সেবায় নিয়োজিত। রাতে তাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা খেয়ে আসি। টেবিলভর্তি হুমায়ূন আহমেদের পছন্দের সব খাবার। পরদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আমরা সবাই বোর্ড ওয়াকে সময় কাটালাম। বাচ্চাদের প্লে-জোন শীতের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে বলে নিষাদের মন খারাপ। আমার কাছে মনে হলো নিষাদের চেয়ে হুমায়ূন আহমেদের মন আরও বেশি খারাপ হয়ে গেল। মন ভালো করার জন্য নাইন্টি নাইন সেন্টের দোকান থেকে এক ব্যাগ ভর্তি খেলনা কেনা হলো নিষাদের জন্য। এরপর হাঁটতে হাঁটতে একটা গাছের ভাস্কর্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন হুমায়ূন আহমেদ। একটা গিফটশপের সামনে ভাস্কর্যটি রাখা। বিভিন্ন উচ্চতায় গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে তিন শিশু। এক শিশু দড়ি ঝুলিয়ে ঝুলছে তাতে। আরেক শিশু গাছে চড়ার চেষ্টা করছে। সহসাই যেন হুমায়ূন আহমেদ শৈশবে ফিরে গেলেন। এগিয়ে গেলেন ভাস্কর্যটির কাছে। চোখে রাজ্যের মুগ্ধতা। কিছুক্ষণ পর জানালেন এরকম একটি ভাস্কর্য কিনতে চান তিনি, দেশে তাঁর নুহাশপল্লীতে রাখতে চান। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এর যা দাম পড়বে, দেশে নিয়ে যেতে খরচ হবে তার কয়েক গুণ।

এক রাতে নিষাদকে তার নানির রুমে রেখে কিছু সময়ের জন্য আমরা নিচে ক্যাসিনোতে গিয়েছিলাম। নানির সঙ্গে ইচ্ছামতো আনন্দ করেছে সাড়ে চার বছর বয়সী নিষাদ হুমায়ূন। পরদিন দুপুরে চেকআউট করার সময় ১২০ ইউএস ডলার জমা দিতে হলো কাউন্টারে। কারণ খেলতে গিয়ে নিষাদ পরপর দুইবার বড়দের পে-চ্যানেলে চাপ দেওয়ায় এই বিল দিতে হয়েছে। পে-চ্যানেল চালু করলেই পয়সা দিতে হবে। যতক্ষণই দেখা হোক না কেন একই ডলার পে করতে হবে।

দুপুরে আমরা বোর্ড ওয়াকে একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে খেয়েছিলাম। বাদবাকি সব খাবারই ছিল নাসিম ভাই ও তাঁর স্ত্রীর আয়োজনে। আমার একজীবনে যে কয়জন ভালো মানুষ দেখেছি তাদের মধ্যে এই দম্পতি অন্যতম। অসাধারণ ভালো মানুষ তাঁরা।

আমেরিকায় প্রায় নয় মাসের চিকিৎসাকালে আরও একবার আটলান্টিক সিটি ঘুরতে গিয়েছিলাম আমরা। সেবার স্বর্ণা ও আমাদের দুই পুত্র অমিয়, অন্বয় সঙ্গে ছিল। মূলত ওদের জন্যই তখন আটলান্টিক সিটিতে যাওয়া। উদ্যোগটা ছিল হুমায়ূন আহমেদের। চারটা শিশু একসাথে থাকায় আনন্দ হইচই অনেক বেশি হয়েছিল। শিশুদের আনন্দে মুগ্ধ হুমায়ূন আহমেদ। শীতকাল হওয়ায় শিশুদের জন্য ইনডোর প্লে-জোন খুঁজে পাওয়া গেল বোর্ড ওয়াকে। চার শিশু প্লে-জোন থেকে কোনোভাবেই বের হবে না। হুমায়ূন আহমেদ তাদের সংস্পর্শে কিছু সময়ের জন্য যেন শিশু হয়ে গেলেন। নিজেও শিশুদের সঙ্গে নানা খেলায় অংশ নিলেন।

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে ২০০১-এ প্রথম আমেরিকা ভ্রমণে দু'দফা আটলান্টিক সিটিতে এসেছিলাম। দীর্ঘ বিমান ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে নিউইয়র্ক পৌঁছলাম দুপুর তিনটায়। হোটেলে চেক-ইন করলাম বিকেল পাঁচটায়। সন্ধ্যায় হুমায়ূন আহমেদ বললেন, আমি আটলান্টিক সিটি যেতে চাই। সেই প্রথম আটলান্টিক সিটি যাওয়া। ক্যাসিনো 'তাজ'-এর সামনে আমাদের গাড়ি থামল। রাত তখন দশটা। চোখ ধাঁধানো

আলো ঝলমলে রাতের শহর মুগ্ধ হয়ে দেখছি। লিমোজিনে করে ধনকুবেররা এসে নামছে। আমরা ক্যাসিনো তাজ-এ প্রবেশ করলাম। প্রথম রাতেই বাজিমাত। কয়েন দিয়ে স্লেটে মেশিনে খেলছি। হঠাৎ মেশিনের উপরে লাল রঙের বাতি জ্বলে উঠলো এবং বিকট শব্দে সাইরেন বাজছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে কোনো ভুল করে ফেলেছি কি না। ভুল বাটনে চাপ দিয়েছি কি না। এরমধ্যে হুমায়ূন আহমেদ ও তার বন্ধু ফজলুল করিম দৌড়ে এসে বললেন, তুমি জ্যাকপট পেয়েছ। অভিনন্দন। ক্যাসিনোর দু'জন কর্মচারী এসে চাবি দিয়ে সাইরেন বন্ধ করল এবং আমাকে মেশিন থেকে একটা প্রিন্টেড কুপন বের করে দিয়ে বলল ক্যাশ কাউন্টারে যেয়ে ভাঙিয়ে আন। নয় শ' ডলারের কুপন। আমি নয় শ' ডলার জিতেছি। আমার এই প্রথম ক্যাসিনো অভিজ্ঞতা। আমার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হলেন হুমায়ূন আহমেদ। পরের ঘটনা আরও চমকপ্রদ এবং অবিশাস্য। পনের মিনিট পর একই মেশিনে আবারও সাইরেন বেজে উঠল। এবার আমি চিৎকার করে উঠলাম। জ্যাকপট পেয়েছি, জ্যাকপট পেয়েছি। আবার হুমায়ূন আহমেদ, ফজলুল করিম ও কমল দৌড়ে এল। এবারো নয় শ' ডলার। আমি মুগ্ধ, বিস্মিত।

দুই দিন পর আমরা ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার পথে হুমায়ূন আহমেদকে নিউজার্সিতে তার বড় মেয়ে নোভার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাব। নোভা সেসময় ঢাকায়। নোভার জামাই আরশাদের সঙ্গে দুই দিন এখানে থাকবেন তিনি। ওয়াশিংটন থেকে ফেরার পথে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে নিউইয়র্ক ফিরে আসব। এমন পরিকল্পনা হুমায়ূন আহমেদের।

তিনি বললেন, তুমি এবং কমল প্রথম আমেরিকা এসেছ। কাজেই হোয়াইট হাউজ না দেখে গেলে কি হয়! সারা দুনিয়ার রাজার বাড়ি বলে কথা। আর ওয়াশিংটন যেহেতু যাবেই, তাই সেখান থেকে কিছুটা দূরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রিস্টাল কেভ দেখে আসবে।

সে অনুযায়ী আমরা নোভার বাসায় হুমায়ূন আহমদকে নামিয়ে দিয়ে ওয়াশিংটন ডিসির পথে রওনা হলাম। গাড়ি চালাচ্ছেন আবেদিন ভাই। পাশের সিটে বসা তার স্ত্রী জলি আপা। ফজলুল করিম ও আমি মাঝের সিটে। কমল বসেছে পেছনের সিটে। মাঝে মাঝে হুমায়ূন আহমেদ টেলিফোনে আমাদের খোঁজখবর নিচ্ছেন। একবার বললেন, ক্রিস্টাল কেভ না দেখে কিন্তু আসবে না। ক্রিস্টাল কেভ ওয়াশিংটন থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে, ভার্জিনিয়ায়।

পড়ন্ত বিকেলে আমরা ওয়াশিংটন পৌঁছলাম। সরাসরি হোয়াইট হাউজের সামনে চলে গেলাম। খুব কাছে যাওয়ার সুযোগ নাই। দূর থেকে যতটা সম্ভব দেখে গাড়িতে উঠেছি। গন্তব্য আমার সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক সুব্রত শংকর ধরের বাড়ি। তিনি বিশ্বব্যাংকে বড় কর্তা। ম্যারিল্যান্ডে তার বিশাল বাড়ি। ওয়াশিংটন আসছি শুনে স্যার খুব খুশি। স্যার তার বাড়িতে থাকতে বলেছেন। এরমধ্যে হুমায়ূন আহমেদের ফোন। করিম ভাইকে বলছেন, হোয়াইট হাউজ দেখা হয়ে গেছে কাজেই এখন তোমরা ফিরে আসো। আর দেখার কিছু নাই। আমরা ভাবছি হুমায়ূন আহমেদ তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হয়তো রসিকতা করছেন। একটু পর আমাকে ফোন করলেন। একই কথা ফিরে আসো। আমার এখানে একা ভালো লাগছে না। আমি বললাম, আপনি না বললেন ক্রিস্টাল কেভ দেখে আসতে! তিনি বললেন, ক্রিস্টাল কেভ পরের বার দেখবে। তোমরা ফিরে আসো।

নাসিম ভাইয়ের বাড়িতে।

আমরা যখন সুব্রত স্যারের বাসায় পৌঁছলাম রাত তখন প্রায় ন'টা। এরমধ্যে আরও কয়েকবার হুমায়ূন আহমেদের ফোন। একই কথা—তোমরা এখনই ফিরে আসো। সুব্রত স্যার টেলিফোনে পিৎজা অর্ডার দিয়েছেন। কে কোন রুমে থাকব বৌদি ঠিক করছেন। কাল সকালে স্যার এবং বৌদি'ও

বোর্ড ওয়াকে স্ত্রী ও শাশুড়ির সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ।

আমাদের সঙ্গে কেভ দেখতে যাবেন। এরমধ্যে হুমায়ূন আহমেদের ফোন। করিম ভাইকে বলছেন, এখনো রওনা দাও নি তোমরা ? দুই বন্ধু তর্ক করছেন। করিম ভাই বলছেন, এত রাতে কীভাবে আসব ? সবাই ক্লান্ত। এরপর আমাকে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, তোমরা যদি এখন রওনা না দাও তাহলে আমি কালই ঢাকা ফিরে যাব। একপর্যায়ে আমরা ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। স্যার এবং বৌদি খুব মন খারাপ করলেন।

রাত এগারোটায় আমরা নিউজার্সির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। হুমায়ূন আহমেদ মহা খুশি। কিছুক্ষণ পর পর ফোন করে আমাদের অবস্থান জানতে চাচ্ছেন। ভোর চারটায় আমরা আরশাদের নিউজার্সির বাড়ির সামনে পৌঁছে অবাক। হুমায়ূন আহমেদ বাড়ির সামনে পায়চারি করছেন। আমাদের দেখে গাড়িতে উঠে বললেন, চলো আটলান্টিক সিটি যাব। করিম ভাই খুবই রেগে গেলেন। গাড়ি থেকে নেমে বললেন, আমি তোমার পাগলামির মধ্যে নাই। আমি ঘুমাব। তোমার যেখানে খুশি যাও।

রাস্তায় ট্রাফিক না থাকায় এক ঘণ্টা বিশ মিনিটে আটলান্টিক সিটি পৌঁছে গেলাম। ভোরের আলো গায়ে মেখে আমরা ক্যাসিনো গ্রান্ড তাজ-এ পৌঁছলাম। সন্ধ্যার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত জমজমাট ক্যাসিনো ভোরের দিকে কিছুটা নিস্তেজ হয়ে আসে। মানুষের সংখ্যা যেমন কমে যায় তেমনি হেরে যাওয়া মানুষগুলো শুকনা মুখে ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে শেষ চেষ্টা করতে থাকে। ব্যাতিক্রম দুই-চারজন হয়তো হাসিমুখে বেরিয়ে যায়। আমাদের প্রিয় কবি নির্মলেন্দু গুণ গিয়েছিলেন এই আটলান্টিক সিটিতে জুয়া খেলতে। সারা রাত জুয়া খেলে সর্বশান্ত হয়ে নিউইয়র্কে ফেরার বাস ভাড়া না থাকায় ভিক্ষা করার কথাও ভাবছিলেন। না, তাঁকে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষা করতে হয় নি। তাঁর বন্ধু নিউজার্সি থেকে এসে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। কবি নির্মলেন্দু গুণের লেখা 'ভ্রমণসমগ্র' বইতে আটলান্টিক সিটিতে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এই তথ্য পড়েছিলাম।

আমি আগের সেই মেশিন খুঁজে বের করে বসলাম আবারও জ্যাকপটের আশায়। হুমায়ূন আহমেদ দূরে একটা স্লোট মেশিনে বসে খেলছেন। মাঝে মাঝেই তার মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা কয়েনের ঝনঝন শব্দ কানে আসছে। দুই ঘণ্টার মধ্যে আগের দিনের আঠারো শ' ডলার শেষ করে খালি হাতে ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এলাম। হুমায়ূন আহমেদের চেহারা দেখে মনে হলো, তাকেও দুই-চার শ' ডলার দিয়ে আসতে হয়েছে। সারা দিনের জার্নি সেইসঙ্গে নিদ্রাহীন রাতের ক্লান্তি নিয়ে ম্যাগডোনালসে সকালের নাস্তা খেয়ে নিউজার্সির উদ্দেশে রওনা হলাম।

এরপর ২০০৫ সালে আরেকবার একসঙ্গে এসেছিলাম আমেরিকা। সেবারও আটলান্টিক সিটিতে দু'টি রাত খুব আনন্দে কেটেছিল আমাদের।

বন্ধু ও প্রিয়জনদের আনন্দ দিতে যে মানুষটি অসম্ভব পছন্দ করতেন, সব সময় যাঁর ভাবনা ছিল অন্যদের সঙ্গে কীভাবে আনন্দ শেয়ার করা যায়, তিনি আজ অদেখা ভুবনের বাসিন্দা। গল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আনন্দে ভাসিয়েছেন তিনি কোটি মানুষকে। আর কাছের মানুষদের দিয়েছেন দুর্লভ আনন্দদায়ক সঙ্গ। তাঁর প্রিয় জায়গা আটলান্টিক সিটির জৌলুস আর আকর্ষণ হয়তো আরও বাড়বে দিনে দিনে, কিন্তু আমরা যারা তাঁর সঙ্গী হয়ে এসেছি বারবার এই শহরে, তাদের কাছে কি সেই ঔজ্জ্বল্য আদৌ ধরা দিবে কখনো ? ■

গল্প

পারাপার

ফারহানা সিনথিয়া

সাল উনিশ শ একাত্তর। জুলাই মাসের চটচটে গরম। ঘামের রেখা তার জুলফি বেয়ে পড়ছে। উনি যে কপালের ঘাম মুছবেন সে উপায়ও নেই। মাথায় গুলির বাক্স।

এত ভারী বাক্স দুই হাতে ধরে কোনোভাবেই কপালের ঘাম মোছা সম্ভব নয়। ওনার সঙ্গে আছেন আরেক অধ্যাপক, ওনার সহকর্মী।

অধ্যাপক তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের মুক্তাগাছায় নিরাপদে রেখে এসেছিলেন বাড়ির কী অবস্থা দেখতে। এসে দেখলেন এক অংশ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, ওনার বিয়েতে উপহার পাওয়া টি সেট আর ডিনার সেটগুলো কীভাবে যেন অক্ষত আছে।

মানুষ মারা যাচ্ছে যুদ্ধে আর জড়বস্তু অক্ষত! বাড়ি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তার মোড়েই মিলিটারি ওনাকে আর ওনার সহকর্মীকে ধরল।

অলংকরণ : মোস্তাফিজ কারিগর

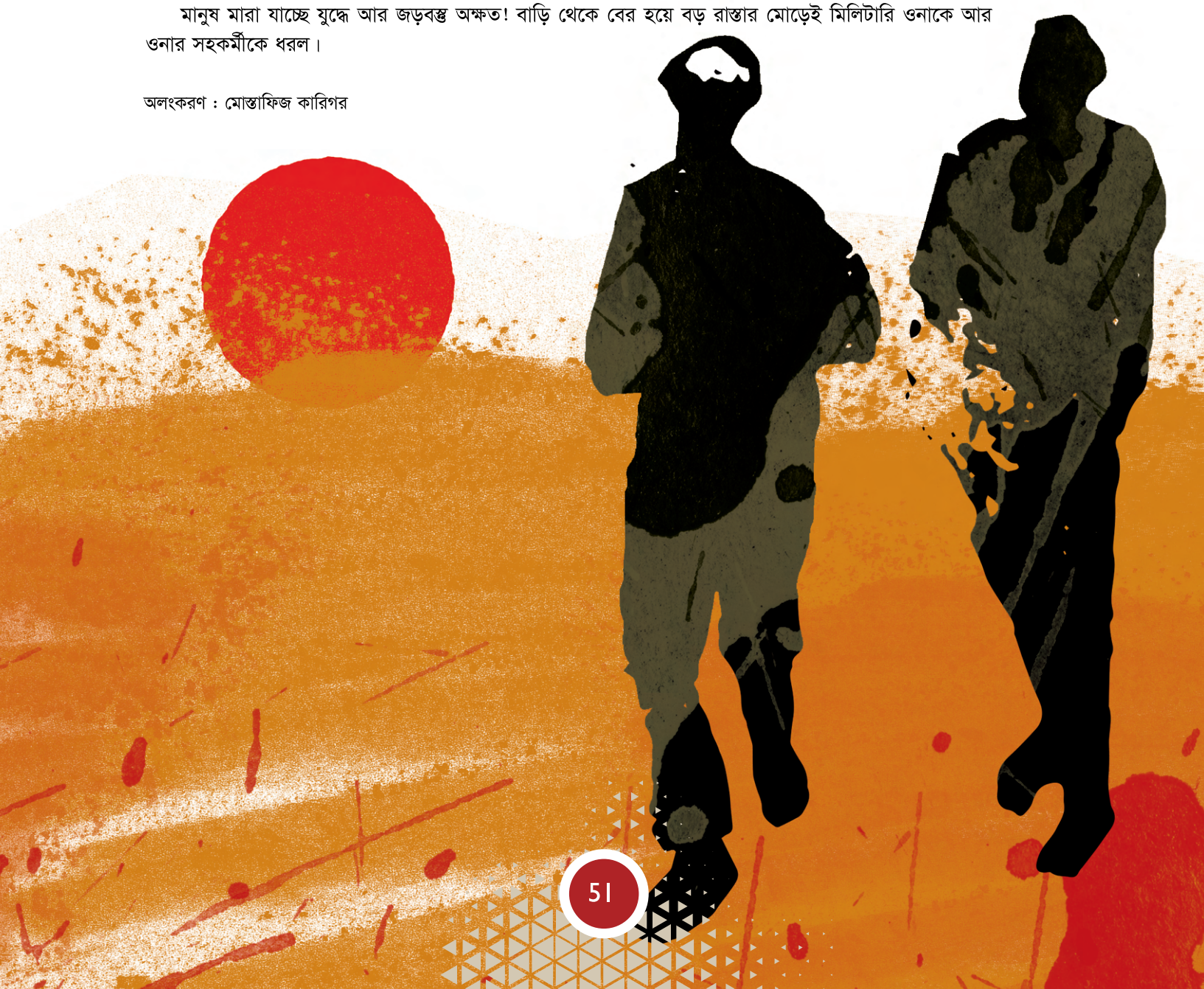

তারপর থেকে শুরু হয়েছে মাইলের পর মাইল হাঁটা। মাথায় একটা গুলির বাক্স চাপিয়ে ওনার সহকর্মীর উচ্চতা নিয়ে রসিকতা করেছে মিলিটারিদের একজন। কেমন একটা অসভ্য জাতি!

অধ্যাপককে উর্দুতে যা বলল সেনারা তার অর্থ দাঁড়ায়— পা চালিয়ে চল।

উনি শুরুতেই ওদের একটা মিথ্যে বলেছেন। নিজের পরিচয় গোপন করে বলেছেন উনি পিওন। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন উনি।

অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী অধ্যাপক পড়েছেন সংকটে। জীবন বাঁচানোর জন্য বলা মিথ্যা ওনাকে দ্বিধায় ফেলেছে। উনি মনে মনে স্রষ্টার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

শুনেছেন প্রিয় শিক্ষক ঋষিসুলভ অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে নাকি পাকিস্তানি আর্মি হত্যা করেছে, পঁচিশে মার্চের রাতে। অপারেশন সার্চলাইটের সময়। প্রিয় শিক্ষকের মুখখানি এখনো ওনার চোখে ভাসছে। ডাক্তার জি সি দেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে ওনার প্রিয় শিক্ষক ছিলেন।

কেন যেন ছেলেমেয়েদের মুখ চোখের ওপর ভাসছে। তার দুই মেয়ের চেহারা অবিকল ওনার নিজের চেহারা কেটে বসানো যেন। তার ছেলে দেখতে হয়েছে মায়ের মতো। একটা ভয় পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠছে। ওনার স্ত্রীর মুখও একবার মানসপটে ভেসে উঠল; আর কখনো কি প্রিয় মুখগুলো দেখতে পাবেন ?

সকাল থেকে কিছু খাবার পড়ে নি পেটে। সেই যে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এল!

ওনার সহকর্মী এবার মৃদু স্বরে বললেন, 'ভাই আজকে ফজরের নামাজ পড়ে বের হয়েছিলাম। শুনেছি এরা নাকি কাজ শেষে গুলি করে দেয়।'

সহকর্মীকে উনি অভয় দিলেন, 'না আমাদের বোধ হয় ছেড়ে দেবে।'

নুরুজ্জামান সাহেব ওনার কথা বিশ্বাস করলেন না।

'নাপাক অবস্থায় মৃত্যু হলে কি বেহেস্ত নসিব হবে ?'

ষোলো বছর বয়সের পর জ্ঞানত নামাজ কাজা করেন নি অধ্যাপক। মৃত্যুপথ যাত্রী মা এক অদ্ভুত শর্ত দিয়েছিলেন তাঁর তিন পুত্র সন্তানকে। যেই ছেলে সারা জীবন নামাজ পড়বে, উনি তার সেবা গ্রহণ করবেন। উনি চুপ করে রইলেন। মাকে দেওয়া কথা রাখতেই সেই যে ষোলো বছর বয়স থেকে নামাজ ধরলেন সেই অভ্যাস রয়ে গেল। তবে প্রবল ধর্ম বিশ্বাস তাঁর সংস্কৃতমনা হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি কখনোই। যে কণ্ঠে সুললিত কণ্ঠে কোরান পাঠ করেন, সৃষ্টিকর্তা সেই কণ্ঠে সুরের মূর্ছনাও দিয়েছেন। উনি চমৎকার নজরুলগীতির চর্চাও করেন।

নুরুজ্জামান সাহেব বলে চলেছেন, 'আমার ছোট মেয়েটা খুব কাঁদছিল আজকে। আসলে আজকে বাড়ি থেকে বের হয়ে ভুল হয়েছে।'

কথা বলতে বলতে দুজনে বোধ হয় একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ পেছন থেকে অশ্রাব্য গালি ভেসে এল। উর্দুতে চিৎকার। গল্প না করে জলদি পা চালাও।

অধ্যাপকের কাছে এসে এক সেনা বলল, 'ওই খাটো লোককে বিশ্বাস করি না আমরা। ওদের মাথায় প্যাঁচের বুদ্ধি থাকে। তুমি লম্বা মানুষ। ওর কথায় ভুলে উল্টাপাল্টা কিছু কোরো না।'

কী অসম্ভব বর্ণবাদী একটা জাতি! বাঙালি মেয়েদের ধর্ষণ করার কারণ হিসাবে নাকি অজুহাত দিয়েছে, ওদের ওরসের সন্তানেরা হবে প্রকৃত মুসলমান। খাটো শ্যামবর্ণ বাঙালিদের ওরা সাচ্চা মুসলমান মানতে নারাজ।

অধ্যাপক উত্তরে কিছু বললেন না। একটা ঢোক গিললেন। ইশারায় সহকর্মীকে বললেন চুপ থাকতে। নুরুজ্জামান চুপ হয়ে গেলেন। আসন্ন মৃত্যুর জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

অধ্যাপক তখনো জানেন না ওনার স্ত্রীর বোনের জামাই আর তাঁর পরিবারে কী ভয়ংকর বিপর্যয় হয়ে গেছে! পাকিস্তানি মিলিটারি সবার সামনে দিনের বেলায় গুলি করে ওনার ভায়রা ভাইকে হত্যা করেছে। বাবা ছেলের লাশ দেখে আর্তনাদ করছিল। তাঁকেও গুলি করে মেরেছে। তিন মাস বয়সী শিশুসন্তান নিয়ে ওনার শালি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাবনার পথে রওনা হয়েছেন।

মনে মনে একটা অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করলেন উনি। এ জীবনে সন্তানদের বকাঝকা করবেন না। পরমুহূর্তেই হাসি পেল ওনার। সন্তানেরা অসম্ভব চঞ্চল। এই প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবেন বলে মনে হয় না।

আজানের মধুর আহ্বান ভেসে আসছে। মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। সেই ভোরবেলা থেকে হেঁটে হেঁটে উনারা পাবনা শহর থেকে নগরবাড়ী ফেরিঘাটে এসে পৌঁছেছেন। দিন আর রাতের মাঝে এক অদ্ভুত সময়ে মাগরিবের আজান দেয়। সমগ্র চরাচর ঢেকে যাবে এক অদ্ভুত আঁধারে। আলো আর আঁধারের মাঝে অদ্ভুত এক সময় এই সন্ধেবেলা। উনি ভাবলেন তিনি নিজেও এক অদ্ভুত সংকটে আছেন। জীবন আর মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন উনি; দিগন্তের দিকে তাকালে অথৈ জল। উনি অবাক চোখে সেই জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন খড়কুটো আঁকড়ে হলেও আজকে জীবিত ফিরতে হবে।

দশ জনের মিলিটারি একটা দলের সঙ্গে এতক্ষণ এসেছেন। দেখলেন ওদের সঙ্গে আরেকটা বড় দল এসে যোগ দিল। গুলির বাক্সগুলো দুইটা স্পিড বোটে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিল ওরা। বেশিরভাগ পাকসেনা এখন স্পিডবোটের কাছে। পুরোনো দলের বেশিরভাগ সৈন্য ওই স্পিডবোটে উঠেছে। নতুন যারা এসেছে তারা এখন অধ্যাপক আর তার সহকর্মীকে পাহারা দিচ্ছে।

বোটে উঠে যাওয়ার সময় অধ্যাপক আর তার সহকর্মীকে দেখিয়ে কী একটা ইশারা করে গেল সেনা দলের একজন। অধ্যাপক বুঝতে পারছেন ওনার অন্তিম সময় নিকটে।

মাগরিব আর এশার মাঝামাঝি সময়ে ওনার স্রষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। শুকনো মাটি হাতে তুলে নিয়ে তায়াম্মুম সেরে নিলেন। মনে মনে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ছবি আরেকবার দেখছেন।

স্পিডবোট প্রায় দশ মিনিটে চোখের আড়াল হলো। সঙ্গে সঙ্গে নতুন দলের একজন সেনা এগিয়ে এল তাদের দিকে। এসে বলল ওনাদের পালিয়ে যেতে। ওরা বলল যাওয়ার আগে ওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন এই দুই বাঙালিকে গুলি করে মেরে নদীতে লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

আর কখনো ওদের দেখলে গুলি করে মারবে। নতুন সেনাদল পাকিস্তানের বেলুচিস্তান থেকে এসেছে। ওদের কথা অনুযায়ী পাঞ্জাবি পাকিস্তানিরা ওদেরও শোষণ করছে। তাই ওদের দয়া হয়েছে এই দুই নির্দোষ মানুষের ওপর। অধ্যাপক হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে আছেন।

মাগরিবের পবিত্র ওয়াক্তে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন সৃষ্টিকর্তা। উনি ভাবলেন পরম করুণাময় ওনার মুক্তির উপায় তখন নদীপথেই পাঠিয়েছেন। উনি আর ওনার বন্ধু প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালালেন।

সারা রাত সফর করে পরদিন দুপুরে মুক্তাগাছায় পৌঁছলেন, যেখানে নিরাপদে আছেন তাঁর স্ত্রী আর সন্তানেরা। তিন পুত্র-কন্যাকে নিয়ে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় মনে হলো, স্রষ্টা ওনাকে দ্বিতীয় জীবন দান করেছেন।

পরিশিষ্ট:

আমি যখন এই লেখাটি লিখছিলাম তখন টরোন্টোর একটি পত্রিকার হেডলাইন ছিল—বেলুচিস্তানের একজন মানবাধিকারকর্মী করিমা বালোচকে নৃশংসভাবে হত্যা করার সংবাদ। বেলুচিস্তানের স্বাধীনতাপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়েছে অনেক দেশ। আমাদের একটি পতাকা, মানচিত্র আর নিজেদের ভাষা আছে।

উপরের লেখাটি আমার জবানিতে আমার নানার জীবনের গল্প। আমার নানাভাই প্রয়াত অধ্যাপক আবু সাঈদ ফিরে এসেছিলেন। ওনার দ্বিতীয় জীবন প্রাপ্তির গল্প আমাকে শুনিয়েছেন। ওনার মুখে আমি শহীদ আনোয়ার পাশা, শহীদ অধ্যাপক জি সি দেব, আরও অনেকের গল্প শুনেছি। যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এই দেশ পেয়েছি। জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। ■

গল্প

বুকের মাঝে বাংলাদেশ

দিলরুবা আহমেদ

সারা খুব লম্বা মেয়ে। লিকলিকে শুকনো। মাথায় সব সময় কাপড়ের টুপি পরে থাকে। চুল ঢেকে রাখে ধর্মীয় কারণে। সেও মুসলমান। অন্য দেশীয় মুসলমানেরা কেমন হয় জানার সাধ ছিল নিহার অনেক দিনের। এখন সারাকে পেয়ে সে বেশ পর্যবেক্ষণে মত্ত। একটা সরকারি স্কলারশিপে নিহা বেশ কিছুদিন হয় আমেরিকায় এসেছে। যতটুকু পারা যায় পড়াশোনার ব্যস্ততার মধ্যেই সে জেনে নিতে চায় অচেনা অজানা এই মহাদেশটিকে।

অবাক হয়ে চারদিক দেখে নিহা। কত দেশের কত রকমের মানুষের যে বসবাস এখানে! হরেক রকম মানুষ। লাল, শাদা, গোলাপি, বাদামি, কালো। যেন এক খিচুড়ি নিবাস। একেকজনের উৎপত্তিস্থল একেক মহাদেশে। আদি আর অন্তের দূরত্বই যোজন যোজন। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে সংগৃহীত হয়েছে যেন এইসব মানব স্যাম্পল। তারপরে চানাচুরের বক্সে ভরে এক মহা ঝাঁকুনি। ঝাঁকুনির চোটে সোমালিয়ান সারাও এখন আমেরিকান হয়ে গেছে। কোথায় সেই আফ্রিকা মহাদেশ আর কোথায় এই আমেরিকা!

অলংকরণ : মোস্তাফিজ কারিগর

ওয়াশিং রুমে কাপড় ধুতে গিয়ে সারার সঙ্গে নিহার আলাপ। সারার একটা কোয়ার্টার কম পড়েছিল কাপড় ড্রাই করতে। নিহা বদান্যতা দেখাল। একটা কোয়ার্টার দিল সারা-কে। নিহা অবশ্য প্রায়ই শোনে, আমেরিকাতে কেউ কাউকে এক পাই-পয়সাও ধার দেয় না।

সে আরও চব্বিশ পয়সা বেশি দিয়ে নিয়মভঙ্গের আনন্দে সারা-র দিকে চাইল।

সারা তার একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমি সারা, আসল নাম জয়নব আব্দ্রেন।

মুসলিম ?

ইয়াহ। আর ইউ ফ্রম ইনডিয়া ?

নো, বাংলাদেশ।

কোথায় এই দেশ ?

নিহা নিজের বুকের দিকে ইশারা করল, এখানে, বুকের মাঝে।

সারা হো হো করে হেসে উঠল।

নিহা তার অভিজ্ঞতায় জেনেছে, বুঝেছে, বাংলাদেশকে প্রথমত, কেউ চেনে না। চেনাতে হয় ইন্ডিয়ার লেজ ধরে। দ্বিতীয়ত, চিনলেও চেনে গরিব একটা দেশ হিসেবে।

এখন সে আর চেনায় না। তার বাংলাদেশকে সে বুকের মাঝে রেখে দিয়েছে।

সারা হাত উঁচিয়ে দূরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট দেখাল। বলল, এক হাজার চব্বিশ নাম্বার দরজাটা আমার, এসো।

চলে যেতে গিয়েও ফিরে চেয়ে বলল, তোমার বুকে করে বাংলাদেশকেও নিয়ে এসো। আমার ঘরে তারও জায়গা হবে। তোমার দেশের গল্প শুনব।

নিহার এখন আর নিজের দেশের গল্প কাউকে বলতে ইচ্ছে করে না। সবাই ভাব করে যেন কোনো এক দারিদ্র্যপীড়িত, দুর্নীতিপরায়ণ দেশ থেকে সে উঠে এসেছে।

একদিন ক্লাসে অন্য দেশের এক বান্ধবী লাকোনসিয়া বলেছিল, তোমাদের জাতীয় সংগীতটা আমাকে লিখে দাও।

কেন ?

আমার হবি। সব দেশের জাতীয় সংগীত কালেক্ট করব, তারপর বই বের করব। আইডিয়াটা কেমন ?

ভালো, তবে পুরোনো। আমার ধারণা এই জাতীয় বইপুস্তক বাজারে প্রচুর আছে।

এ কথায় একটু বিরক্ত হয়েই লাকোনসিয়া বলল, আমাদের দেশে নেই। আমিই প্রথম ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি।

তার বিজ্ঞ চিত্ত মুখভঙ্গির দিকে চেয়ে নিহা মুখ টিপে হাসল। লিখতে লিখতে বলল, যে দেশের জাতীয় সংগীত সেই দেশের মানুষের হাতের লেখাসহ জাতীয় সংগীতটা ছাপালে কিছুটা অসাধারণ হবে। ভেবে দেখো।

সে রকমই কিছু ভাবছি। তবে আমার ভাবনাটা পুরোপুরি ফাঁস করতে চাচ্ছি না। পাছে কমন হয়ে যেতে পারে।

কথাটা শেষ করেই লাকোনসিয়া যে রকম একটা দৃষ্টি ছড়াল চারদিকে, তাতে নিহার হাসিটাই আকর্ণ বিস্তৃত হলো। হাসতে হাসতেই লিখে দিল, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। ট্রান্সলেটও করে দিল।

তাই দেখে লাকোনসিয়া অবাক হয়ে বলল, তোমার দেশ তো গরিব। সোনার বাংলা বলছো কেন ? এই গান কে লিখেছেন ?

রাগে নিহার চোখে পানি এসে গিয়েছিল প্রায়। জবাব দিল, আমরা গরিব না। আমরা খুব ধনী। যিনি এই গান লিখেছেন তিনি একজন নবেল লরিয়েট।

লাকোনসিয়া খুবই অবাক হয়ে তার চোখে পানি আসা আর না পড়তে দেওয়ার কারুকাজ দেখল। এক সময় বলল, সরি, আমি বোধহয় তোমাকে কষ্ট দিয়েছি।

অপমান করেছো।

লাকোনসিয়া হাসতে হাসতে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, না, কে বলে তোমরা গরিব ? তোমাদের যা আছে অমন কি সবার, সব দেশের থাকে ? এত ভালোবাসা!

সেই থেকে বাংলাদেশ আছে নিহার বুকের মাঝে। পরিচয় করায় না এর। আগলে রেখেছে। সব আঘাতের বাইরে থাকবে তার দেশ।

সারার বাসায় এই দেশ নিয়ে আলোচনায় সে কখনোই যাবে না। সারা জানে না, বুঝবেও না, সকল দেশের রানি সে যে তার জন্মভূমি।

পরের সপ্তাহেই রোজা শুরু হলো।

সারাই কিছু ইফতারি নিয়ে হাজির হলো নিহার অ্যাপার্টমেন্টে। এক রুমের অ্যাপার্টমেন্ট। স্টুডেন্ট লাইফে যেমন হওয়ার কথা তেমনই। রান্নাবান্নার জোগাড়যন্ত্রও সামান্যই তার।

সারার আনা এত রকমের ইফতারি তাকে মুগ্ধ করল। সারা এনেছে সমুচা। আশ্চর্য সারার দেশেও সমুচার চল আছে! দেখতেও একই রকম, খেতেও একই রকম মজা। আশ্চর্য দুই দেশের রান্নায় এত মিল হয়, অথচ দুটো ভিন্ন মহাদেশে দুটো দেশের অবস্থান। শুধু লুডলস রেঁধে এনেছে অদ্ভুতভাবে।

চাকচাক খাসির মাংস রেঁধে সিদ্ধ নুডুলসের সঙ্গে সাজিয়ে রাখা। আলুও ভেজে একপাশে দেওয়া আছে। তবে খেতে ভালোই লাগছে। ভিন্ন দেশে স্বদেশি খাদ্যের খোঁজাখুঁজি চলল কিছুক্ষণ।

এক সময় সারা বলল, তোমাদের দেশে নাকি ছেলে কিনে নেয় বিয়ের জন্য ?

নিহা অবাক হয়ে বলল, কই, সে রকম তো কোনো মার্কেট নেই!

হি হি করে হেসে সারা বলল, আমি শুনেছি ইনডিয়াতে নাকি এ রকম হয়। অনেক টাকা-পয়সা দিয়ে মেয়ের বাবারা ছেলেদের কিনে নেন। সোনাও দেয় প্রচুর।

হয়তো ইন্ডিয়াতে হয়, আমাদের দেশে সে রকম কোনো ঘটনা ঘটে না। ছেলেরা খুবই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। তারা সে রকম করে না।

সারা খুব অবাক হয়ে বলল, তাই ? আমি যে অন্য রকম শুনলাম।

ভুল শুনেছো।

সারা আরও কিছুক্ষণ বসল। হয়তো আরও কিছুক্ষণ বসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আড্ডা আর জমল না। এক সময় সে তার বাসায় চলে গেল।

সেই রাতে পঁচিশ বছরের নিহা আনমনে জীবনে প্রথম অচেনা-অজানা কিছু যুবককে একটা চিঠি লিখতে শুরু করল অযাচিতভাবেই।

> বাংলাদেশের ছেলেরা, তোমরা কি জেগেছো ? এখন তো ওখানে দিনের আলো। রাত আছে আমার কাছে, আমার আকাশে। তারপরও কি তোমরা ঘুমাচ্ছ ? তোমাদের যে জেগে উঠতে হবে, আমার একটা প্রশ্ন ছিল তোমাদের কাছে। আচ্ছা, বলো তো, এমন দিন সত্যিই একদিন আসবে না, যখন সবাই বলবে আমি সত্যবাদী! সোনার বাংলাদেশের প্রতিটি ছেলেই সোনায় গড়া। সোনা দিয়ে তাদের মুড়তে হয় না শ্বশুর দেশের লোকদের। সেই দিন কবে হবে ? কবে সেই দিনে দাঁড়িয়ে আছি ভেবে আমি অসীম গর্বে তাকাব বিশ্বের দিকে ?

চিঠি লেখা শেষ করে না নিহা। এ পর্যন্ত লিখেই ছিঁড়ে ফেলে।

মাটির এ পৃথিবীতে স্বর্গীয় কিছু সে শুধু এখন ভাবে মনে মনেই, কল্পনাতেই।

আজ থেকে ছয় বছর আগে শুধু যৌতুকের জন্যই যে তার বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল—এ কথাটা সারাকে সে কোনোদিন জানাবে না, প্রাণ গেলেও না। এ তার দেশের জন্য বড় লজ্জার কথা। এই কলঙ্ককথা থাক শুধু তার জন্য। ■

The Dream I Love

Mustafa Kamal

Sail in glittering wind, feather light wooden bay,
Monster waves I dance blind, pass night and day.
Misty fog kisses, distant lighthouse, warns traveler,
Stay away, rough coral reef, don't come nearer.

Majestic white Magnolia, in deep green dresses,
Floats in my dreams, like raindrops and kisses.
Stains in touches, bumble bees sing melodies,
Love filled pollens, sweet caresses, devotees.

Swing me high mama, girl in polka dot dresses,
Mama laughs in satin, her beauty smashes.
The setting sun dances in fireflies' lantern,
Lullaby dreams, waterfall mists strokes burn.

Wow unto those who knows, but foster lie,
Bountiful sustenance, Lord provides to live by.
From deep blue ocean, spitting foams shores,
Like twinkling stars, my dream twirls and roars.

Closer than Jugular Vein, He watches every move,
Dreamless sleep, my soul dances symphony groove.
The angels knock, call for prayer everywhere,
To my Lord, I must return, one day, soul bare.

Professor Emeritus
July 27, 2023: Dallas, Texas

অলংকরণ : লক্ষন চন্দ্র নাথ

কবিতা

চিরন্তন কাব্যের পটভূমি

সাগর আহমেদ

ভালোলাগা, ভালোবাসা, প্রেম,
চিরন্তন কাব্যের এ পটভূমি নিয়ে ভাবতে ভাবতে
জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলেম!
আবার যদি কখনো তার সাথে হয়ে যায় দেখা!

নতুন করে লেখা হবে অমর প্রেমের চিরন্তন কাব্যলেখা!
যে সময় যায় সে কি শুধুই চলে যায়!
রেখে যায় আনন্দ-বেদনার কত শত কথা
হারানো দিন ফিরে নাহি আসে,
বারবার বহুবার ফিরে আসে তার স্মৃতির মমতা।

মনোভূমি

এইচ এস মোজাদ্দাদ ফারুক

উপরে ঘন কালো মেঘরাশি ঝরায় অঝোর বর্ষণ,
দেখিতে কি পাও বিজলি চমক, শোনো বজ্রগর্জন।
ক্ষণ পরে দেখো রহস্যময়ী মোনালিসা হাসি,
প্রকৃতি করিছে আহ্বান, কহে ভালোবাসি ভালোবাসি।

চক্ষু মুদিয়া দেখো, কল্পনার আঁখিতে,
উপত্যকা, গিরিখাত, রয়েছে মনোভূমিতে।
আছে মসৃণ বেলাভূমি, ঝরনা, অপরূপ স্রোতধারা,
দেখিতে কি পাও গহিন অরণ্য পর্বত চূড়া ?

কেন করিছ কেবলই আকুলি-বিকুলি বন্ধু,
বেলা শেষ, বিহ্বল চিত্ত, সম্মুখে অথৈ সিন্ধু।

এ উদ্যানে, এদিন আর সেদিন

চৌধুরী সালাহউদ্দীন মাহমুদ

উত্তরীয় গলায় জড়াতেই পড়ল হাততালি
হলো একপ্রস্থ শুভেচ্ছা-ভাষণ
যথারীতি ফেব্রুয়ারির কবিতা আবৃত্তি
মোড়ক উন্মোচন তো হয়েই গেল
অতঃপর গ্রন্থটি বিকোবে বর্ণমালার হাটে।
হাজারো পদচ্ছাপে মলিন হবে পবিত্র এ উদ্যান
সেদিনও এ উদ্যান কেঁপেছিল জনতার ক্রোধে
আর কবিতা শোনার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায়
কবি শোনালেন স্বাধীনতার কবিতা এই তো এখানেই
আর প্রমিথিউস হয়ে ছড়ালেন আগুন
তা জ্বলল ছাপ্পান্ন হাজারের এ ভূমিতে
জ্বলে সব শুদ্ধ হলো, মুক্ত হলো।
ফেব্রুয়ারির বিষণ্নতায় আজ জাগে জন্মস্মৃতি
স্মৃতি-মোহর হয়ে
জীবনানন্দের ম্লান স্তম্ভ তা নয়
এ যে স্বাধীনতাস্তম্ভ
মাথা তুলে ছড়াচ্ছে উদ্যানে দীপ্ত আলো
প্রহরী হয়ে দেখে এ উদ্যানকে, স্বদেশকে
পাঁচ দশকেই ম্লান হলো প্রগাঢ় সবুজ ?
বর্ণমালাই ফিরিয়ে আনবে ক্ষয়িত সবুজ।

অলংকরণ : মোস্তাফিজ কারিগর

আকাশ আর সূর্য

মোহাম্মদ আলী মানিক

সূর্য আর আকাশে
আজ আবার ঝগড়া বেঁধেছে।
আষাঢ় এলেই ঝগড়াটা বেড়ে যায়,
সকালে কী সুন্দর খেলছিল ওরা পূর্বকোণে
অভিমানী সূর্য আড়ি নিয়ে সেই যে ডুব দিল,
তার আর দেখা নেই।
আর আকাশও মুখ কালো করে দিব্যি বসে আছে,
নড়াচড়ার কোনো বালাই নেই
মেঘেরা দলবেঁধে শাদা পতাকা নিয়ে আকাশকে বোঝাচ্ছে
কেউবা গেল সূর্যকে বুঝিয়ে আনতে
নরম মনের আকাশ নিজেকে আর সামলাতে না পেরে
মেঘেদের জড়িয়ে ধরে শুরু করল কাঁদতে,
সেই অভিমানী কান্না কখনো থেমে থেমে
কখনো-বা চলল অঝোরে মেঘের গর্জনে।
কান্না থামতেই সূর্য চুপি চুপি এসে
মিষ্টি আলোর রেশ চারিদিকে ছড়িয়ে
আকাশকে জড়িয়ে ধরল হাসিমাখা মুখে।

সঞ্জীবন

অনামিকা খান

অধরার প্রান্ত ছুঁয়ে চন্দ্র প্রভায়, সে ছিল কুহক মিছিলে,
অতঃপর
কবিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে,
সেখানে আলোর ভেতর এক নদী!
দিগন্ত থেকে ভেসে আসে ডাক, জন্মান্তরে চলে গেছে পথ,
পরিযায়ী আমি, সেই অমরত্বের প্রস্রবণে, খুলে ফেলি গ্লানির জড়োয়া,
ছুড়ে ফেলি দাসত্বের ঘুঙুর, দ্বিধার ক্রুশ।

শরীরের বন্দিত্বই মুক্তির সীমানা ?
এই তোমার সার্বভৌমত্ব ?
হে ত্রিকালজ্ঞ! নিয়ে নাও এই অসার রাজ্যপাট,
যত বিকৃত পরাগায়ন, শাণিত খড়্গের সন্তাপ।
নক্ষত্রেরা অলীক হলেই-বা কী আসে যায় ?
তার চেয়ে পাখিজন্ম ভালো।
খুলে দাও, পাখিরা প্রবেশ করুক অলিন্দে,
আরও একবার এ শরীর নদীর মতো হোক,
আঙুলে জড়িয়ে থাকুক আধো উচ্ছ্বাস,
আছড়ে পড়ুক ঢেউগুলো, গল্প হোক সমুদ্রের সাথে,
কেতকীর সৌরভে শব্দগুচ্ছ সুরভিত হোক,

আমারও শিখর ছুঁতে লোভ হয়।

হাইবারানথারানমারাঙ্গো

কমডোর শফিক

‘হাইবারানথারানমারাঙ্গো’ হলো ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে বড় শব্দ! বড় হয়ে বহুবার এই শব্দটি ডিকশনারি, এনসাইক্লোপিডিয়া ও থিসরাসে ঘেঁটেছি। কিন্তু ‘HIBARANTHARANMARANGO’ এই বিদঘুটে শব্দ কোথাও খুঁজে পাই নি।

উনিশশো ষাট সালের ঘটনা। সেবছর আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। ক্লাসে সতেরো জন ছাত্রছাত্রী। বাদিয়াখালী হাই স্কুল ও প্রাইমারি স্কুল একসাথে। অজপাড়াগাঁর স্কুল। সেকালে খুব কম ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করত। স্কুলের ইতিহাসে প্রথমবার বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমি সিলেক্ট হয়েছি। এলাকায় আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। বৃত্তি পরীক্ষা আসলে কী সেই সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আনু আমার মামাত ভাই ও সহপাঠী।

সে বলল যে, আমাদের স্কুল থেকে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে ভেলাকোপা প্রাইমারি স্কুলের এক পণ্ডিতমশাই আমার টেস্ট নেওয়ার জন্য রেল গুমটিতে ওঁত পেতে থাকেন। টাক মাথা কুঁজো পণ্ডিতের এক চোখে ছানি পড়া। থুতনিতে ‘হো চি মিন’ টাইপ দাড়ি আর হাতে বেতের বাঁকা লাঠি। পণ্ডিতের চেহারা-সুরতের বর্ণনা শুনে আমি রীতিমতো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। বাড়ি থেকে স্কুল আধা মাইল পথ। মাঝপথে রেল গুমটি। পণ্ডিতের ভয়ে সোজা রাস্তা বাদ দিয়ে দূর দিয়ে ঘুরে ঘুরে রেললাইন ধরে, এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে পথ চলি। আমার আজও মনে পড়ে—সেদিনটা ছিল সোমবার। স্কুল ছুটির পর দৌড়ে বাড়ি ফিরছিলাম। পণ্ডিতের কথা ভুলেই গেছিলাম। রেললাইনের ওপর দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন আমার বাম হাত ধরে ফেলল, ‘ইউরেকা! ইউরেকা!’

কী ভাষারে বাবা, জীবনে শুনি নাই! ভয়ে ভয়ে পিছনে নজর ফেরাতেই দেখি, আনুর বর্ণনার সেই পণ্ডিতমশাই। কোনো ভূমিকা নেই। সোজা প্রশ্ন করলেন, ‘বলো তো, শজিনার ইংরেজি কী ?’

শক্ত করে আমার বাম হাত ধরে আছেন, আবার সেই প্রশ্ন, ‘বলো, শজিনার ইংরেজি কী ?’

আমি বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। একে তো ভয়, তায় এমন প্রশ্ন, আমার জ্ঞান হারাবার উপক্রম। কেন জানি, আমার দুচোখ দিয়ে টপটপ করে পানি ঝরতে লাগল। পণ্ডিতমশাই ব্যঙ্গ করে বললেন, ‘পারে না, আবার কাঁদে!’ তাহলে বলো দেখি, ‘কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা মানে কী ?’

সোমবার হাটের দিন। দুপুর থেকেই দূরদূরান্তের লোকজন স্কুলের পাশে নুরুলগঞ্জ হাটে বেচাকেনার জন্য আসে। এসময়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন জড়ো হয়ে এই তামাশা দেখছে। আমি লজ্জায় দুঃখে মাথা উঁচু করতে পারছিলাম না। পণ্ডিতমশাইর সে কী বাহাদুরি, “শজিনার ইংরেজি ‘হাইবারানথারানমারাঙ্গো’, এটি ইংরেজির সবচেয়ে বড় শব্দ। আর বাংলার বড় শব্দ হলো ‘কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা’, এর অর্থ হলো ‘হতভম্বতা’। বুঝেছ হে ?”

বার্ষিক পরীক্ষার একমাস আগে বৃত্তি পরীক্ষা। বাংলা, ইংরেজি এবং অঙ্ক পরীক্ষা হবে। সমস্যা হলো, সেসময়ে আমাদের স্কুলে ক্লাস ফাইভে ইংরেজি ছিল না। আমার বড়বোন রংপুর গার্লস স্কুলে ক্লাস টেনে উঠেছে। স্কুলের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। বড়বুবু বলল, 'নো চিন্তা, আমি তোকে ইংরেজি শিখাব।' বড়বুবু সকাল-বিকাল ইংরেজির সবক দিতে লাগল। গাইবান্ধা শহরে পরীক্ষা হবে। অজপাড়াগাঁয়ে থাকি, শহরে গিয়ে পরীক্ষা দিব, সেই আনন্দে আমি উত্তেজিত। তিন মাস পর গাইবান্ধা মডেল স্কুলে পরীক্ষা হলো। কী সুন্দর স্কুল, কী সুন্দর সেই স্কুলের বিল্ডিং! আর আমরা পড়ি ভাঙাচোরা টিনের ছাপড়া স্কুলে। সকালে বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষা এবং বিকেলে অঙ্ক। বাংলা প্রশ্নের নিচে ইংরেজির মাত্র একটি প্যারাগ্রাফ; দেখে দেখে প্রশ্নপত্রের নিচেই লিখতে হবে। আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম প্রতি মাসে পাঁচ টাকা। 'হো চি মিন' দাড়িওয়ালা পণ্ডিতমশাই আমার মাথায় হাত রেখে অনেক দোয়া করেছিলেন।

'হো চি মিন' পণ্ডিতমশাই প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং ইংরেজি-বাংলার অনেক কিছু শিখাতেন। যেমন, 'Big big monkey Big big belly, Lanka jumping melancholy অর্থাৎ বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লঙ্কা যাইতে তারা মাথা করে হেঁট।' 'I saw a saw with a saw to saw a tree অর্থাৎ আমি একজন করাতিকে করাত দিয়ে গাছ কাটতে দেখলাম।' 'মনে হয় কড়ি করি, ভেবে দেখি হয় হয় না' ('কড়ি' মানে হাতি আর 'হয়' অর্থ ঘোড়া।)

'হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়; হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায় অর্থাৎ পানির উপরে পদ্মপাতা, পদ্মফুল শোভা পায়; সাপকে দেখিয়া ব্যাঙ পানিতে লুকায়।' আরও কত কী, অনেককিছু ভুলেও গেছি।

প্রাইমারিতে প্রায় সকল পণ্ডিতগণ মাইনর পাশ অর্থাৎ সিক্স বড়জোর এইট পাশ হলেও তাঁরা ছিলেন জ্ঞানী এবং সত্যিকার অর্থে মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়াশোনার খোঁজখবর নিতেন। সেই আমলে টিউশনির খুব চল ছিল না। বরং দূরদূরান্তের শিক্ষক এবং ছাত্ররা স্কুলের ধারেকাছে লজিং থাকত। সেকালের শিক্ষকরা আজকালকার মতো কমার্শিয়াল ছিলেন না। ক্লাস ফাইভে আবুল পণ্ডিত ইতিহাস পড়াতেন। তিনি আমার মা-এরও পণ্ডিত ছিলেন। আদম-হাওয়া থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসুল, ফেরাউন, নমরূদ, প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ, আর্যযুগ, মুঘল সাম্রাজ্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব কেচ্ছা-কাহিনি মজা করে শোনাতেন। 'সোনালি যুগের কাহিনি' ইতিহাস বইটি কোনোদিন খুলেও দেখি নি। আবুল পণ্ডিত সারা দিন দাঁতের ফাঁকে খইনি গুল (তামাক) রাখতেন। ফলে তাঁর সেই দাঁতটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল। আর অঙ্ক শেখাতেন নবদ্বীপ পণ্ডিত। 'যাদবের পাটিগণিত' তাঁর নাকি মুখস্থ। যাদবের পাটিগণিত বইটি কেমন, কখনো দেখি নাই। নবদ্বীপ পণ্ডিত ভীষণ রাগী; চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল টুকটুকে আর হাতে সব সময় একটা কঞ্চির বেত থাকত। মজার বিষয় হলো, নবদ্বীপ পণ্ডিত প্রতিদিন ছুটির পর স্কুলের পাশে বাজারে মাটিতে বস্তা বিছিয়ে তাস দিয়ে জুয়া খেলতেন এবং গাঁজার নেশা করতেন, আফিম খেতেন। এ নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

সিক্সে উঠে আমি উর্দু নিলাম। মৌলভী সেরাজুল হক স্কুলের উর্দু শিক্ষক। তিনি সম্পর্কে আমার নানা এবং চৌদ্দ জামাতের বড় ইমাম। তিনি তিন তিনটি বিবাহ করেছিলেন। শুনেছি, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর বেহেশত পাকাপোক্ত করতে হিন্দুমেয়ে অর্থাৎ কাফেরকে ধর্মান্তরিত করে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ। সেই আমলে মৌলভি সেরাজুল হকের মতো এত বড় আলেম অত্র এলাকায় বিরল। তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাছে অনেক শ্লোক শোনা। যেমন—জ্ঞান আহরণ করতে হলে পাঁচটি অনুশীলন প্রয়োজন, 'কাকহ তৃষ্ঠা, বকহ ধ্যানও, অল্প আহারি, গৃহ ত্যাগী, শয়নহ নিদ্রা; তথৈ বচন পঞ্চলঞ্চন পণ্ডিতহ।' আর কোনো অনুষ্ঠান পণ্ড করার জন্য হাস্যকর শ্লোকটি হলো,

'শ মে সূর, হাজারো মে কানা,
সোয়া লাখো মে ইচেদানা,
ইচেদানা কহে পোকারো,
কনঝাটসে রহো হুঁশিয়ার।'

(শব্দার্থ : সূর—ল্যাংরা, ইচেদানা—ট্যারা, পোকারো—চিৎকার, কনঝাট—কটাচোখ)।

মৌলভি নানার ক্লাসে একদিন কান মলা খেয়ে সোজা আরবি ক্লাসে যোগ দিই। পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সনে নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে উর্দু না জানার জন্য খুবই কষ্ট হতো। সে কাহিনী না-হয় আরেকদিন বলব। আরবি ক্লাসে মৌলভি মান্নান সাহেব সারাবছর আমাদের মুখস্থ করিয়েছিলেন, 'বালাগাল উলা বি-কামালিহি, কাশাফাত দুজা বি-জামালিহি, হাসুনাত জামিও খিসালিহি, সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি।' অধুনা জানতে পারি যে, এটি বিখ্যাত ফারসি কবি শেখ সাদির রচিত, কোনো আরবি দোয়া নয়। বরং অনেক আলেম-ওলামার মতে, এতে নাকি শিরক বা নাজায়েজ অর্থ আছে; সে আলোচনায় আমরা নাইবা গেলাম।

উনিশ শ পঞ্চাশ-ষাট সালের অবস্থা বলছি। কৃষিব্যবস্থা ছিল অনুন্নত, একেবারে মান্ধাতা আমলের। লাঙ্গল-মই আর একজোড়া হালের গরু দিয়ে জমি চাষ হতো। দরিদ্র কৃষকের সীমাহীন পরিশ্রম ও প্রচুর সময় লাগত। বৃষ্টি নাহলে জমি চাষ হতো না। আকাশ পানে তাকিয়ে থাকত চাষিরা। গ্রীষ্ম-বর্ষায়

অতি খরা, অতি বৃষ্টি, বন্যা তো আছেই। আবার শীতে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। সেসময় উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত। খাদ্যাভাবে মানুষ মারা যেত। বাংলাদেশে কৃষিব্যবস্থায় উন্নয়নের গোড়াপত্তন উনিশ শ ছিয়াত্তরের সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে। তখন থেকে যান্ত্রিক সেচ ও চাষব্যবস্থা, হাইব্রিড বীজ ও সার সরবরাহের সূচনা হয়। শিক্ষকদের কথা বলছিলাম। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হতদরিদ্র, অনেকে ভূমিহীন। কিন্তু দুঃখ-কষ্টের কথা তাঁরা কখনো মুখ ফুটে বলতেন না। ভেলাকোপার 'হো চি মিন' পণ্ডিতমশাই ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন! সেই করুণ পরিণতির কথা বহুদিন পরে জানতে পারি। তখন তাঁর বয়স কত হবে ? আশি বা নব্বই উর্ধ্ব। তিনি মানুষ গড়ার সার্থক কারিগর ছিলেন। কিন্তু জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিলেন! কোথায় সমাজ, কোথায় রাষ্ট্র, কেউ তো এগিয়ে আসে নি ? শুধু তামাশা দেখেছে আর কেচ্ছাকাহিনি বানিয়েছে!

উনিশ শ আটানব্বই সালের ঘটনা। মার্চ মাসের শেষাশেষি। শীতের শেষ। তখনো প্রচণ্ড শীত। আমি সপরিবার গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সকাল আটটা বাজে। অজোবুদ্দি আমাকে ডাকছে, 'মামা, ও মামা, ওটো বাহে। বাড়িৎ মেহমান আচ্চে।' অজোবুদ্দি আমাদের বাড়িঘর ও জমিজমা দেখাশোনা করে। এই প্রচণ্ড শীতে এত সকালে কে আসতে পারে! গায়ে সোয়েটার চাদর জড়িয়ে শীতে কোঁকড়া হয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখলাম, আমার শ্রদ্ধেয় মান্নান মৌলভি সাহেব। আমি সালাম দিলাম। তিনি সোফায় বসেছিলেন। দুহাত আমার দিকে প্রসারিত করে সালামের উত্তর দিতে দিতে বললেন, 'কোথায় বাবা তুমি ?'

'স্যার, আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না ?'

'শফি...! বাবা, আমি তো অন্ধ! দারুণ অভাব-অনটনে আছি। তোমার কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতছি।'

মধু খলিফা (দর্জি) পাশে বসা, মান্নান মৌলভি সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মৌলভি স্যারের বাড়ি কুমিদপুর গ্রামে, আমাদের বাড়ি থেকে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে। অল্প কিছু জমিজমা থাকলেও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। তাঁর কাছে জানতে পেলাম যে, বছরখানেক আগে গাইবান্ধায় অপারেশন করতে গিয়ে চোখ দুটো নষ্ট হয়। বাধ্য হয়ে সুচিকিৎসার জন্য রংপুর হাসপাতালে যান। সেখানেও কোনো সুফল পান নি। আমার কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য এসেছেন। হায়রে, তাঁর এই দুর্গতি! দুঃখে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। গ্রামের বাড়িতে গেলে কিংবা আমার চাকরিস্থলে এলাকার অনেকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আসেন চাকরি, চিকিৎসা অথবা অর্থ সাহায্যের জন্য। যথাসাধ্য চেষ্টা করি। আমার দুর্ভাগ্য যে, সাধ থাকলেও আমার সাধ্য ছিল না। তাঁর দুঃখের কাহিনি শুনে বললাম, 'স্যার, এমনভাবে বলবেন না। আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমার চোখ ফুটিয়েছেন। আমার সাধ্যমতো আপনার জন্য করব, ইনশা আল্লাহ।' তাঁকে আমার বুকে জড়িয়ে ধরলাম, 'আপনাদের চেষ্টা ও দোয়ায় আজ আমি এই অবস্থানে।' কিছুতেই আমার কান্না আটকাতে পারছিলাম না। আর ওই মুহূর্তে কেন জানি 'হো চি মিন' দাড়িওয়ালা পণ্ডিতমশাইর চেহারাটা আমার চোখে ভাসছিল! আমি মধু খলিফাকে বললাম, 'স্যারকে নিয়ে যত শীঘ্র ঢাকা আসেন। খরচের জন্য চিন্তা করবেন না। সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আল্লাহ মালিক, একবার শেষ চেষ্টা করি।'

আমি সেসময় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ডিজি। ঢাকায় ফিরে কোস্ট গার্ডের মেডিকেল অফিসার সার্জন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সলিমুল্লাহর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সিদ্ধান্ত হলো ইসলামি চক্ষু হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর। সাংসারিক দায়দায়িত্ব ইত্যাদি ফয়সালা করে তিন-চার মাস পর ৭ জুলাই মান্নান মৌলভি সাহেব ঢাকা এলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশন শেষে জানান যে, মৌলভি সাহেবের ডায়াবেটিস খুবই বেশি এবং বহুবার ছোটখাটো হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর চিকিৎসা ডায়াবেটিক হাসপাতালে করানো সমীচীন হবে। সেভাবেই ব্যবস্থা নেওয়া হলো। সমস্যা হলো, ১১ জুলাই তারিখে 'কোস্ট গার্ড মোংলা স্টেশন'-এর কমিশনিং। ওইদিন মান্নান মৌলভি সাহেবের চোখের অপারেশন হবে। চিন্তায় পড়ে গেলাম, অপারেশনের সময় আমি তাঁর পাশে থাকতে পারছি না। কোস্ট গার্ড স্টেশন মোংলার কমিশনিং অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতি অনিবার্য। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় স্বয়ং প্রধান অতিথি। আমাদের মেডিকেল অফিসারকে বললাম, 'ডাক্তার, যা যা করণীয় তুমি তা-ই করবে। নামাজ-রোজা, ইসলামি আদবকায়দা উনি আমাদের শিখিয়েছেন। ওনাদের দোয়ায় আমরা মানুষ হয়েছি। কোনো অবহেলা করবে না।' আল্লাহর রহমতে সফল চিকিৎসায় মান্নান মৌলভি সাহেবের ডান চোখ ভালো হয়।

প্রায় সাত-আট বছর পরের ঘটনা। আমি চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত। শিমুলতাড়ীতে আমাদের পৈতৃক কৃষি খামার। অজোবুদ্দি ও আমি গাছপালার তদারকি করছিলাম। দুপুরবেলা রিকশায় এক লোক মান্নান মৌলভি সাহেবের মৃত্যুর খবর মাইকিং করছে। আছর বাদ জানাজা। অজোকে বললাম, 'বাড়ি চল্। জানাজায় শরিক হব।' সময়মতো আমরা কুমিদপুর পৌঁছে গেলাম। আমাকে দেখে মধু খলিফা কাছে এসে হাউমাউ করে কান্না শুরু করলেন। তাকে সান্ত্বনা দিলাম। সেখানে চেনাজানা আরও অনেকের দেখা মিলল। শেষ দিন পর্যন্ত মান্নান মৌলভি সাহেবের ডান চোখ ভালো ছিল। এজন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি। ■

International Mother Language Day (IMLD): A Practice Model for Implementation

Mohammad Aminul Islam[1] and Mohammad Zaman[2]

37th FOBANA Convention Dallas
September 01, 2023

Abstract

This paper briefly presents the history and significance of the International Mother Language Day (IMLD) and its implementation with a "practice" model from British Columbia (B.C.), Canada, considered the home of IMLD. The paper describes the formation of the Mother Language Lovers of the World Society (MLLWS), which played an important role behind the proclamation of the IMLD by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). The Bangladesh government as well as Canada played important role. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina strongly supported the case to the UNESCO for adoption of the resolution by UNESCO in its 30th General Conference declaring *Ekushey*/21st February as the IMLD. Today, the world celebrates IMLD every year. Other than Bangladesh, Canada is the only other country to have declared 21st February officially as IMLD. However, beyond celebration annually, there remains challenges in promoting all languages, linguistic diversity and multilingual education—the key objectives of IMLD. We provide our "B.C. model" to illustrate how to involve local communities and the school systems for developing greater awareness—particularly among the younger generations—of their mother languages within the context of multilingual global society. We consider that the BC "practice" model may help guide IMLD implementation in other countries.

I
Introduction and Objectives

Ever since the declaration by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in November 1999, the International Mother Language Day (IMLD) is celebrated globally

[1] President, Mother Language Lovers of the World Society, Vancouver, B.C., Canada

[2] Dr. Mohammad Zaman is an anthropologist and former Director (international) of the MLLWS, Vancouver, B.C., Canada

every year on 21st February. The celebration aims at enhancing awareness of linguistic and cultural traditions all over the world by protecting and promoting all languages and linguistic diversity for multilingual education. The UNESCO declaration honored the people around the world who speak about 7000 distinct mother tongues/languages in some 188 countries. Unfortunately, many native/indigenous languages in countries, including USA, Australia and Canada, are now extinct and/or threatened by more dominant languages. According to one source, one language dies in every 14 days; as a result, many of the 7000 languages, particularly those spoken by small indigenous communities will likely disappear by the end of this century.

The worldwide annual observance of IMLD has given rise to a new awareness for saving our mother tongues, and the value of multilingualism and linguistic and cultural diversity. The Bengali community took the initiative, coordinated with UNESCO and provided the leadership leading to the proclamation on 17 November 1999 of the *Ekushey* or 21st February as the UNESCO's official International Mother Language Day. In this paper, we put together a brief background and history of IMLD, the relevance of *Ekushey* or 21st February to IMLD, the significance of IMLD in creating a global family of mother language lovers, a linguistic community for the protection and conservation of all mother languages, and the challenges in achieving this goal. We provide the BC "practice" model illustrating how to involve local communities and the school systems for developing greater awareness—particularly among the younger generations—of their mother languages within the context of multilingual global society.

II

Stories of IMLD and MLLWS[3]

Rafiqul Islam, a Bangladeshi Canadian (a freedom fighter for the independence of Bangladesh in 1971), and a resident of Surrey B.C., Canada had sent a mail on 9 January 1998 to UN Secretary-General Kofi Annan requesting the UN to take steps for saving all languages of the world from the possibility of extinction. He also asked the UN for the declaration of an International Mother Language Day, and proposed *Ekushey* or 21st February—in memory of the language martyrs of 1952 in East Pakistan (now Bangladesh)—as the day for international commemoration. The request was denied on the ground that any such proposal need to come and be tabled by UN member state rather than an individual or an organization. Instead of giving up his proposal, Rafiqul Islam—a remarkably gentle and polite individual with a strong conviction and penetrating vision—formed the "Mother Language Lovers of the World" (MLLW) along with another Bangladeshi-Canadian named Abdus Salam from Burnaby B.C.

The original MLLW Committee consisted of 10 members, who represented seven different mother tongues/language, were the following: Rafiqul Islam and Abdus Salam (Bangla); Albert Vinzon and Carmen Cristobal (Tagalog); Jason Monir and Susan Hodgkin (English); Calvin Chao (Cantonese); Renate Martens (German); Karuna Joshi (Hindi); and Nazeen Islam (Kachi). Rafiqul Islam was made the President of MLLWS. Rafiqul Islam and Abdus Salam re-wrote the original letter by Rafiqul Islam on behalf of the 10-member MLLW Committee and sent it to David Fowler, then Canadian Ambassador

[3] The materials used are largely sourced from our previous published works. See, Mohammad Aminul Islam and Mohammad Zaman, 'Ekushey February—International Mother Language Day: History, Significance and Implementation Challenges.' In Habiba Zaman and Sanzida Habiba (eds.) Canada 150 Conference Proceedings—Migration of Bengalis, SFU Digital Publications, 2018; also, Mohammad Zaman and Mohammad Aminul Islam, On Ekushey and Its Global Legacy, The Daily Star, 7 February 2020.

to the UN, with a request to submit the letter to UN members. David Fowler then sent the letter to the Ministry of External Affairs in Ottawa for approval, which took about a year. Meanwhile, Rafiqul Islam continued regular communication with the UN and the Government of Canada. Around June 1998, Hasan Ferdous, the Chief Information officer of the UN, a Bengali himself, contacted Rafiqul Islam and Abdus Salam (Rafiq-Salam) expressing his support to their dream for IMLD, but advised that MLLW should route the efforts through UNESCO with respect to this matter. As advised, Rafiq-Salam made contacts Anna Maria Majlof of the UNESCO's Bureau of Strategic Planning, who provided immense support and informally guided them through the UN system to make it happen. Accordingly, they also contacted the National Commission for UNESCO in Bangladesh, Canada, Hungary, India, and Finland. Hungary was the first to reply on 16 April 1999 giving their full support to the proposal. However, there was still a snag—i.e., that the proposal must be placed to the UN as a proposal from the country itself.

It was almost late August 1999 that Rafiq-Salam and the MLLW approached the Minister of Education Mr. A. S. H. K. Sadek, Government of Bangladesh (GOB), who forwarded the proposal to Prime Minister Sheikh Hasina, who showed keen interest in the proposal. The Prime Minister asked for approval from all her ministries before submitting it to the UN. However, time was running out as the proposal had to be with UN by 10 September 1999 to act upon this for that year. Unfortunately, the Education Minister was out of the country at that time. In desperation, Rafiqul Islam called UNESCO National Commissioner of Bangladesh Professor Kafiluddin Ahmed, who conveyed the message to the Education Minister A.S.H. K. Sadek. Upon his return, the Education Minister raised this issue directly in the *Jatiya Sangshad* (Parliament) in the presence of the Prime Minister Sheikh Hasina, who gave her instant approval. Rafiq-Salam had a sleepless night in Vancouver and tightly remained close to the phone in Vancouver while this was playing out in the Jatiya Sangshad in Dhaka. This fast-track approval by the Prime Minister helped in the eventual submission of the proposal on 9 September just before the deadline. The dream was coming very close to being realized.

Once the proposal arrived at the UNESCO Secretariat in Paris, it made all efforts to convince other member countries to sign the proposal. The Bangladeshi proposal in the form a draft resolution was published on 26 October 1999. Twenty-eight member countries supported the draft resolution. The UNESCO then submitted the resolution to the UN General Assembly on 12 November 1999. Five days later, on 17 November 1999, the resolution was adopted by the 30th Session of UNESCO's General Conference, which declared *Ekushey*/21st February as the "International Mother Language Day." All 198 countries, including Canada, attending the Conference supported the UNESCO resolution. The Conference unanimously agreed to observe 21st February as the "International Mother Language Day" to promote linguistic and cultural diversity and multiculturalism.

The adoption of IMLD by the UNESCO was an incredible international event with far-reaching impacts on language, culture and human rights—locally, nationally and globally. First of all, language counts. It is not only a means of communication, but it is also the most powerful tool for preserving and developing our culture and heritage. Second, education in native language, particularly in a multicultural and multilingual context, provides a sense of inclusion. With IMLD, there is a new awareness that our adults—both men and women—should achieve literacy and numeracy, which supports the current UN Sustainable Development Goals (SDGs 4.6). Third, linguistic and cultural diversity can better ensure creativity, innovations and inclusion, fostering intercultural understanding and thus help build global citizenship.

III

IMLD: Jubilation and Responses

The International Mother Language Day was celebrated for the first time on 21st February 2000 and was inaugurated by a ceremony held at UNESCO headquarters in Paris. Rafiqul Islam, along with his wife Buli Islam, was in attendance as invited guests of the UNESCO in Paris. Since 2000, IMLD is celebrated globally every year by member countries under the leadership of UNESCO as well by many social and linguistic/community groups around the world. The UNESCO resolution recognized the great sacrifices made by the Bengalis during the 1952 Language Movement. The resolution further said that the IMLD would not only promote linguistic diversity and multilingual education but also to develop fuller awareness about linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire solidarity based on understanding, tolerance and dialogue.

Therefore, the historic 21st February has now assumed new dimensions both at home and the international arena. For Bengalis, it is a new "identity," which is global; the international community bestowed this honor on us as Bengalis. With nearly a total of 250 million speakers, Bengali is the 6th most spoken language in the world today. The IMLD will remain as a "gift" of the Bengalis to the world. Internationally, an immediate response to IMLD was formation of International Mother Language Committees in many countries. International Mother Language Monuments were built in countries such as Australia, Canada, Japan, USA, U.K., Italy, Denmark, Norway and many others. In 2001, the Government of Bangladesh, in recognition to the efforts and contributions to the declaration of 21st February as IMLD, awarded the MLLW the *Ekushey Padak* (Medal). The *Ekushey Padak* is the second highest civilian award in Bangladesh introduced in memory of the martyrs of the 1952 Bengali Language Movement.

Despite UNESCO's promotion of linguistic diversity and the need to protect minor languages, activities at the local level remained largely confined to annual celebrations. Rafiqul Islam always thought very big. He wanted to change this through establishing a "global secretariat" for IMLD with country level committees and representations to move forward UNESCO agenda for the protection of languages and education through native or mother tongue. The original MLLW Committee, which worked till achieving the recognition from the UNESCO, was later re-organized in 2012 with a new six-member Executive Committee with Rafiqul Islam as President and five Directors (i.e., Albert Vinzon, Abdul Matin, Mohammad Aminul Islam, Mohammad Zaman and Sanzida Habib Swati). Registered under the B.C. Society Act, it was renamed Mother Language Lovers of the World Society (MLLWS). A draft constitution as well as programs for action was prepared. Rafiqul Islam also made a four-part video series on "Language and Multiculturalism in Canada" to disseminate the message of IMLD through local TV channels. Rafiqul Islam had a vision to implement IMLD globally under the leadership of MLLWS. Unfortunately, he died of leukemia on 20 November 2013.[4] This was a great loss to MLLWS and the world.

Since the passing away of Rafiqul Islam, Director Mohammad Aminul Islam is holding the office of the MLLWS President and has worked tirelessly with BC communities, City of Surrey, and BC/Federal politicians (e.g., Senator Mobina S. B. Jaffer K.C, MP Ken Hardie, MP John Aldag and MP Sukh Dhaliwal) to

[4] Many people around the world loved Rafiqul Islam. In 2016, the Government of Bangladesh awarded the Swadhinota Padak, the highest civilian award, to Rafiqul Islam (posthumously) and Abdus Salam. Buli Islam and Abdus Salam received the award from Prime Minister Sheikh Hasina on 24 March 2016.

implement IMLD locally and nationally.[5] Some of the milestones activities already achieved include (i) Mother Language Monument- *Lingua Aqua* (unveiled in Surrey BC in 2009); (ii) yearly IMLD Festival in the City of Surrey and other municipalities in the Greater Vancouver area; (iii) BC model for implementing IMLD in the school system; and (iv) Bill S-214 adopted in April 2023 by the Canadian Parliament declaring 21st February as the International Mother Language Day for all of Canada. In 2023, the Government of Bangladesh awarded the "IMLD International Award 2023" to MLLWS in recognition of its outstanding contribution to the protection, promotion and revitalization of mother languages of the world. Mohammad Aminul Islam received the award from Prime Minister Sheikh Hasina on 21st February 2023.

IV

IMLD Act (Bill S-214) in Canada

After years of hard work and activism by MLLWS, the Canadian Parliament passed Bill S-214 on 30th March 2023 establishing the International Mother Language Day in Canada.[6] The President of MLLWS worked for over 10 years with both local and federal politicians to make this happen. Senator Mobina S. B. Jaffer KC, MP Ken Hardie, MP John Aldag and MP Sukh Dhaliwal played important role both in the House of Common and the Senate to get the Bill S-214 through. The IMLD Act seeks to promote linguistic and cultural diversity in Canada by officially observing the International Mother Language Day on February 21st every year. Thus, IMLD will remain as an integral part of Candia's living history. Bill S-214 received Royal Assent On April 27th 2023 for the official declaration of International Mother Language Day (IMLD) in Canada. The Royal assent is the final step required for a parliamentary bill to become law in Canada.

V

The "BC Model" for IMLD Implementation

Canada is one of the most endangered zones for languages. In Canada, there are 89 listed indigenous mother languages; of these 85 are living/spoken and four are already extinct. Three of four extinct languages are from B.C. Further, of the remaining 85 languages, 14 are listed endangered, of which seven are from B.C. With this backdrop, and B.C. being the "home of IMLD," it was important to establish awareness at all levels for protection, conservation and promotion of all mother languages. need to protect, conserve and promote all mother languages. So, for MLLWS, British Columbia provided a "test" ground for IMLD implementation.

Following the adoption of IMLD and the initial euphoria, MLLWS—and more particularly Mohammad Aminul Islam—took it as a challenge for implementation of IMLD in the City of Surrey and in B.C. Working with local municipalities and provincial government in BC, Mohammad Aminul Islam and his MLLWS Team

[5] Working with the City of Surrey, Aminul Islam established "Bangla Heritage Week" for the first time in Canada to celebrate Pohela Boishakh during the first week of Bangla New Year. For his outstanding contributions to cultural and linguistic diversity awareness, Aminul Islam was awarded the "2016 Civic Treasure Award" from the City of Surrey. He is also the recipient of 2017 Mayor's Art Award as "Cultural Ambassador" from the City of Surrey. The City has placed his photograph on the Mural Wall of Surrey Museum unveiled in 2018. Aminul Islam also received the "Queen's Platinum Jubilee Award" in 2022 from the Canadian government.

[6] MP Sukh Dhaliwal (Newton-North Delta) initially introduced a Private Member's Bill C-407 and then it was eventually passed as Bill S-247 with active support and help from BC MPs and Senators in the Parliament.

have created a practice model, called the "BC Model" for implementation of IMLD. To date, this is perhaps the only tested framework for IMLD implementation. It took the Team almost ten years to develop this model. The model consists of two phases. The first phase is called the "Integration of IMLD," based on local recognition of IMLD to create its value and public awareness. In this phase, MLLWS received tremendous local support from various levels of government, including formal proclamation of IMLD. Under this phase, MLLWS worked with local municipalities—for instance, Vancouver, Surrey, Richmond, Burnaby, North Vancouver, and New Westminster for proclamation of the 21st February as the IMLD, which was done by all the municipalities in 2007. In BC, the IMLD received the highest level of recognition signed by Hon. Judith Guichon, the Lieutenant Governor of British Columbia. Also, the Mother Language Festival is held annually with the support of the City of Surrey and Arts Council of Surrey. Many community level organizations, including the Greater Vancouver Bangladesh Cultural Association (GVBCA), are local partners in annual IMLD celebrations.

The second phase was dedicated mostly in the implementation of IMLD in the School Districts of British Columbia. The target group of this part was the children and schools as "platform" to facilitate IMLD in a sustainable manner. Children are the carrier of mother languages. The IMLD is now in BC School Yearly Calendar and curriculum to uphold importance of mother languages and linguistic diversity and cultural traditions. MLLWS tried this model in the School District of Surrey, which has around 70,000 students, who speak 172 various mother tongues/language. The new awareness in the school systems helped celebrate and share their own and/or other languages and their cultural heritages. Beyond Surrey, the School Districts of Vancouver, Richmond, Langley, New Westminster, Delta, Burnaby, West Vancouver and North Vancouver have also recognized and incorporated IMLD into their School Yearly Calendars. Our mission and the "BC Model" reflect and comply with the UNESCO's Education 2030 Framework for Action SDG4. In a recent letter to Mohammad Aminul Islam, the Assistant Director General (ADG/Education) of UNESCO noted with thanks "the amount of work undertaken by the Mother Language Lovers of the World Society to raise awareness about mother languages and preserve linguistic diversity in British Columbia and across Canada." Concerning the "B.C. Model" for IMLD implementation, the UNESCO letter urged "to continue efforts locally and globally on IMLD implementation using BC Model."[7]

VI
Proposals to the PM of Bangladesh

The MLLWS has a long-term vision for globalization of IMLD by establishing IMLD Chapters in every country with local leadership by involving local activists and scholars interested in promoting IMLD objective and agenda. To that end, MLLWS plans to establish an IMLD Trust Fund[8] for orientation and training of local activists for IMLD implementation, using the experience and results of the BC Practice Model. Our plan is conduct such orientation and training initially in countries such as Australia, Brazil, China, India, UK, and the United States. We are already in touch with some local contacts in those countries.

To achieve our vision, we need support from the government of Bangladesh as we did during the adoption of the UNESCO Resolution for IMLD in 1999. We particularly urge the Hon. Prime Minister

[7] Insert reference to the UNESCO letter to make it more legitimate.

[8] Planning activities still underway. MLLWS will raise fund from public and private sources on a voluntary basis.

Sheikh Hasina to help us branding Bangladesh's efforts to implement IMLD globally. This should again bring Bangladesh at the forefront in the leadership for promoting linguistic diversity both at home and abroad.

First of all, MLLWS humbly requests Hon. Prime Minister Sheikh Hasina to advise and instruct all Bangladesh High Commissions/ Embassies around the world, particularly in the selected countries (Australia, Brazil, China, India, UK, and the United States) to support and facilitate our efforts to implement IMLD globally.

Second, we need general instruction to all Bangladesh High Commissions/Embassies to display the design of the national Shaheed Minar of Bangladesh as a potential model design for the IMLD Monument in other countries.

Third, Bangladesh is expected to launch the Bangabandhu-2, a Low Earth Orbit (LEO) observation satellite to the space very soon. We would request for an instruction from our Hon Prime Minister to the Ministry of Posts and Telecommunications and the Bangladesh Satellite Company Limited to imprint the emblem of Shaheed Minar on the Bangabandhu-2 Satellite to create a greater awareness of the IMLD Monument.

Fourth, thousands of Bangalee expatriates and their new generations are living abroad. To expedite the integration of our Bangla language, culture and heritage internationally, we need support from the Bangla Academy, International Mother Language Institute (IMLI) and various High Commissions/Embassies from Bangladesh to develop information, educational and communication (IEC) materials and appropriate medium of dissemination.

Finally, MLLWS is working internationally for globalization of IMLD. As evident from the above, our efforts from local to global are making good results. Therefore, during this 37th FOBANA Convention Dallas, our humble request to the Prime Minister is declare the MLLWS as the "Mother Language Ambassador" to materialize the global implementation of IMLD. ■

FOBANA is a prestigious event for any city in North America. I am exited and honored to be part of this 37th FOBNA Convention in Dallas. I personally thanks Bant specifically Mobin bhai, Hasan bhai and Sagor for their relentless efforts to host this convention in Dallas.
I think we all should support FOBANA .This is not only for Bangladeshi community but also for the other communities to see how strong we are in North America.

Anwarul Harun & Fatima

Washington University of Science and Technology
Masters | Bachelors | Certificates
ON-CAMPUS | ONLINE
SCHOLARSHIPS* &
TUITION ASSISTANCE ARE AVAILABLE
ONLINE
50% TUITION ASSISTANCE
FOR THE ENTIRE PROGRAM
ON-CAMPUS
50% TUITION ASSISTANCE
FOR THE 1ST QUARTER ONLY
FROM 2ND QUARTER, MERIT-BASED
SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE*
FOR WUST STUDENTS AND ALUMNI
$5000
TUITION ASSISTANCE FOR SKILL DEVELOPMENT*.
*AVAILABLE FOR THOSE WHO QUALIFY
WUST OFFERS:
✓ MASTER OF SCIENCE IN CYBERSECURITY (MSCS)
✓ MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY (MSIT)
✓ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
✓ BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY (BSIT)
✓ BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA)
✓ COMPTIA NETWORK+ CERTIFICATE
✓ COMPTIA SECURITY+ CERTIFICATE
WUST is approved to offer GI Bill® educational benefits by the Virginia State Approving Agency.
WUST offers degrees, skills, certificates, and career assistance until every graduate lands a job.
8133 Leesburg Pike, 2nd floor, Vienna, VA 22182
T: 703-941-2020 | degree.skill.job@wust.edu | www.wust.edu
WUST is certified to operate by SCHEV. Accredited by ACCSC.
GI Bill.
ACCSC
Accrediting Commission of Career Schools and Colleges
SCHEV

INDOPAK SUPERMARKET

FULL SERVICE STORES IN THE METROPLEX

EVERYDAY LOW PRICE

Serving the community for the last 20 years

INDOPAK WORLD MARKET

We carry African, European, Mediterranean, and South-East Asian grocery items at all stores

Murphy
420 Village Dr. Ste 100
Murphy, TX 75094
(469) 304-1176

Richardson
323 East Polk Street
Richardson, TX 75081
(972) 644-7900

Arlington
808 SW Green Oaks Blvd
Arlington, TX 76017
(817) 466-2014

Irving
2521 West Airport Frwy
Irving, TX 75062
(972) 255-5941

Carrollton
2548 Dickerson Parkway
Carrollton, TX 75006
(972) 323-2002

Lewisville
297 W. FM 3040 HWY
Lewisville, TX 75062
(972) 906-2980

Plano
2060 W. Spring Creek
Plano, TX 75023
(972) 517-7031

৩৭তম ফোবানা সম্মেলনে
সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও
প্রাণঢালা অভিনন্দন

Md Shawkat Ali

My heartiest greetings to the organizers of the 37th FOBANA convention and participants of the program. Good luck and I wish the event a grand success.

Taskeer Ali Khan & Family

Wishing the FOBANA
convention 2023
a huge success!

Monrool Khan & Family

Yummy Burger & BBQ
Yummy BURGERS&BBQ
Burgers, BBQ, Steak, Fajita, Tacos, Chicken sandwich
Bubbleology
Bubbleology
Bubble Tea, Ice Cream, Slushy
Yummy Deli
Deli
Fresh Deli Sandwiches
HALAL
ALL 3 in 1 LOCATION - 118 E. Main St. Richardson ,TX 75081 214-556-9262
GRAND SPONSOR FOBANA 2023
www.yummybbq.com
FOBANA

Alam
Muhammad
Broker
RE/MAX
RE/MAX PRIME
(469) 682 7298
remaxprime7@gmail.com
www.alamm.remax.cpm
2800 West Plano Parkway
Plano, TX 75075

আপনি কি ২০২৪ সালের হজে অংশ নিতে ইচ্ছুক?

ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাদেশী প্রবাসিরা দেশ থেকে অনায়াসে হজ্জপালনে আর কোন কোটা কিংবা সীমাবদ্ধতা থাকবেনা। ওয়ার্ল্ডভিউ হজ কাফেলা আপনাদের জন্য হজ ২০২৪ এ বিশেষ প্যাকেজের আয়োজন করতেছেন। ইনশাআল্লাহ দেশ থেকে নির্বিঘ্নে হজ্জ করা যাবে।

২৩ বছর হাজিসেবায়
সফলতার সাথে এগিয়ে

our service :

- দক্ষ গাইড সেবা
- মিনা,আরাফা,মুযদালিফায় উন্নত ব্যবস্থাপনা
- মক্কা-মদিনায় উন্নত আবাসন
- প্রয়োজনীয় সাইটসিয়িং
- উন্নতমানের ক্যাটারিং এর খাবার পরিবেশন
- সকল স্থানে রিজার্ভ ট্রান্সপোর্ট

More details,Please call telegram/viber/whatsapp

হজ ২০২৪ এর প্রাক-নিবন্ধন চলছে

Call for appointment
+8801819342111
+8801823288437
+8801712916416

ইনশাআল্লাহ প্রতিবছর ইউরোপ-আমেরিকার প্রবাসী ৩০-৫০ জনকে ওয়ার্ল্ডভিউ হজ কাফেলা সেবা করছেন।

Worldview Hajj Kafela
Hajj Licence no:174
www.worldview-bd.com
faebook.com/worldviewhajjkafela

KABIR DRIVING SCHOOL
www.kabirdrivingschool.com

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:

1. Teen & adult education courses 6 hours permit class.
2. Teen & adult behind the wheel training.
3. And offer authorized road test also.

DPS

PHN: 940-222-7199
600 E Sandy Lake Rd Ste116
Coppell TX 75019

Serving Since 2006

CHAMELI
Restaurant

STORE : (972) 638 9898 | CATERING : (469) 666 4448

DINE IN | TAKE OUT | CATERING | ORDER ONLINE

201 S GREENVILLE AVE, STE 203 RICHARDSON, TEXAS 75081 | WWW.CHAMELIDALLAS.COM

Professional Real Estate Consultant & Investor

Abu Hanif Talukder

Specializing In:

- Residential Properties
- Commercial Properties
- Investments In Estate

A&I GROUP, LLC
Atlanta, GA

Phone: (404) 446 - 8832

Best Wishes to the 37th FOBANA Convention Dallas, TX

fk+ architect, llc

400 Chisholm Pl
Suite 310
Plano, TX 75075

fahim2582@aol.com
(w) 972-424-1325
(c) 469-258-9322

Fahim Khan
Principal

Afrah at Richardson, TX

Carwash at Irving, TX

Car Showroom at Carrollton, TX

Genusys at Lewisville, TX

Ben Than Plaza at Arlington, TX

Masjid at McKinney, TX

Banquet Hall at SanSam Park, TX

Dimassi's at Plano, TX

Lucky Texas at Dallas, TX

Bethany Pet Hospital, TX

Path Welfare Foundation
P W F

www.pathwfinc.org

PATH WELFARE FOUNDATION

501 (C) (3) Non-profit organization

Self Employment Program

Helping Senior Citizens

Supporting Mentally & Physically Disabled People

Supporting Homeless & Helpless People Around The Globe

ACROSS THE WORLD
WE ARE UNITED

MUHAMMAD FARUK KHANDAKER
Cell: 404 452-9122, Email: faruk@pathwfinc.org

Sultan™
Café
حلال
HALAL
MEDITERRANEAN GRILL & HOOKAH BAR RESTAURANT
201 S. Greenville Ave Ste 211, Richardson, TX 75081
www.SultanTexas.com
972-235-7900

Masud Chowdhury

Wife: Limu

3 children: Lira, Lora, Maraaj

CONCORD SONIC

"LET US REJOICE AND UNITE AT

FOBANA 2023

DALLAS, TEXAS

Desi Libas Atlanta

CONGRATULATIONS TO 37TH FOBANA, THANK YOU TO THE WHOLE TEAM FOR ALL YOUR HARD WORK THROUGHOUT THE YEAR.

facebook.com/desilibas

instagram.com/desi_libas

Fauma
INNOVATIVE INC.
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3 STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEWYORK STATE ENERGY BROKER
FAUMA INNOVATIVE CONSULTANCY GROUP
OFFICE: 718 205 5195, MOBILE: 347 393 8504
EMAIL: FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO

SOLUTION
Iqra Tech Solution
Empowering Your Digital Future with Iqra Tech Solution
Our Services
01. IT Training Courses
Full Stack QA Automation Engineer
AWS Cloud Practitioner
DevOps
Data Analyst Training
Cyber Security Training
Graphic Design Training
02. Iqra Driving School
Training Programs for Driver's
Licenses through Six-Hour Classes
Defensive Driving Courses
03. Iqra Accounting and Tax Services
Tax Preparation
Notary Service
Sales Tax Assistance
Payroll Services
MD. RUBEL
CEO
MD. SHARIFUL ALAM
Director
About Us
CONTACT US:
+1-330-331-0124
+1-972-793-0528
www.iqratechsolution.com
contact@iqratechsolution.com
1425 W.Pioneeer Road, Suite 151 Irving, TX, 75061

Shah GROUP
is
definitely moving forward in its goals, plans and implementation.
SHAH J. CHOUDHURY
FOUNDER
HUSNEARA CHOUDHURY
CO-FOUNDER
FAUZIA J. CHOUDHURY
CO-FOUNDER
+1 (212) 920-0700,
+1 (917) 547-2304
sjnycusa@gmail.com,
shahgroupny@gmail.com
www.shahgroup.us

1st AIDE HOME CARE INC
ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার
CDPAP
Service
HHA/CPA
Service
SKILLED
NURSING
আমরা দিচ্ছি অন্যদের থেকে বেশি পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি।
EARN GOOD MONEY BY TAKING CARE OF SENIORS
212 786 2900
37-18 73RD STREET, SUITE 401, JACKSON HEIGHTS NY-11372.
SHAH J. CHOUDHURY
SHAHC@1STAIDEHC.COM
+1 (212) 920-0700
HUSNEARA CHOUDHURY
HUSNEARAC@1STAIDEHC.COM
+1 (212) 786-2900
INFO@1STAIDEHC.COM
WWW.1STAIDEHC.COM

Mohammad Hossain Shameem & Family extends their best wishes for the success of FOBANA 2023

আটলান্টায়
বেড়াতে আসার
আমন্ত্রণ রইল

Holiday Inn

4401 Chamblee Dunwoody Rd.
Atlanta, GA 30341
Tel: 678-380-3700

Mohammed Matin
REALTOR®

469.865.6901
469.833.0179
matin@mohammedmatin-realtor.com

DHS
REALTY

সুন্দরবন ইনক পক্ষ থেকে ৩৭তম ফোবানার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ডালাস টেক্সাস আয়োজনকারী দলকে।

নুরুল আমিন ও সুলতানা আমিন
Subdarban Inc, Washington Dc

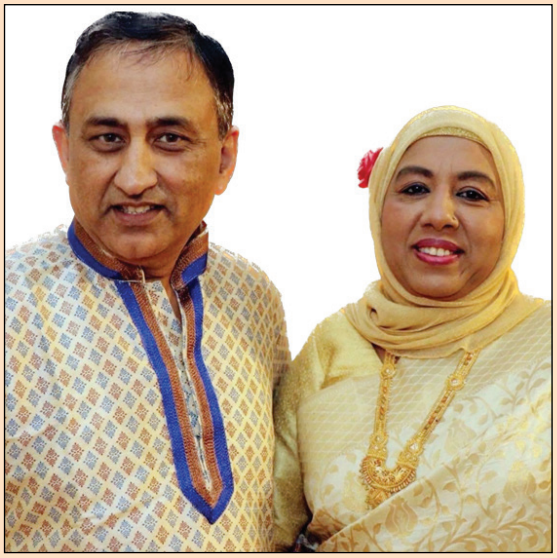

শুভেচ্ছা বাণী

টেক্সাসে অনুষ্ঠিত ৩৭তম ফোবানার সকল নেতৃবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সহ সকল উপস্থিতি ও শুভাণ্যধায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শতপ্রতিকুলতার মধ্যেও ঐক্যবদ্ধভাবে ফোবানা অনুষ্ঠানের এ সফল আয়োজন করার জন্য বান্টের নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। অতীতের মতো বাইটপো সবসময় ঐক্যবদ্ধ ফোবানার সাথে থেকে সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহন করবে।

বাইটপোর পক্ষ থেকে ৩৭তম ফোবানা সম্মেলনের সফলতা ও স্বার্থকতা প্রত্যাশা করি।

ধন্যবাদসহ

সামছুদ্দীন মাহমুদ
সভাপতি, বাইটপো

স্যাম রিয়া
পরিচালক, বাইটপো।

DMT GLOBAL
Est. 2012

Associated with Indian top Hospitals

YOUR HEALTH IS OUR **PRIORITY**

+16465257485

Our Services in India:

- Kidney Transplant
- Liver Transplant
- Bone Marrow Transplant
- Cardiology
- Oncology
- Neurology
- IVF
- Gynecology
- Orthopedics
- Plastic Surgery
- Dental
- ENT
- Internal Medicine
- Indian Visa
- Air Ticket & Local Transport
- Hotel / Guest House Booking
- Airport Pickup & Drop
- Doctor's Appointment ETC.

72-30, Broadway, 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372.

www.dmtglobalinc.com
dmt.global.usa@gmail.com

Best Wishes for a Great Successful 37th FOBANA Convention 2023 @ DALLAS, TEXAS

Retail, Real Estate Investments and Land Development.

Nahidul H.Khan
President

Ggeorgia Investment Group LLC
Food & Fuel Company LLC
Khan Investment LLC
Bengal Partners Inc

Office : 3253 Bagley Passage, Duluth, GA 30097
Cell : 770-722-5369 | Ph : 770-277-3607 | Fax : 770-338-2063
Email : khannahidul@gmail.com, khannahidul@hotmail.com

ACCIDENT CENTERS
OF TEXAS
PAIN RELIEF & REHABILITATION

Our Services

CHIROPRACTOR, MEDICAL DOCTOR & PHYSICAL THERAPIST

We Are Specialised in :

- Motor Vehicle Accident related injuries
- Work Injuries
- Slip & Fall.

10 DFW LOCATIONS
2 AUSTIN LOCATIONS

FREE TRANSPORTATION

OPEN LATE HOUR & SATURDAY

DR. JAHID NIAZ DC

INJURED? ACT NOW!

ACT NOW - (214) 880-6200

WWW.ACCIDENTCENTERSOFTEXAS.COM

Wishing 37th FOBANA Convention 2023 an outstanding success
Best regards

Kazi Faruque Mickey
Smart Group System

My heartiest greetings to the organizers of the 37th FOBANA convention and participants of the program. Good luck and I wish the event a grand success.

Babul Hai & Family

Congratulations on the 37Th FOBANA Convention in Dallas, Wish the team a successful event.

.

HASAN MAHMUD and FAMILY
Atlanta, USA

বৃহত্তর আটলান্টা, নর্থ ক্যারোলিনা, এবং ডেট্রয়েট এলাকায় কমিউনিটির সেবামূলক মর্টগেজ কোম্পানি

www.aausmortgage.com

FOBANA
DALLAS, TX

Our great appreciation
for the Dallas Fobana 2023
organizing team

হোম লোণ ফাইন্যান্স বা রিফাইন্যান্স

License#55092 NMLS#1585800

AA US MORTGAGE

Reaching the Finish line with the right loan

Ph: 770-674-0546

2000 Clearview Ave., suite 212, Atlanta, GA 30340

Mahbubur Rahman Bhuiyan, MBA
CEO & Mortgage Loan Originator
NMLS#1071613

Call 404-202-6484

One thing we all agree in Atlanta community

We own better homes at less prices

LOWEST RATE %
3% Down
as low as

A realtor of the community
by the community
and for the community

Real Estate Lic. No. 269295

Mohammed Mowla (Dilu)
Realtor®
Phone: 770-912-9169

MAXIMUM ONE REALTY GREATER ATLANTA
Ph: 770-919-8825

FOBANA

DALLAS, TX Our great appreciation for the Dallas Fobana 2023 organizing team

We cultivate the right loan for your business

Business Purchases & Refinances

SERVING 50 STATES

A Positive Kind Of Company with a Positive Kind of Outcome

FOBANA
DALLAS, TX

Our great appreciation for the Dallas Fobana 2023 organizing team

GREENSTAR
Commercial Lending

Mahbubur R. Bhuiyan, MBA
Commerical Loan Officer
CONVENTIONAL & SBA LENDING
Direct 404-202-6484

Duke Khan
Commerical Loan Officer
CONVENTIONAL & SBA LENDING
Direct 770-317-8229

www.greenstarlending.com

Head Office: 2000 Clearview Ave., Suit 212A, Atlanta, GA 30340

WISHING FOR A FUN-FILLED AND SUCCESSFUL FOBANA CONVENTION 2023!!

FirstOption MORTGAGE

Recognized as one of the Nation's TOP MORTGAGE LENDERS

First Option Mortgage is a Direct National Lender with Local Presence.
We are licensed to originate loans in 42 States incl. TX

Types of Res 1-4 Units Loans

- Conventional
- FHA
- VA
- USDA

NONQM ⟶

- Bank Statement Program for Self-Employed
- Profit & Loss / Asset Depletion
- ITIN/Tax-ID program
- Foreign National Program

Count on Me and My Expert Team to Deliver you and your family The best mortgage you deserve.

"সর্বশ্রেষ্ঠ, উপযুক্ত এবং সুলভ মূল্যে মর্টগেজ সেবা প্রদান করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য"

Get the Financing You Need to Grow your Business!

Our commercial loans come in a variety of shapes and sizes that are completely customizable to fit your needs.

Types of Commercial Loans

- SBA 7(A) and 504
- Commercial Real Estate
- Business Acquisition
- Hard Money & Bridge Loans
- Construction Loans

Types of Commercial Properties

- Multi Family 5+ units
- Retail
- Mixed use
- Gas Station / C-Store
- Flagship or Non Flag Hotel
- Industrial
- Manufacturing
- Office
- Healthcare

MONIR CHOWDHURY
(678) 704-7461
mchowdhury@myfirstoption.com
Atlanta, Georgia
NMLS: 1371156

ADM FINANCIAL GROUP
A COMMERCIAL MORTGAGE COMPANY

LENDER All Rights Reserved.
Copyright 2023.

SERVING NATIONWIDE

We serve Texas for your all insurance needs

22 years of excellence. Your trusted insurance agency, dedicated to the community, delivering unparalleled quality.

DALLAS, TX
Our great appreciation for the Dallas Fobana 2023 organizing team

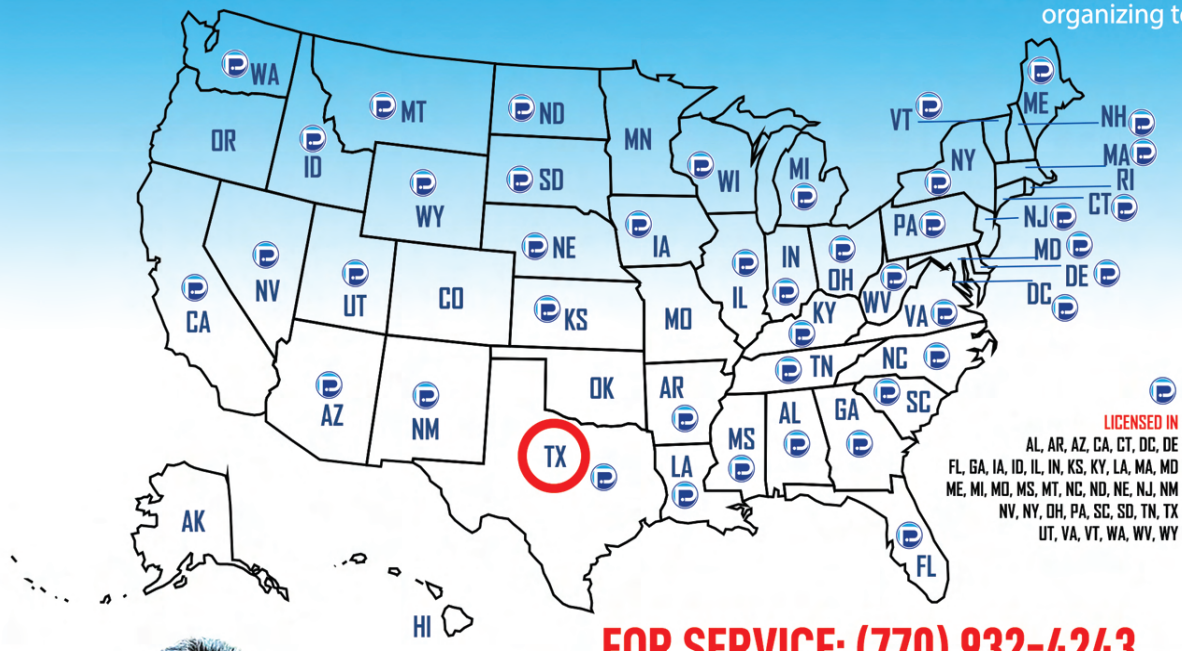

LICENSED IN
AL, AR, AZ, CA, CT, DC, DE
FL, GA, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD
ME, MI, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NJ, NM
NV, NY, OH, PA, SC, SD, TN, TX
UT, VA, VT, WA, WV, WY

FOR SERVICE: (770) 932-4243

OUR INSURANCE SERVICES DEDICATED IN:

RATED

BUSINESS · OBAMACARE · AUTO · HOME · GAS STATION · HOTEL/MOTEL · LIFE

JASHIM 'JOSH' UDDIN
CEO/LICENSED AGENT

PLANET® INSURANCE

WWW.PLANETINSURANCE.NET

HEAD OFFICE: 1328 BUFORD HWY NE STE 113, BUFORD, GA 30518

OUR PROUD CARRIERS

TRAVELERS · MetLife · State Auto · Mercury Insurance · CHUBB · AIG · Guard Insurance Group · CNA · Safeco Insurance · MARKEL · Heritage Insurance · ZURICH · Kaiser Permanente · Philadelphia Insurance Companies · Tokio Marine Insurance Group · Allstate · Liberty Mutual Insurance · AmTrust · Nationwide · The Hartford · STILLWATER · attune · PROGRESSIVE · KEMPER · FARMERS Insurance · Tower Hill Insurance · Universal Property · National General

শুভেচ্ছা বার্তা

মেরিল্যান্ড ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির পক্ষ থেকে ৩৭তম ফোবানার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ডালাস টেক্সাস আয়োজনকারী কমিটিকে।

শুভেচ্ছান্তে,
মোহাম্মদ কাজল ও ফারহানা লিনা
Maryland Friends and Family

My heartiest greetings to the organizers of the 37th FOBANA convention and participants of the program. Good luck and I wish the event a grand success.

Kazi Nahid
US Bangla Associations of GA

BAGWDC so happy to know that the *FOBANA* is organizing a Culture Festival on 1,2,3 September 2023 to commemorate 37 years of Celebration of Bengali Culture.

Rokshana Parveen &
Mohammed Mostafa

President
BAGWDC, Washington Dc

SHAFIQ HASAN CPA P.L.L.C.

CPA
Certified Public Accountant

**CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT,
BUSINESS CONSULTANT, & TAX ADVISOR**

Accounting, Tax, & Business Advisory
For Small Business, Corporations, Individuals

1 PAY ROLL

- UNLIMITED PAYROLL SERVICES.
- INCLUDES TAX REPORTING (941, 940, 944, 1096 TWC & W2'S).

2 IRS

- NEW BUSINESS START-UP & INCORPORATION SUPPORT.
- OBTAIN FEDERAL, STATE TAX ID.
- FREE CONSULTATIONS FOR CHOOSING THE RIGHT BUSINESS STRUCTURE.

3 ACCOUNTING

- MONTHLY ACCOUNTING & BOOKKEEPING SERVICES.
- FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION & ANALYSIS.

4 TAXES

- CORPORATE AND PERSONAL TAX PLANNING AND FILING.
- SALES AND USE TAX CONSULTING AND COMPLIANCE.
- IRS RESOLUTION & AUDIT SUPPORT.

FREE CONSULTATIONS AVAILABLE FOR NEW CLIENTS

<< WE REPRESENT S-CORP, C-CORP, LLC, LLP, LP, PC, NOT-FOR-PROFIT IN ALL 50 STATES >>

Member of AICPA®

100 N. Central Expressway, Suite 914. Richardson, TX 75080.
Belt Line & US-75, (Chase Bank Tower - 9th Floor)
Office: 214-256-4111 Cell: 214-897-6949 Fax: 214-279-0011
Email: ameritax@ameritax.info Web: www.ameritaxcpa.com

SPICE UP YOUR SENSES
SPICE OF RICHARDSON
INDIAN CUISINE
Catering
Order food
Catering
حلال
HALAL
GET THE BEST FOOD IN YOUR HOME
OPEN FROM 10AM - 2AM EVERYDAY
We close on Tuesdays
Contact Us
www.spiceofrichardson.com
1498 W SPRING VALLEY RD, RICHARDSON, TX 75080
+1 214-938-9667 AKM TAWHED SARWAR
+1 469-237-9928 MD MIZANUR RAHMAN
CATERING
+1 972-672-0766
HARRY

UPGRADE YOUR HOME TODAY

GOLDMARK REMODELING & CONSTRUCTION

CONTACT INFORMATION

MD MUNIR HOSSAIN (TIPU)

469-230-4570

mmh7102@yahoo.com

8702 SPRING VALLEY RD SUTIE D DALLAS,TX 75240

OUR SERVICES

- FLORING
- DEMOLISH
- FRAMING
- CAPRPENTRY
- ROOFING
- ELECTRICAL
- PAINTING
- PLUMBING
- CONCERTE

FREE ESTIMATES PROVIDED

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA

Wishing the 37th Fobana Convention in Dallas, Texas a grand success!

-Pryalal Karmaker and family.

Congratulations and best wishes for 37th FOBANA Convention in Dallas, Texas.

Rehan Reza
(former Chairman of FOBANA)
Sayia Reza
Anika Reza
Ryan Reza

Church's Chicken
Texas Chicken

Buy, Sell or Invest with your
Trusted realtor
Over 200 transactions closed
Outstanding service
IRONCLAD
REALTY GROUP
ISHFAQUE HOSSAIN
+1(832)-283-3390

raju law
www.rajulaw.com

ATTORNEY
RAJU MAHAJAN & ASSOCIATES
One of the top immigration law firms in the USA

EB-3/ H-1B

এর মাধ্যমে আপনি বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশ থেকে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য দক্ষ বা অদক্ষ কর্মী নিয়ে আসতে পারেন!

এ বিষয়ে আমাদের অ্যাটর্নীদের রয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা

833-725-8529 (24x7) info@rajulaw.com

Corporate Office
4520 East-West Hwy #700
Bethesda, MA, 20814
301-961-6464

Georgia Office
4158 Clairmont Road
Chamblee, GA, 30341
770-655-9166

Bangladesh Office
UTC Building, level- 11, Suite- 3
08 Panthapath, Dhaka- 1215
01602-270365, 01760-697648

PATH WELFARE FOUNDATION

www.pathwfinc.org

501 (C) (3) Non-profit organization

Self Employment Program

Helping Senior Citizens

Supporting Mentally & Physically Disabled People

Supporting Homeless & Helpless People Around The Globe

MUHAMMAD FARUK KHANDAKER

Cell: 404 452-9122, Email: faruk@pathwfinc.org

Congratulations to BANT!

for organizing this year's event at Irving convention center, Las Colinas.
The home of the 37th FOBANA Convention.

BANGLADESH-AMERICAN SOCIETY GREATER HOUSTON

Bangladesh American Society of Greater Houston (BASGH)

www.idealdrivingschooldallas.com
IDEAL
Driving School
Visit our website
Or call us at:
214-884-5350
Dps Approved Road Tests!!!
Teen Drivers Ed
Adult Drivers Ed
Drive times with an instructor
BRING IN THIS PROGRAM AND GET $5 OFF
Enroll Today!
4101 E. Park Blvd, Suite #147 Plano, TX, 75074

RE/MAX
SELECT HOMES
Scan ME
WHY RE/MAX?
We're not like the others. And neither are you.
Buying or Selling?
I CAN HELP!
CALL TODAY AND
LET ME FIND YOU THE PERFECT HOME!
The greatest compliment you can give me is the referral of your Friends and Family.
Jami Choudhury
REALTOR®
817-891-6879
E: JAMICHOUDHURY@REMAX.NET
W:JAMICHOUDHURY.REMAX.COM
1401 N CENTRAL EXPRESSWAY #100
RICHARDSON, TX 75080

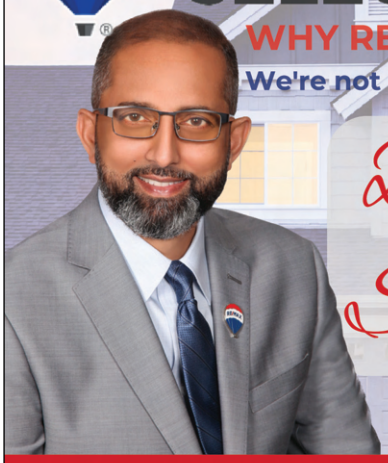

24/7
In-Home Care
for the ones you love
HOUSE CALLS
Schedule your FREE Home Care CONSULT

571-666-8500
www. virginiahomecares.com
info@virginiahomecares.com

HOUSE CALLS HOME CARE takes great pride in extending our support to the 37th FOBANA Convention. We wish you tremendous success at the 37th FOBANA 2023 Convention held in Dallas, Texas.

Warm regards,

Phakrul Islam (Shopon) & Family

HOME SOLD SALE
JP & ASSOCIATES® REALTORS®
REMEMBER
Buying a dream Home is Great
But finding the right one is Better
LET AN EXPERIENCE AGENT HELP YOU
Sharia Financing is Available
MOHAMMED A BARI
Residential & Commercial Realtor
Cell: 214-952-4807
bari359@gmail.com

Medicare
PART A
PART B
PART D
PART C
OBAMACARE
For Your Medicare and ObamaCare Needs
CONTACT EXPERIENCED LICENSED INSURANCE AGENT IN YOUR COMMUNITY:
HASIBUL CHOWDHURY 'RUBEL'
(214)243-8130
DALLASBIMA@GMAIL.COM

Best Wishes for Dallas FOBANA 2023

Sincerely Yours,
Environmental Engineering, Inc.

Zainul Abedin, PhD
Past Convener: 1997, 2004, &
2014 Los Angeles
Past Chairman 2001, 2004, & 2012
Pioneer of Unification,
Houston Accord, 2013

Cell. +1 818-599-3312 Tel. 818-547-1330
Email: eei@pacbell.net &
eeizaca@gmail.com

Path Welfare Foundation
P W F

www.pathwfinc.org

PATH WELFARE FOUNDATION

501 (C) (3) Non-profit organization

- Self Employment Program
- Helping Senior Citizens
- Supporting Mentally & Physically Disabled People
- Supporting Homeless & Helpless People Around The Globe

ACROSS THE WORLD
WE ARE UNITED

MUHAMMAD FARUK KHANDAKER
Cell: 404 452-9122, Email: faruk@pathwfinc.org

DISCOVERY
AMERICAN PREMIUM QUALITY
DISCOVERY PRODUCTS INC.
DALLAS, TEXAS
214.876.7134
discoveryproducts.us

italiano
Sheha
Danish
Bushra BASMATI RICE
noon
UNAT SUNFLOWER OIL
MJ rajasthani
HAPPY VIBES
Jenan
tat
LugliO Made in Italy
Rajdhani
TOUMI STAR BRAND
Fan
Shazia
Safiya
doobi
JC BRAND FROZEN FRESH WATER FISH

World Travel and Vacation
LET'S TRAVEL THE WORLD
SERVICE IS OUR PRIORITIES
LOWEST FARE GUARANTEED

Bangladesh • India • Pakistan • Nepal
Middle East • Europe • Australia
Africa • South America/Mexico

CRUISES • VACATION PACKAGES

SOME INTERNATIONAL AIRLINES HAVE 3 FREE CHECKED BAGS (LOW SESSION ONLY)

Mohammad Hossain
(Chairman)
214.714.3110 (24/7)
Mohammad.benu@gmail.com

IATA

Head Office: 209 SH 121 Byp #31, Lewisville, TX 75067
Branch: 2291 Sage Hill Ln, Suite #13208, Coppell, TX 75019

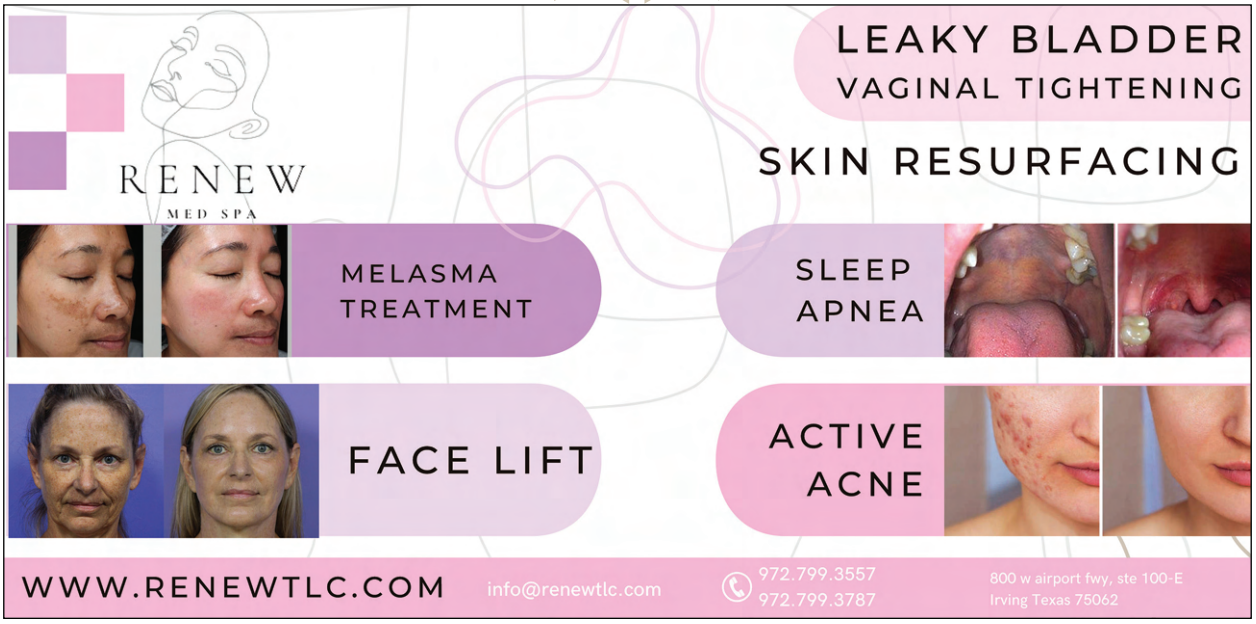
RENEW
MED SPA
LEAKY BLADDER
VAGINAL TIGHTENING
SKIN RESURFACING
MELASMA TREATMENT
SLEEP APNEA
FACE LIFT
ACTIVE ACNE
WWW.RENEWTLC.COM
info@renewtlc.com
972.799.3557
972.799.3787
800 w airport fwy, ste 100-E
Irving Texas 75062

RENEW
ROBOTIC
HAIR TRANSPLANT
RENEW
HAIR TRASPLANT
Artas hair transplant is a revolutionary hair restoration option that has completely revolutionized the hair restoration industry. This advanced technology uses robotics to perform hair grafts precisely and quickly, significantly reducing recovery time compared to other hair transplant options. With the help of this precision technology, hair can be moved from a donor section of the scalp to bald spots, creating an entirely natural look.
Before & After
Before & After
Before & After
www.DallasHairDoc.com
info@renewtlc.com
972.799.3557
972.799.3787
800 w airport fwy, ste 100-E
Irving Texas 75062

RENEW
SKINNY SHOT *
$249/MONTH
Board Certified Medical Doctor
Free Online or In Office Consultation
Weekly Injection
Appetite Control
214-308-1106 or 972-799-3787
11:00am - 06:00pm
800 w airport fwy, ste 100-E
Irving Texas 75062
Get Started Today
More Information
www.renewtlc.com
*GENERIC OF WEGOVY & OZEMPIC

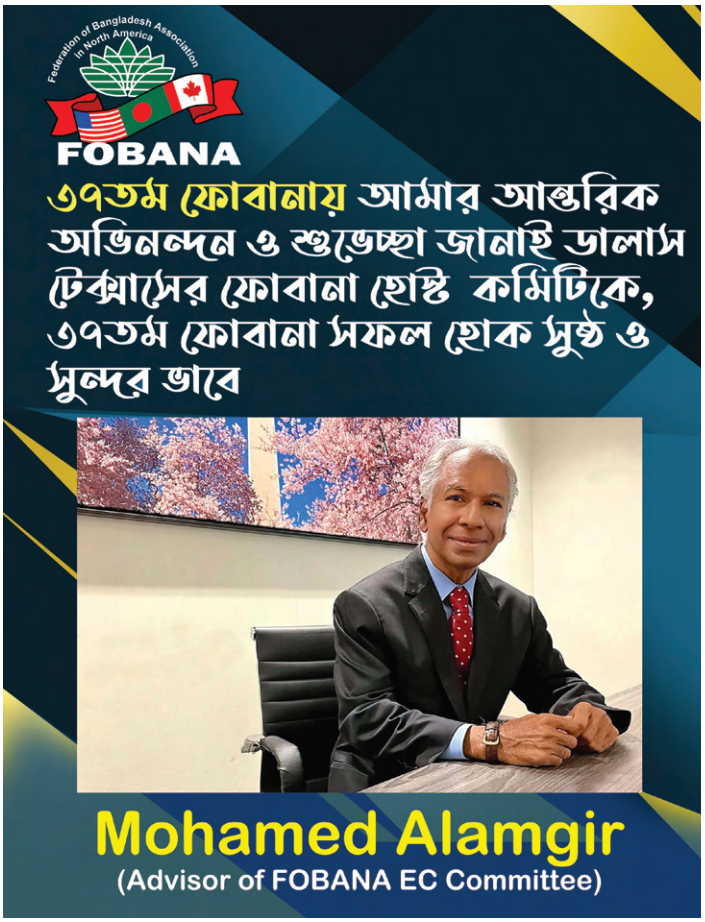

May the 37th FOBANA Convention of 2023 in Dallas, TX , be successful! Thank you to all the members of BANT for their hard work. Special thanks to Convener Hashmat Mobin and Member Secretary Shagor Sham Suddhuha. InshAllah I will make Dua that this is will be a memorable event!

Akhtar Dennish

Waafi, Jarif, Ayman, Muhannad, Oyshi and Shayeri

- A group of second generation Bangladeshi teens, from Dallas TX, combined their love for music and their ancestral culture to form "Rakhal Chhele", a band group in pursuit of manifesting their power of love for their roots.

817-284-9598
2000 Handley Ederville Rd
Fort Worth, TX, 76118

SPECTRA BANK

469-357-6700
2331 W Northwest Hwy
Dallas, TX 75220

Congratulations on the 37Th FOBANA Convention in Dallas, Wish the team a successful event.

.

Dr. Jahid Niaz
Dallas, USA

LARIBA
American Finance House
www.LARIBA.com
1-888-LARIBA-1 • (1-888-527-4221)
Riba - Free Lifestyle
BANK of WHITTIER N.A.
Since 1982 National Association
www.BankOfWhittier.com
562-945-7553 | Toll Free: 855-269-1122
Bank of Whittier
1431 E. Spring Valley Rd
Richardson, TX 75081
Lariba
15141 E. Whittier Blvd. #400
Whittier, CA 90603
Bank of Whittier
15141 E. Whittier Blvd.
Whittier, CA 90603
Printed on 10/05/2021

We would like to welcome you all to Dallas Texas FOBANA 2023. We are truly delighted to have you here with us and to have your support. We hope you have an amazing time seeing the program.

Thank You,
Shagor & Shima Family

Best wishes for Windy City FOBANA 2023

Mohammad T Islam

Sending good vibes and positive energy for the success of the event

Faroque Chowdhury Boby & Family

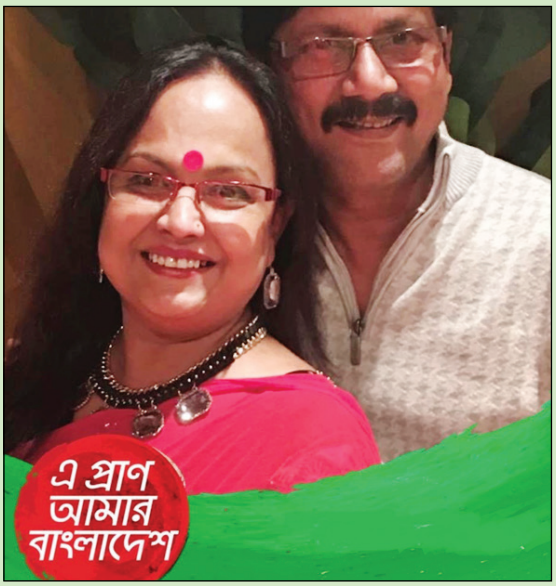

ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলীর পক্ষ থেকে
৩৭তম ফোবানার জন্য অনেক অনেক
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ডালাস টেক্সাস
আয়োজনকারী দলকে।

আবু রুমী ও
সামসুন পারভীন রুমী

We wish all the very best for
37th of FOBANA
Convention-2023 in
Dallas, Taxes.

Karimsalauddin &
Towhida Salauddin
BAGWDC,Washington Dc

Feroz & Dola Human Welfare Foundation

Placed: 2020 Eng

Dhamoirhat Municipality, Dhamoirhat, Naogaon, Bangladesh.
Mobile no: 01718-749740, 01811-112680

ডালাস মানেই কাউবয়,
আর নাই কোনো ভয়,
ফোবানার এবার হবে জয়!

Dr. Mohammod Ali Manik & family

Congratulations and best wishes to all the FOBANA 2023 committee members and volunteers for hosting such a great event. We are very fortunate to be a part of this historic event and to thrive with our native culture and heritage. Cheers and Kudos to the Bangladeshi communities in North America for their support and contributions to have a successful convention.

Quamrul & Deelara Ahsan

EXPRESS
DRIVING SCHOOL
DALLAS

Kuddus Bhuiyan

214-377-7606

www.expressdrivingschooldallas.com

info@expressdrivingschooldallas@gmail.com

819 W Arapaho Road Suite #51
Richardson, TX 75080

Dimond Sponsor

SUNOCO

Sunoco Petrolium LP
8020 park lane Dallas Texas , 75231

Grand Sponsor

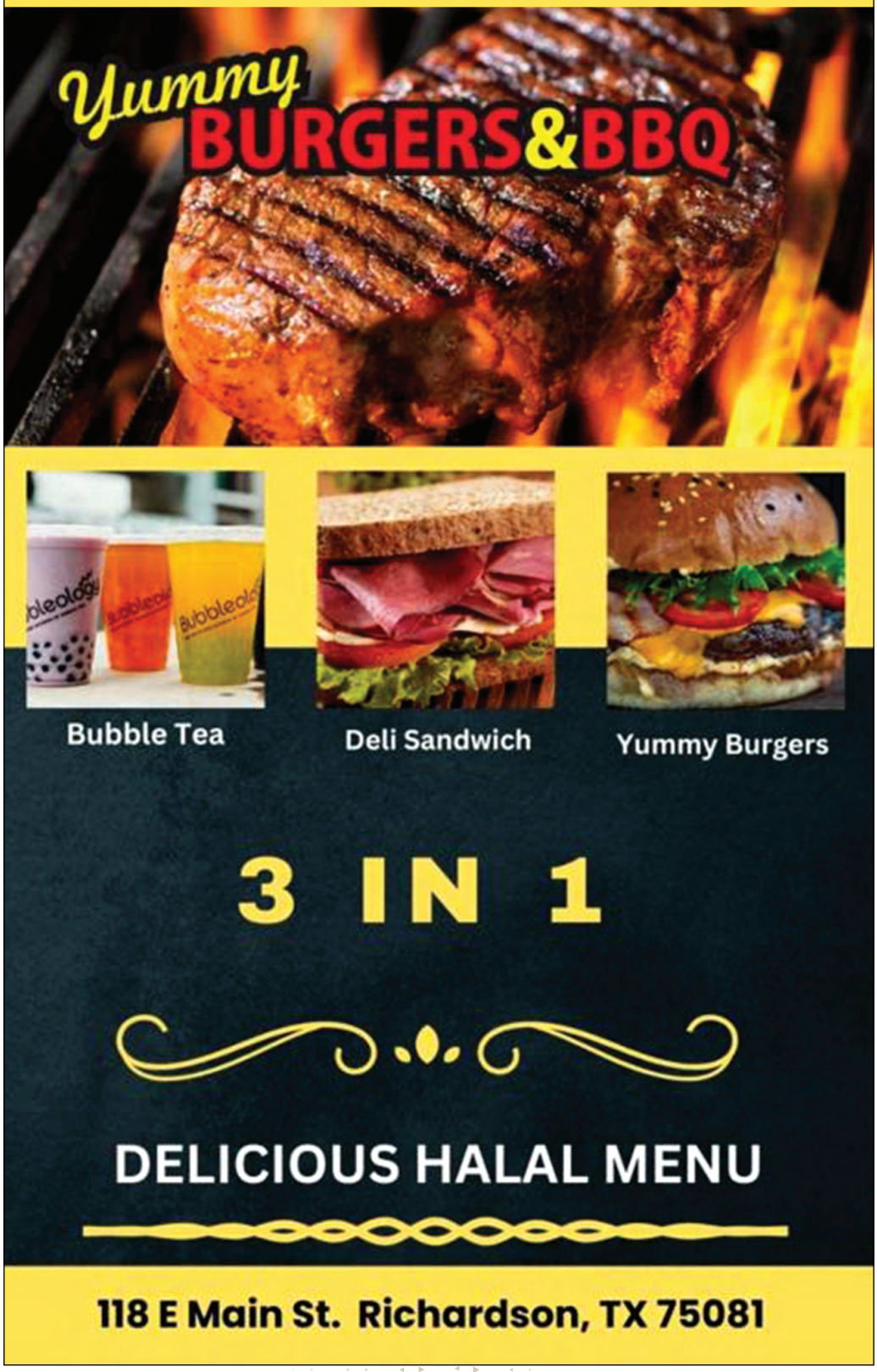

WE ARE PROUD COMFORT SPECIALISTS FOR TRANE AND LENNOX PREMIER DEALER

WE ARE FACTORY CERTIFIED COMMERCIAL REFRIGERATION INSTALLERS WITH BUSH REFRIGERATION

WE ALSO WORK WITH MANY OTHER HEATING, AIR CONDITIONING, VENTILATION, & REFRIGERATION SYSTEMS!

Your Trusted (State Licensed & Insured) Mechanical Contractor

We Work With...

- New Build / Re-Model
- Service / Maintenance
- Custom Walk-in Cooler / Freezer
- Commercial Air Conditioning & Heating
- Residential Air Conditioning & Heating
- All Other HVAC/R Equipment

COMFORT HVAC & REFRIGERATION SOLUTIONS

We also offer year-round Residential & Commercial Maintenance Contract
Financing is available (Some restrictions apply / Subject to credit approval)

TX STATE LICENSE #TACLB107085C

Please contact us at...

Phone: (718) 753 - 3439 (Cell)
(972) 370 - 4536 (Office)

Email: cmghvacdtx@gmail.com

3441 Nation Drive
Frisco TX 75034

Same Day Service Available! *restrictions apply*

HVAC INSTALLATION AT FLAT RATE PRICING!

THIS OFFER EXPIRIES 12/31/2023

$6995

TRANE COMPLETE
A/C COOLING &
HEATING SYSTEM REPLACEMENT

FULLY INSTALLED
with Existing Plenums, Duct & Copper

UPTO 4-TON (14 SEER)

TACLB107085C

COMFORT HVAC & REFRIGERATION SOLUTIONS

Financing Available

WE ALSO SELL, SERVICE, & INSTALL
16 SEER AND ABOVE!

TRANE COMFORT SPECIALIST

TRANE

It's Hard To Stop A Trane.

Please contact us at...

Phone: (718) 753 - 3439 (Cell)
(972) 370 - 4536 (Office)

Email: cmghvacdtx@gmail.com

3441 Nation Drive
Frisco TX 75034

Same Day Service Available
10 Year Parts & 1 Year Labor Warranty Available

We also specialize with Healthy Home Systems Products

INNOVATION
EXPERIENCE
iXD
STUDIO

iXDESIGNSTUDIO
ARCHITECTURE · PLANNING · INTERIOR DESIGN
T 573 529 1551 | iXdzn.Studio@gmail.com

HOUSTON
EB5

H1 / F1 / OPT / CPT / E-2 / L1 / TN / B1 / B2
CHANGE YOUR VISA STATUS TO
US Green Card
Through
Investment

PARDEEP KUMAR, CFA
MANAGING DIRECTOR - SOUTH ASIA
+1- 813 -361 -9122
pardeep.kumar@houstoneb5.com

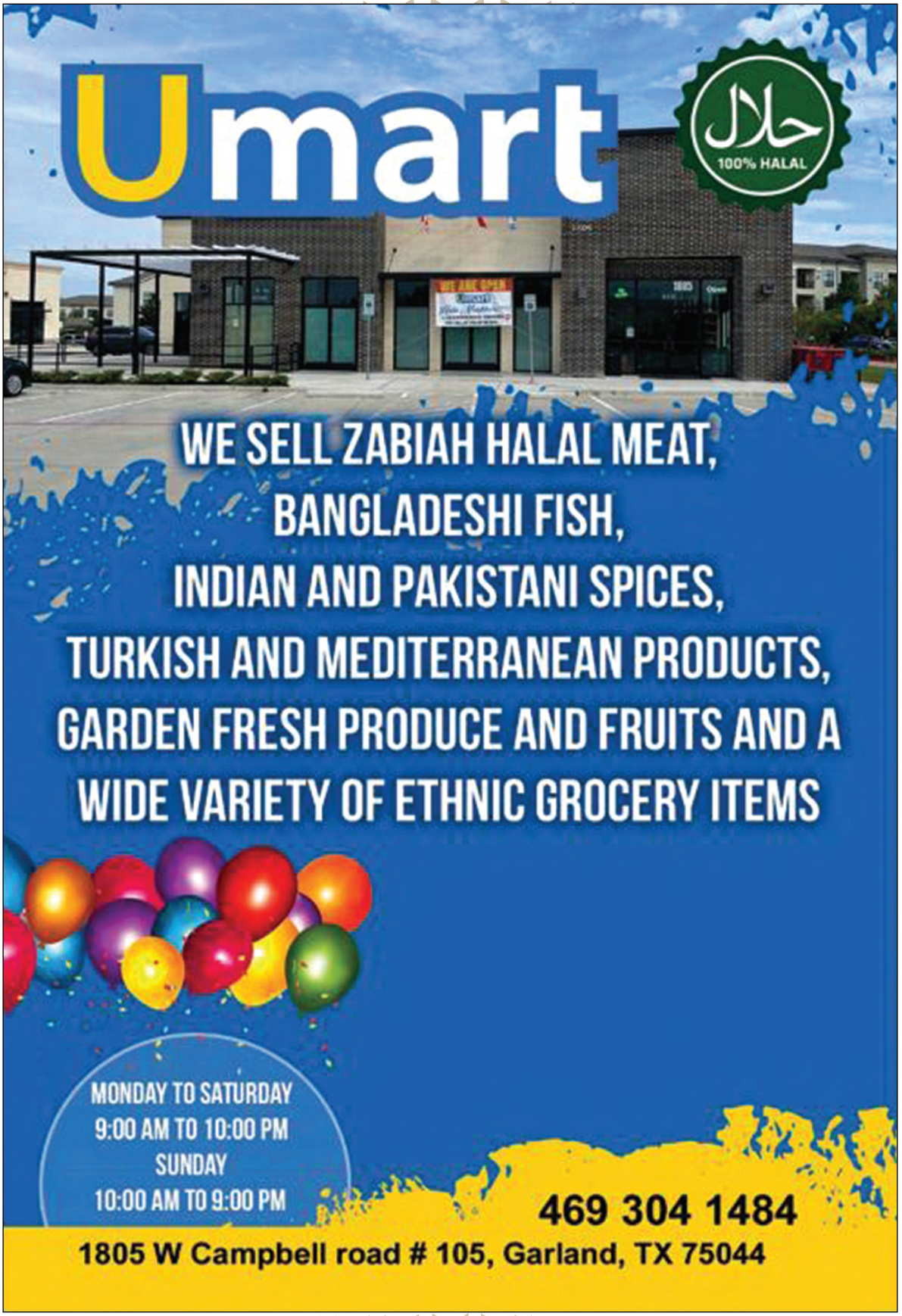
Umart
حلال
100% HALAL
WE SELL ZABIAH HALAL MEAT,
BANGLADESHI FISH,
INDIAN AND PAKISTANI SPICES,
TURKISH AND MEDITERRANEAN PRODUCTS,
GARDEN FRESH PRODUCE AND FRUITS AND A
WIDE VARIETY OF ETHNIC GROCERY ITEMS
MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM TO 10:00 PM
SUNDAY
10:00 AM TO 9:00 PM
469 304 1484
1805 W Campbell road # 105, Garland, TX 75044

UtshobGroup

utshob.com
YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE

utshobbd.com

infinite media

GLOBAL PROCESS POINT

ÉLAN BY UTSHOB

Utshob PHARMA

UTSHOB STYLES

utshob SOLUTIONS

TRAVELLyAn

NEXT

utshob courier

DESHBIDESHE.COM

UTSHOB ENERGY

UtshobAgro

HOST GRIPPER

FASHION BLITZS

UTSHOB FOUNDATION

Utshobcare
Your health first!

STITCHES

REZZ
REDEFINED

UTSHOB CATERING

Utshob Group started its journey with diverse concerns with a mission to provide best services and solutions for the community through innovations and inspirations. Utshob group is promised to fulfill the highest aspirations of the global community.

"Nothing makes me feel great than doing something that solves problem and brings community closer"

Thriving for Excellence

169-26 Hillside Avenue
Suite 204
Jamaica NY 11432

8 Parkway Ave,
Sheffield S9 4WA, UK

ALAMIN APON HEIGHTS
Plot No. 27/1/B, Fl: E11, Rd No. 3,
Shyamoli, Dhaka 1207

+1 718-262-9795
+1 516-508-6698
+44 01144387767
+8802 9112178
+8801678-623252

admin@utshob.com
info@utshob.com

www.utshobgroup.com
@utshobgroup

Are you thinking to build your career in IT and want to make 100k+ yearly?

NexttechITC is offering Software Testing Course (Manual & Automation)

Why Us:

- 2 free classes
- 100% hands on training
- Both Online & onsite option
- After course we have grooming session until getting job
- Mock interview, resume preparation, question bank solving
- Amazing success rate
- Knowledgeable and skilled Instructors
- Project after course
- Small class, Limited seats
- Class assignment, home assignment , exam every month

We Create Future Leadership For IT Industry. Our Students Are Working Successfully In Top Rated USA Companies Like Google, Apple, Chase Bank, Bank of America , Universal Studio & Many More.

Let's Join Us Now

OUR TOP COURSES

SOFTWARE TESTING

MOBILE TESTING (APPIUM)

FULL STACK WEB DEVELOPMENT

CYBER SECURITY

API TESTING (Rest Assured)

CCNA

SCRUM MASTER

DevOps

Why Choose Our Career Training?

Expert Instructors

Our instructors bring real-world insights, ensuring you receive practical and up-to-date training.

Industry Connections

We have established strong relationships with leading companies in various industries.

Career Support

Our commitment to your success goes beyond the training.

+1 (682) 283-4734 | +1 682-283-3319

www.nexttechitc.com

career@nexttechitc.com

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

A-1 TRAVEL AND TOURS

www.a1travel.net

25th ANNIVERSARY

BETTER PRICES, EXCEPTIONAL SERVICE

- Lowest Price Guaranteed
- 25 Years in Business
- We Offer 24/7 Service
- Special Business Class Fair
- We Arrange Ticket Around the World

For any emergency Tickets Please Contact

972-824-1646

Guaranteed Competitive Air Fares

972-437-2626

100 N Central Expy #1005, Richardson, TX 75080

Scan to visit our website
Booking your Tickets online

MJR Engineering

New Construction . Engineering . Environmental Services

3030 LBJ FRWY Suite 1150 Dallas, TX 75234
Tel: (469) 544-8150
Email: mkamal@mjrconstructions.com

WE PROVIDE ENGINEERING DESIGN, CONSTRUCTION SUPERVISION, CONSTRUCTION DOCUMENTS PREPARATION AND GENERAL CONTRACTING SERVICES.

BUILDING THE NEW WORLD

We are the Leaders in the Engineering Industry

ALL IN ONE LOCATION

YUMMY Deli

First Halal Deli Sandwich Shop
in Richardson, TX

(972) 850-3700

118 E. Main Street Richardson, TX 7508

Bubbleology®

All the way from United Kingdom
First Real Bubble Tea in Texas

(972) 807-8700

118 E. Main Street Richardson, TX 7508

Yummy BURGERS&BBQ

Best Halal Burgers in Richardson, TX

(214)556-9262 (469) 899-7319

118 E. Main Street Richardson, TX 7508